ওয়ার্ডপ্রেস টিউটোরিয়াল (প্রাথমিক)

লেখক

আরিফুল ইসলাম শাওন

লেখক পরিচিতিঃ
মোঃ আরিফুল ইসলাম শাওন

জন্ম ১৯৮৯ সালে, রংপুর জেলায়। জন্মসূত্র থেকেই তিনি স্থায়ী ভাবে রংপুরে থাকেন। বর্তমানে হিসাব বিজ্ঞান শাস্ত্র নিয়ে বিবিএস পড়ছেন রংপুর সরকারি কলেজে। পাশাপাশি নিজের ভাল লাগা থেকে তিনি গত ৪ বছর থেকে কয়েকটি সেক্টর নিয়ে সাফল্যের সাথে ফ্রিলান্সিং এবং বাংলা ও ইংরেজিতে ভাষায় প্রোফেসনাল ব্লগিং পেশায় জড়িত আছেন। সাথে তাঁর নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা ফ্রীলান্স ও আইসিটি ট্রেইনিং ফার্ম "Rangpur Sour ce" এর সিইও এর দায়িত্ব পালন করছেন। কাজের ফাঁকে অবসরে তিনি দীর্ঘ ভ্রমন করতে এবং উপন্যাস/কল্পকাহিনী/ভ্রমন বিষয়ক গল্প পড়তে ভালবাসেন।

সূচি পত্র

১. ওয়ার্ডপ্রেস কি?
২. ওয়ার্ডপ্রেসের ইতিহাস
৩. লোকাল কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ
৪. সফটাক্লাউস দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!
৫. ওয়েব সারভারে ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ
৬. এডমিন প্যানেল পরিচিতি
৭. প্রাথমিক সেটিং সমুহ
৮. প্রোফাইল আপডেট
৯. পোস্ট আপডেট
১০. পেজ আপডেট
১১. বিভাগ পরিচালনা
১২. মন্তব্য পরিচালনা
১৩. ওয়ার্ডপ্রেস থিম ও প্লাগইন কি?
১৪. থিম পরিচালনা ও ইনস্টল
১৫. প্লাগিন পরিচালনা ও ইনস্টল

১. ওয়ার্ডপ্রেস কি?

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের প্রথম পর্বে আপনাদের স্বাগতম। বর্তমানে যারা অনলাইনের সাথে জড়িত, তাদের সাথে ওয়ার্ডপ্রেসকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার মতো কিছু অবশিষ্ঠ নেই। তারপরেও যারা একদমই নতুন তাদের জন্য লিখতে শুরু করলাম।

ওয়ার্ডপ্রেস বর্তমান সময়ের বহুল ব্যবহৃত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্লগিং সফটওয়্যার। এটি মূলত পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল দ্বারা তৈরী এবং নিয়ন্ত্রিত একটি ব্লগিং প্যাকেজ সফটওয়্যার। ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক গুলো সুবিধা রয়েছে, সেগুলো ধাপে ধাপে পরবর্তীতে দেখানো হবে।

কারনঃ ব্যবহারকারীদের সুবিধার্তে ওয়ার্ডপ্রেসকে ওপেন সোর্স করে দেয়া হয়েছে যাতে যে কেউ সহজেই তার ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে নিয়ে কাজ করতে পারে। ওয়ার্ডপ্রেস দ্বারা কোনো প্রকার পিএইচপি,মাইএসকিউএল বা এইচটিএমএল জ্ঞান ছাড়াই ওয়েবসাইট বা ব্লগ কয়েক দিনেই তৈরী করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, পেশাগত কাজের মান আনতে হলে আপনাকে অবশ্যই এইচটিএমএল, সিএসএস, পিএইচপি সাথে মাইএসকিউএল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

সুবিধাঃ ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস প্যাকেজ সফটওয়্যারটি ওপেনসোর্স এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিনামূল্যে অজস্র থীম,প্লাগইন পাওয়া যায় যা আপনার কাজকে করবে আর বেগবান। কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হওয়ায় যেকোন তথ্য সহজেই হালনাগাদ করা যায়। এছাড়াও ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার বান্ধব, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশেন ইত্যাদি।

ওয়ার্ডপ্রেসের সর্বশেষ ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারেনঃ www.wordpress.org/download থেকে।

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আর লিখা নিয়ে আসছি শীঘ্রই।

২. ওয়ার্ডপ্রেসের ইতিহাস!

২০০৩ সালের ২৭শে মে ওয়ার্ডপ্রেসের স্রষ্ঠা ম্যাট মুলেনওয়েগ সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ করেন। এবং ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ওয়ার্ডপ্রেস ৩.০ সংস্করণ ৬৫ বিলিয়ন বারের বেশি ডাউনলোড করা হয়েছে। শুরু থেকে এটি ব্লগিং সফটওয়্যার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট নির্মান করা হচ্ছে।

শুরুর থেকে বলতে গেলে, B2 এবং CAFELOG নামের সংগঠন ওয়ার্ডপ্রেসের অগ্রদূত। ওয়ার্ডপ্রেস তৈরীর পর থেকে ২০০৩ সালের মে মাস পর্যন্ত B2 এবং CAFELOG সংগঠনটি কমপক্ষে ২০০০ ব্লগ হোস্ট করাতে চেয়েছিল। ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টি পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্ক এবং মাইএসকিউএল ডেটাবেজ এর সমন্বিত রূপ। এটি মাইকেল ভাল্ড্রিঘি কর্তৃক আধুনিকায়ন করা, যিনি বর্তমানে ওয়ার্ডপ্রেস এর ডেভেলপার এবং ওয়ার্ডপ্রেসের অফিসিয়াল অগ্রদূত। সাথে তিনি বি২ইভুল্যুয়েশন প্রজেক্টের এক্টিভ সদস্য।

ওয়ার্ডপ্রেস সর্বপ্রথম ২০০৩ সালে ম্যাট মুলেনওয়েগ এবং মাইক লিটিল কর্তৃক বি২ইভুল্যুয়েশন এর একটি ছোট প্রোজেক্ট ছিল। আর আমরা বর্তমানে "**ওয়ার্ডপ্রেস**" যে নামে ধরে বলছি এটা ম্যাট মুলেনওয়েগ এর বন্ধু ক্রিস্টিন সেল্লেক ট্রিমুলেট এর পছন্দ করে দেয়া নাম।

২০০৪ সালে **Six Apart** কর্তৃক তৈরীকৃত আরেক ব্লগিং সফটওয়্যার **Movable Type** তাদের ব্যবহার বিধিমালা পরিবর্তন করায় তাদের বেশির ভাগ ব্যবহারকারীরা Movable Type ছেড়ে ওয়ার্ডপ্রেসে পাড়ি জমায়। আর এটি-ই ওয়ার্ডপ্রেসের ভাগ্যকে প্রসারিত করে দেয়।

অক্টোবার ২০০৯, ওপেন সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, ওয়ার্ডপ্রেস ২০০৯ সালে তাদের টার্গেটের তুলনায় ওপেন সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে অধিক জনপ্রিয়তা এবং সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। আর এভাবেই ওয়ার্ডপ্রেস আজকের বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে গেছে।

৩. লোকাল কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!

ব্লগিং সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। চাইলেই আপনিও এইচটিএমএল, সিএসএস শিখে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। তবে, ভাল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই পিএইচপি এবং মাইএসকিউএলও জানতে হবে। এখন কথা হল, আপনি দুই ভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। ১. লোকাল কম্পিউটারে, মানে আপনার পিসিকেই ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং ২. রিমোর্ট/ওয়েব সার্ভারে, মানে ইন্টারনেট লাইন ব্যবহার করে। রিমোর্ট সার্ভারে আবার দু'ভাবে সেটআপ করতে পারবেন, ক) সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যালেন থেকে, খ) ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে।

তাই, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি লোকাল কম্পিউটারকে লোকাল ওয়েব সার্ভার বানিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ দিবেন...

১ প্রথমে আপনার কম্পিউটারকে লোকাল ওয়েব সার্ভার বানাতে **WAMP** অথবা **XAMP** ইন্সটল করে নিন। আপনার কাছে সফটওয়্যার দুটি না থাকলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এখানে এবং এখানে থেকে। অন্যন্য সফটয়ারের মতই এর ইন্সটলেশন পদ্ধতি তাই নতুন করে এটা নিয়ে লিখলাম না। (উল্লেখঃ আমি উইন্ডোজ এক্সপি এবং **WAMP** সার্ভার ব্যবহার করে টিউটরিয়ালটি তৈরী করছি।(আপনাদের কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে জানাবেন)।

২. ওয়াম্প ইন্সটাল করার পর আপনার হার্ডডিস্কের C: ড্রাইভে wamp নামে একটি ফোল্ডার তৈরী হবে। এবং এর ভিতরে www নামের যে ফোল্ডার – টি পাবেন তার ভিতরেই আপনাকে ওয়ার্ডপ্রেস বা অন্যান্য সিএমএস গুলো ইন্সটাল করেতে হবে। যেহেতু আমারা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করবে তাই ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস সফটওয়্যারটি একটি নতুন ফোল্ডার এর ভিতরে সরাসরি আনজিপ করবো। ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার জন্য আমি www ফোল্ডারের ভিতরে Trail Blog নামের একটি ফোল্ডার করেছি এবং এর ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস আনজিপ করেছি। ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করুন এখানে থেকে।

৩. এবার চলুন ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটি Trail Blog ফোল্ডারের ভিতরে আনজিপ করি। আপনার হার্ডডিস্কের যেখানে জিপ করা ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটি আছে সেখানে চলুন...

৪. জিপ ফাইলটির উপরেই মাউস রেখে Extract Files... এ ক্লিক করুন। এবার নিচের মতো স্ক্রীন আসলে **My Computer**> **C: ড্রাইভ** > **wamp** > **www** > Trail Blog (ফোল্ডার নামটি আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন।) নির্বাচন করে দিন। নিচের মতো করে ...

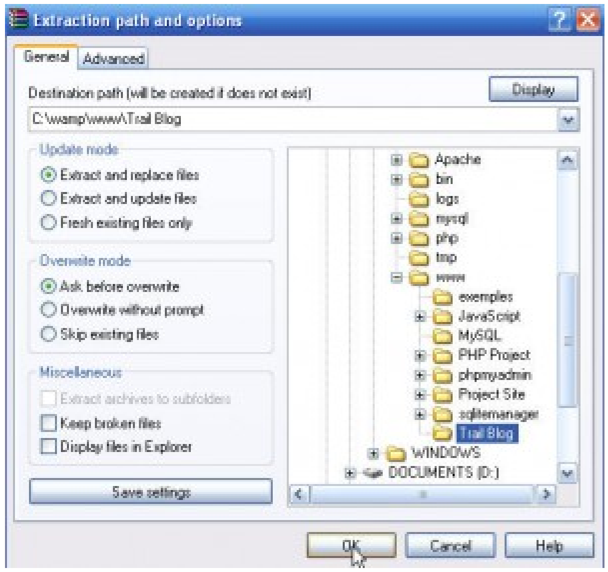

৫. OK ক্লিক করার সাথে সাথে আনজিপ হওয়া শুরু হবে। নিচের মতো করে...

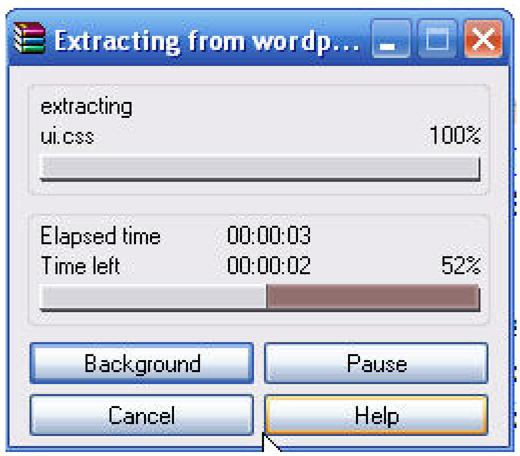

৬. আনজিপ হয়ে গেলে ব্রাউজ করুন আপনার ইন্সটলেশন ফোল্ডারটি। সঠিকভাবে ইন্সটল হলে নিচের মতো ফাইল+ ফোল্ডারগুলো পাবেন...

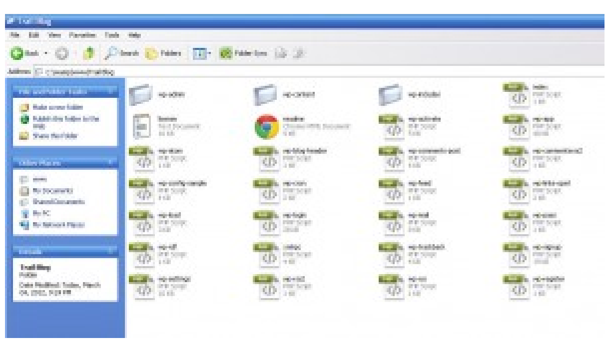

৭. এবার ওয়েব ব্রাউজারে http://localhost লিখে ব্রাউজ করুন। আমি ওয়াম্প এর পুরাতন ভার্সন ব্যবহার করছি তাই আপনাদের আমার স্ক্রীনের সাথে কিছুটা অমিল থাকবে। নয়তো নিচের মতো উইন্ডো আসবে...

৮. সেখানের নিচে থেকে Trail Blog অথবা আপনার দেয়া ফোল্ডার নামে ক্লিক করুন। নিচের মতো পেজ পাবেন ব্রাউজারে... সেখানে থেকে **Create a Configuration File** বাটনে ক্লিক করুন...

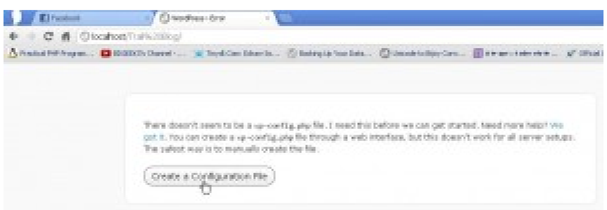

৯. আবারো নিচের মতো পেজ পাবেন। **Let’s go!** তে ক্লিক করুন...

১০. এবার নিচের ইমেজ পাবেন...

১১. আবারো আপনার ব্রাউজারে http://localhost/phpmyadmin/ ব্রাউজ করুন। নিচের মতো স্ক্রীন পেলে Create a **database** এ আপনার ডাটাবেজের নাম দিয়ে Create বাটনে ক্লিক করুন।

১২. সব কিছু ঠিক থাকলে, এবার আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরীর **wp-config-sample.php** ফাইলটি নোটপ্যাড বা ড্রীমওয়েভার দিয়ে ওপেন করুন। এবং নিচের দেখানো পদ্ধতিতে শুধু **database** নামে দিয়ে ফাইলটি সেভ করুন।

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'trail_blog');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
```

১৩. এবার নিচের মতো করে ডেটাবেজ নাম, ডাটাবেজ হোস্ট ঠিকানা, টেবিল প্রিফিক্স দিন। আর হ্যা উইজার নাম এবং পাসওয়ার্ড অবশ্যই ফাঁকা রাখবেন। তারপর **Submit** ক্লিক করুন।

১৪. নিচের মতো পেজ আসলে **Run the install** এ ক্লিক করুন।

১৫. নিচের মতো পেজ আসলে আপনার সাইট টাইটেল, উইজার নেম, পাসওয়ার্ড, ইমেইল ঠিকানা দিয়ে শেষে **Install WordPress** বাটনে ক্লিক করুন...

১৬. কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল হবে এবং আপনার সামনে ইন্সটল সফল হয়েছে এমন বার্তাসহ পেজ উপস্থিত হবে নিচের মতো...

১৭. উপরের **Log In** বাটনে ক্লিক করুন, নিচের মতো লগিন পেজ পাবেন ...! উইজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন বাটনে ক্লিক করুন।

১৮. সর্বশেষ আপনার ওয়ার্ডপ্রেস এর **Dashboard** পাবেন নিচের মতো। :D

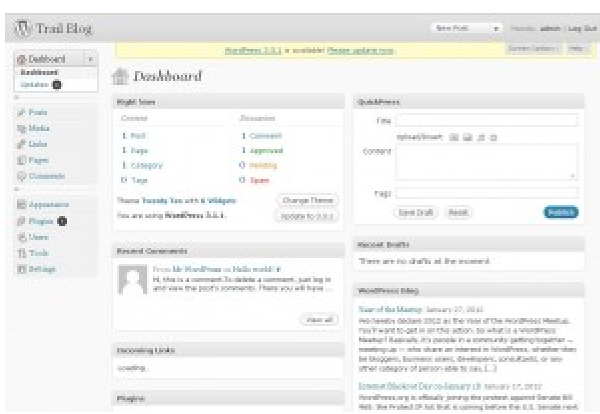

৪. সফটাক্লাউস দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!

ব্লগিং সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। চাইলেই আপনিও এইচটিএমএল, সিএসএস শিখে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। তবে, ভাল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল-ও জানতে হবে। এখন কথা হল, আপনি দুই ভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন।

১. লোকাল কম্পিউটারে, মানে আপনার পিসিকেই ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং
২. রিমোর্ট/ওয়েব সার্ভারে, মানে ইন্টারনেট লাইনের এর ব্যবহার করে। রিমোর্ট সার্ভারে আবার দু'ভাবে সেটআপ করতে পারবেন,
ক) সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যালেন থেকে,
খ) ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে।

গত পর্বে দেখিয়েছি কিভাবে লোকাল কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে হয়। আর তাই, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের আজকে আপনাদের দেখবো কিভাবে আপনি রিমোর্ট/ওয়েব সার্ভারে, অর্থাৎ ইন্টারনেট লাইনের এর ব্যবহার করে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যানেল থেকে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ দিবেন...

১. আপনার হোস্টিং সি-প্যানেল এ ব্রাউজ করুন। আপনার সি-প্যানেল ঠিকানা হবে cpanel.yourdomain.com। yourdomain.com এর জায়গার আপনার ডোমেইন এর নাম লিখুন। আবার নিচের মতো পেজ আসবে(ফ্রী হোস্টিং হলে লগিন পেজের চেহার অন্যরকম হতে পারে)। সেখানে আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন এ ক্লিক করুন।

২. এবার আপনি আপনার হোস্টিং এর কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করেছেন। সেখান থেকে মাউস নিচের দিকে স্ক্রল করে সফটওয়্যার এবং সার্ভিস(Software/Services) নামের সেকশন থেকে Softaculous এর লিঙ্কে ক্লিক করুন নিচের চিত্রের মতো...

৩. উপরের Softaculous লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি নিচের মতো Softaculous এর ডিরেক্টরী পেজ পাবেন... এই ডিরেক্টরী থেকে আপনি সকল প্রকার পিএইচপি স্ক্রিপ্ট পাবেন ইন্সটল করার জন্য। যেমনঃ ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা, পিএইচপিবিবি ইত্যাদি।

৪. ওয়ার্ডপ্রেস আইকনের উপরে মাউস হোভার করে Install বাটনে ক্লিক করুন। নিচের চিত্রের মতো করে...

৫. এবার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটলেশন এর পেজ পাবেন সেখানে আপনাকে কিছু ইনফর্মেশন দিতে হবে। নিচের চিত্রের মতো...

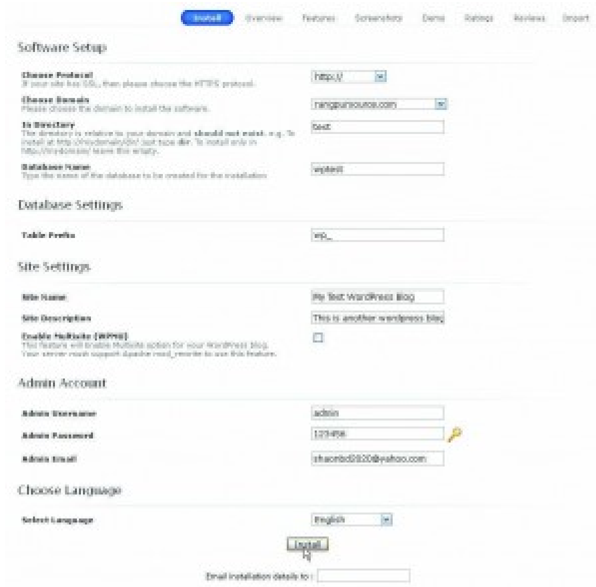

Choose Protocol: এখানে আপনি যদি সিকিউর প্রটোকল কিনে থাকেন আপনার সাইটের জন্য তাহলে https:// অথবা

https://www আর যদি সাধারন প্রটোকল এর সাইট হয়ে থাকে তাহলে http:// অথবা http://www. ।

Choose Domain: এখানে থেকে আপনি আপনার ডোমেইন নির্বাচন করুন।

In Directory: আপনি যদি আপনার মূল ডোমেইন বাদে তবে মূল ডোমেইনের অন্যকোন ডিরেক্টোরীতে/ফোল্ডার এ ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে ইচ্ছুক হন তবে In Directory সেটি লিখে দিন।যেমন,আমি লিখেছিঃ test।এই অবস্থায় আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল হয়ে সাইটের ঠিকানা হবেঃ yourdomain.com/test ।

Database Name: এখানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে জন্য কাঙ্ক্ষিত ডাটাবেসের নাম দিন। এই ডাটাবেসেই আপনার ইউজাররা রেজিস্ট্রেশন করলে তাদের তথ্য গিয়ে জমা হয়ে।

Table Prefix: এখানে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই।

Site Name: এখানে আপনার সাইটের নাম দিন। যেমনঃ Tutohost.Com (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Site Description: এখানে আপনার সাইটের বর্ণনা দিন। যেমনঃ Fastest and Reliable Hosting Provider. (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Admin Username: আপনার ইচ্ছামত ইউজার নেম দিন। যেমনঃ admin

Admin Password: আপনার ইচ্ছামত পাসওয়ার্ড দিন। যেমনঃ 123456 (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Admin Email: আপনার ইচ্ছামত ইমেইল ঠিকানা দিন। তবে অবশ্যই ভ্যালিড হতে হবে। কারন পরবর্তিতে আপনি অনেক কিছু পরিবর্তন করতে এই ইমেইল্টি প্রয়োজন হতে পারে। (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Language: English.

এবার **Install** বাটনে ক্লিক করুন।

৬. নিচের মতো ইন্সটলেশন প্রোগ্রেস পেজ দেখতে পারবেন...

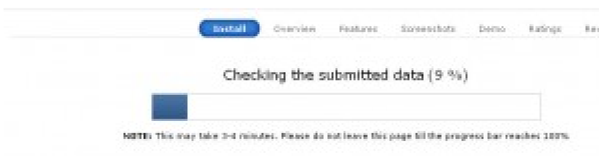

৭. সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি নিচের মতো ওয়ার্ডপ্রেস সফল ইন্সটলেশন বার্তা পাবেন। সাথে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল হওয়া ডিরেক্টরী ঠিকানা এবং ওয়ার্ডপ্রেস এডমিন প্যানেল ঠিকানা পাবেন নিচের মতো...

৮. সাথে আপনি এডমিন ইমেইল হিসেবে যে ইমেইলটি ব্যবহার করেছেন সেখানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইউজার নাম, লগিন পাসওয়ার্ড,এডমিন প্যানেল ঠিকানাসহ একটি মেইল পাবেন নিচের মতো...

৯. এবার আপনার সাইটটির ইউআরএল ব্রাউজ করুন। নিচের ইমেজের মতো দেখতে পারবেন...

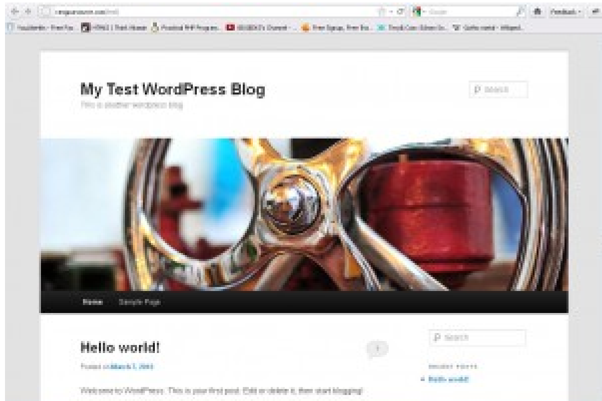

৫. ওয়েব সার্ভারে ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!

ব্লগিং সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে সেটা বলার অনেক্ষা রাখে না। চাইলেই আপনিও এইচটিএমএল, সিএসএস শিখে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। তবে, ভাল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল-ও জানতে হবে। এখন কথা হল, আপনি দুই ভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। ১. লোকাল কম্পিউটারে, মানে আপনার পিসিকেই ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং ২. রিমোর্ট/ওয়েব সার্ভারে, মানে ইন্টারনেট লাইন ব্যবহার করে। রিমোর্ট সার্ভারে আবার দু'ভাবে সেটআপ করতে পারবেন, ক) সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যালেন থেকে, খ) ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে।

গত পর্বে দেখিয়েছি কিভাবে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যানেল থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে হয়ে। আর তাই, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের আজকে আপনাদের দেখবো কিভাবে আপনি রিমোর্ট/ওয়েব সার্ভারে ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ দিবেন...

১. আপনার হোস্টিং সি-প্যানেল এ ব্রাউজ করুন। আপনার সি-প্যানেল ঠিকানা হবে cpanel.yourdomain.com। yourdomain.com এর জায়গার আপনার ডোমেইন এর নাম লিখুন। আবার নিচের মতো পেজ আসবে(ফ্রী হোস্টিং হলে লগিন পেজের চেহারা অন্যরকম হতে পারে)। সেখানে আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন এ ক্লিক করুন।

২. সি-প্যানেল হোম পেজ থেকে মাউস স্ক্রল করে নিচের দিকে আসুন। তারপর সেখানের Files থেকে File Manager ক্লিক করুন। নিচের ইমেজ এর মতো...

৩. ফাইল ম্যানেজার পপ-আপ বক্স আসলে সেখানে থেকে Public FTP Root (public_html) সিলেক্ট করুন, তারপর Document Root For: থেকে আপনার ডোমেইন সিলেক্ট করে নিচের থেকে Go বাটনে ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটি দেখুন...

৪. Go তে ক্লিক করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি public_html পেজটি পাবেন। সেখানে থেকে **New Folder** এ ক্লিক করে নতুন একটি ডিরেক্টরি তৈরী করে নিন যেখানে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ করবেন। আমি এখানে Test নামে ফোল্ডার করেছি। নিচের ইমেজটির মতো...

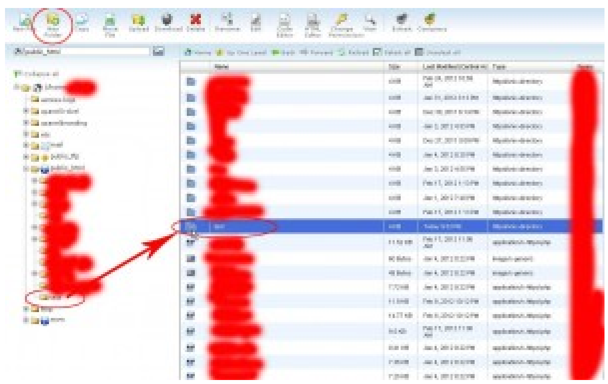

৫. Test ফোল্ডারটিতে প্রবেশ করুন এবং Test ফোল্ডারে ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টি আপলোড করার জন্য Upload লিঙ্কে ক্লিক করুন...

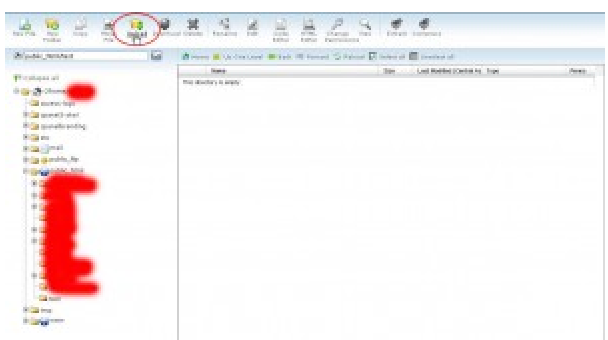

৬. আবার ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস ফাইলটি আপলোড করতে Choose File এ ক্লিক করুন...

৭. আপনার হার্ডডিস্ক থেকে ওয়ার্ডপ্রেস জিপ ফাইলটি Open করুন...

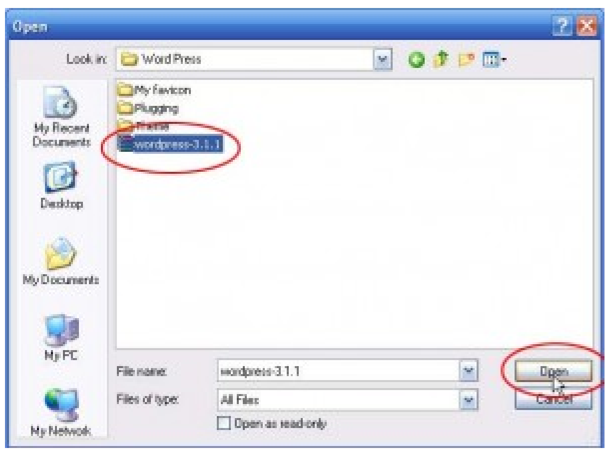

৮. এবার আপলোড শুরু হবে...

৯. আপনার নেট স্পিড ভাল হলে কিছুক্ষনের মধ্যে আপলোড শেষ হবে...

১০. এবার ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটি সিলেক্ট করে Extract (আনজিপ) ক্লিক করুন...

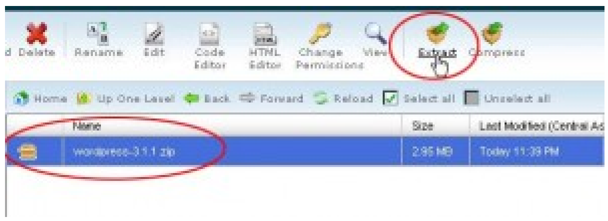

১১. Extract (আনজিপ) পপআপ আসলে Extract File(s) ক্লিক করুন...

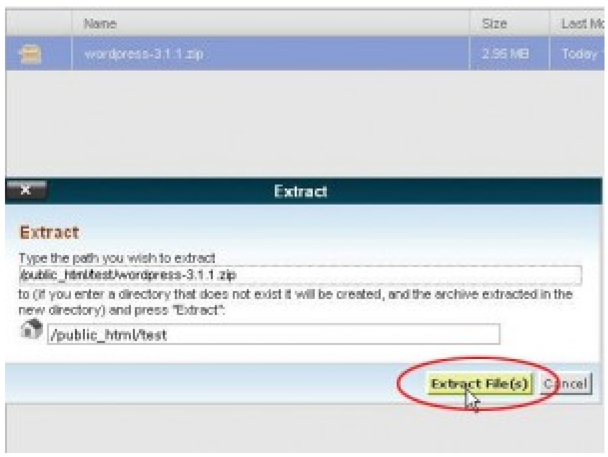

১২. Extract (আনজিপ) হয়ে গেলে উইন্ডোটি Close করুন...

১৩. এবার দেখুন আপনার public_html/yourdirectoryname এই ঠিকানায় ওয়ার্ডপ্রেস আনজিপ হয়ে গেছে। আনজিপ হলে নিচের মতো ফাইলগুলো পাবেন...

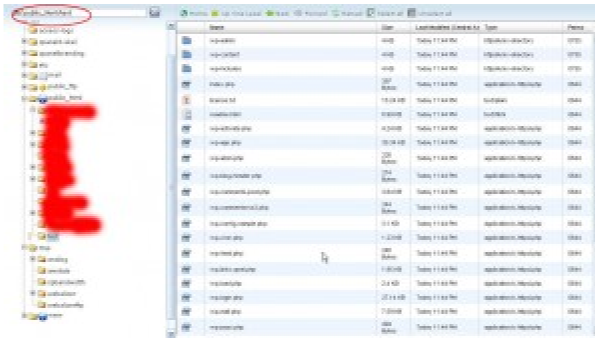

১৪. এবার আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইউআরএল-টি ব্রাউজ করুন... আমার ইউআরএল www.rangpursource.com/test ব্রাউজ করে নিচের পেজটি আসবে। Create a Configuration File এ ক্লিক করুন...

১৫. Let’s go! ক্লিক করুন...

১৬. এবার যে পেজটি আসবে সেখানে আপনাকে ওয়ার্ডপ্রেস ডাটাবেস, ডাটাবেস ইউজার নেম, ডাটাবেস পাসওয়ার্ড এবং ডাটাবেস হোস্ট দিতে বলবে। বাই ডিফল্ট ডাটাবেস হোস্ট নাম localhost. কোন পরিবর্তন না করে এটাই রাখবেন। কিন্তু আপনাকে এখন অবশ্যই ডাটাবেস তৈরী করতে হবে এবং এটাও মেনুয়ালই-ই করতে হবে যদি ম্যানুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে চান। পরের স্টেপ দেখুন...

১৭. আপনার হোস্টিং হোম পেজের Databases সেকশন থেকে MySQL databases এ ক্লিক করুন...

১৮. পরের পেজে Create New Database এ আপনি যে নামে ডাটাবেস তৈরী করতে চান সেটা লিখুন। যে নামটি লিখবেন সেই নামে একই ডাটাবেস যেন আগে তৈরী করা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এবার Create Database ক্লিক করুন...

১৯. ডাটাবেস তৈরী হয়ে গেলে **Go Back** করুন...

২১. MySQL Database হোম দেখুন আপনার সদ্য তৈরী ডাটাবেসটি যুক্ত হয়ে গেছে...

২০.MySQL Database হোম থেকে এবার MySQL User যুক্ত করতে হবে। নিচের মতো ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে Create User ক্লিক করুন...

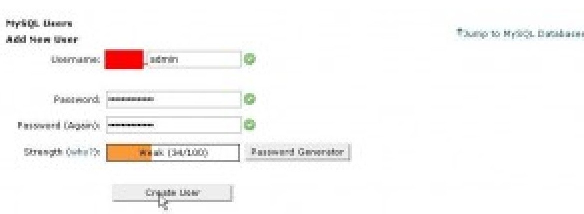

২১. ইউজার তৈরী হয়ে গেলে আবার Go Back করুন...

২২. এবার সদ্য তৈরী করা ইউজার- টিকে কিছুক্ষন আগে তৈরী করা ডাটাবেসে যুক্ত করতে হবে। User এবং Database সিলেক্ট করে Add ক্লিক করুন...

২৩. এবার ইউজার আপনার ডাটাবেসের কোন কোন ডাটা একসেস করতে পারবে তা নির্ধারন করে দিন। এক্ষেত্রে সবগুলো চেক বক্সই চেক করে দিন অথবা All PRIVILEGES সিলেক্ট করে নিচের Make Changes ক্লিক করুন...

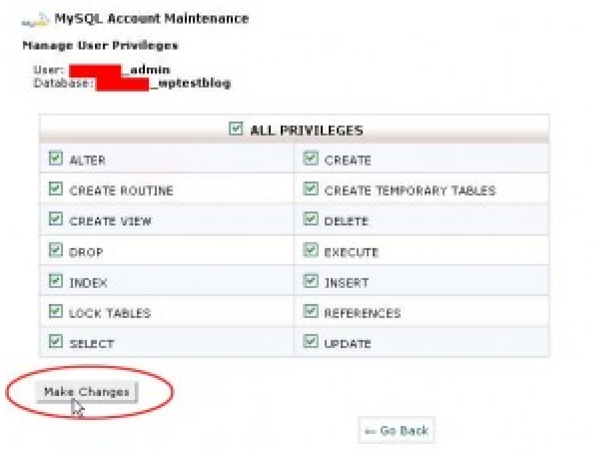

২৪.এবার আপনার তৈরী করা ডাটাবেসে ইউজার যুক্ত হয়ে যাবে...

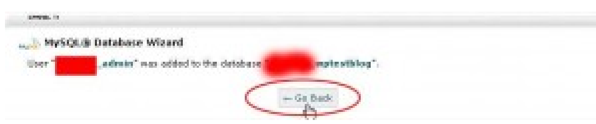

২৫. এবার আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরিতে (public_html/yourdirectoryname) চলুন। সেখানে থেকে ওয়ার্ডপ্রেস wp- config-simple.php কনফিগারেশন ফাইলটি সদ্য তৈরী করা ডাটাবেস এবং ইউজার নাম দিয়ে এডিট করতে হবে। wp- config-simple.php ফাইলটি সিলেক্ট করে **Code Editor** ক্লিক করুন।

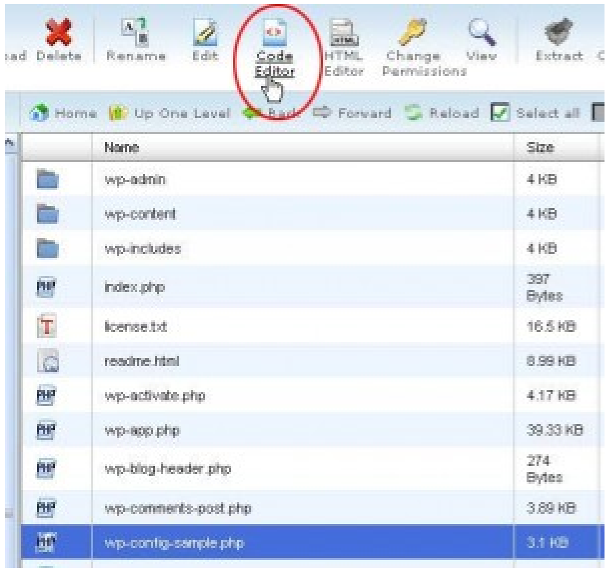

২৬. নিচের পপআপ বক্সটি ওপেন হলে Edit ক্লিক করুন ...

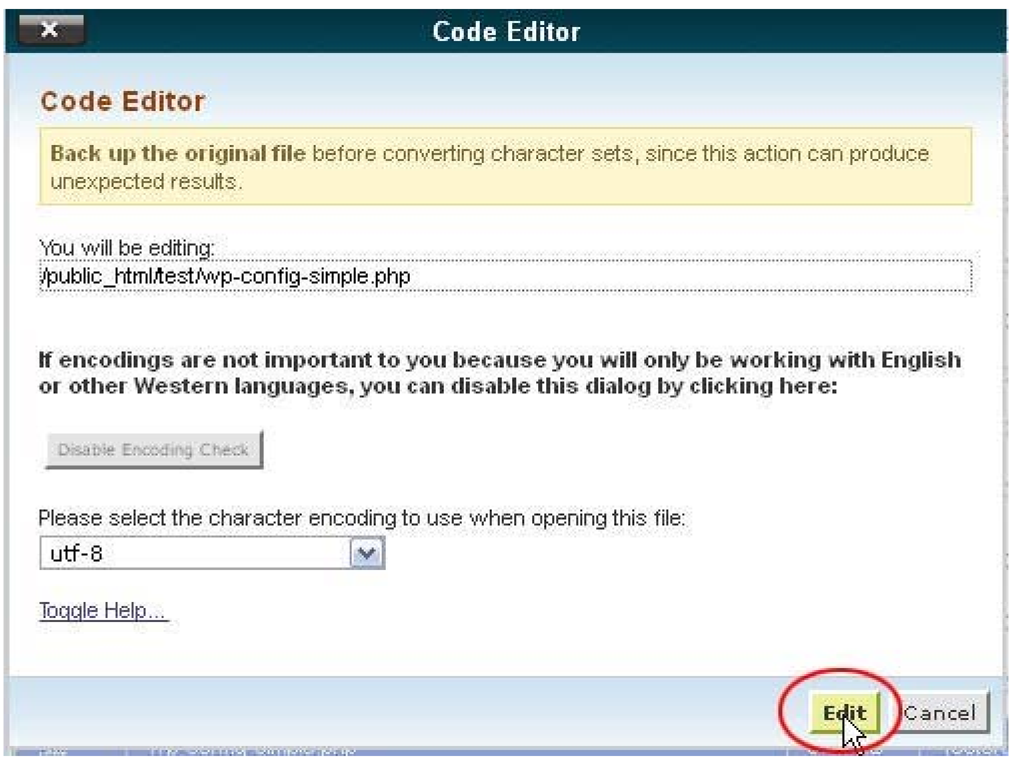

২৭ এবার নতুন একটি পেজে wp- config-simple.php ফাইলটি ওপেন হবে। সেখানে থেকে ডান পাশের উপরে থেকে Use text editor ক্লিক করুন এবং নিচের দেখানো লাইনগুলোতে লাল মার্ক করা জায়গায় আপনার তৈরী করা ডাটাবেস নাম, ডাটাবেস ইউজার নাম, ডাটাবেস পাসওয়ার্ড এবং ডাটাবেস হোস্ট নাম দিন। যেভাবে আমি স্টেপ ১৬ তে বলেছিলাম। নাম দেয়ার হয়ে গেলে ডান পাশের উপরে থেকে Save Changes চেপে ফাইলটি সেভ করুন।

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wptestblog');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'admin');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '123456asdfg$$$');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
```

২৮. তারপর আপনার public_html/yourdirectoryname ডিরেক্টরিটি রিফ্রেশ করুন।

২৯. এবার wp- config-simple.php ফাইলটির নাম পরিবর্তন করে wp-config.php করতে হবে। সেজন্য wp- config-simple.php ফাইলটি সিলেক্ট করে Rename এ ক্লিক করুন...

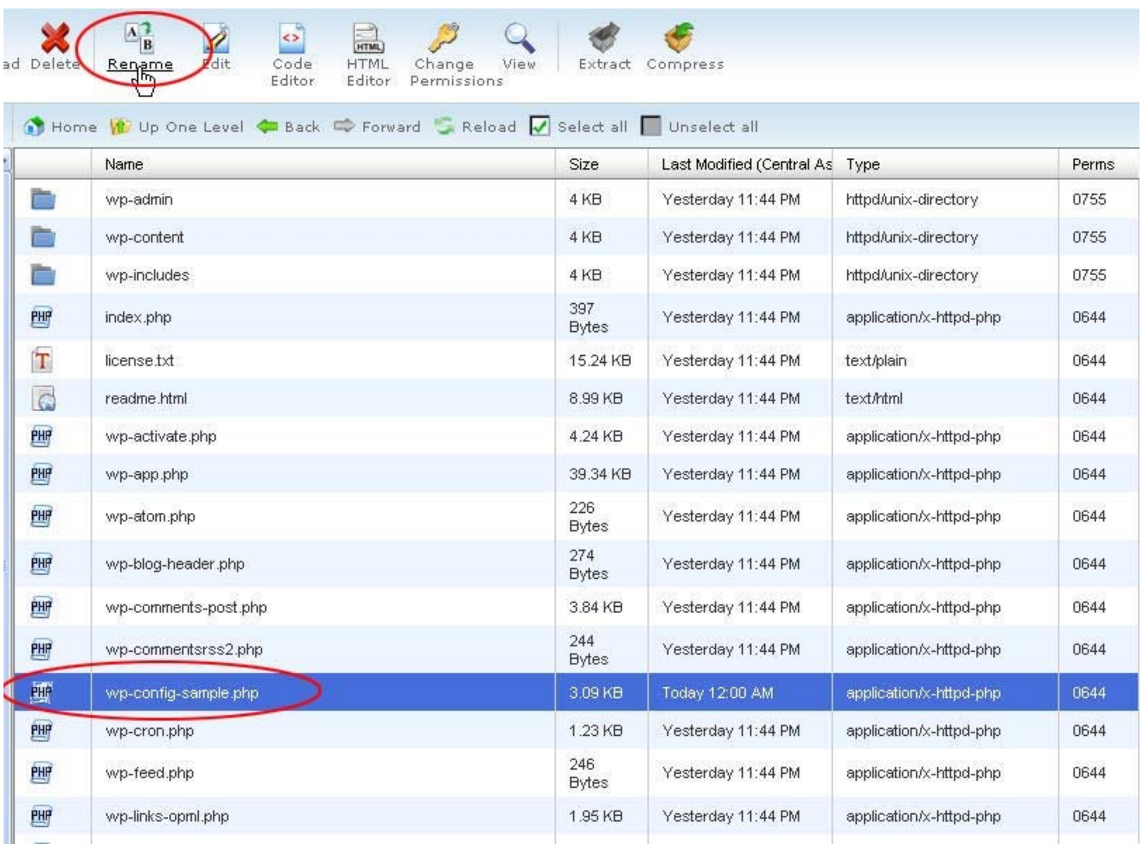

Name	Size	Last Modified (Central As	Type	Perms
wp-admin	4 KB	Yesterday 11:44 PM	httpd/unix-directory	0755
wp-content	4 KB	Yesterday 11:44 PM	httpd/unix-directory	0755
wp-includes	4 KB	Yesterday 11:44 PM	httpd/unix-directory	0755
index.php	397 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
license.txt	15.24 KB	Yesterday 11:44 PM	text/plain	0644
readme.html	8.99 KB	Yesterday 11:44 PM	text/html	0644
wp-activate.php	4.24 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-app.php	39.34 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-atom.php	226 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-blog-header.php	274 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-comments-post.php	3.84 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-commentsrss2.php	244 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-config-sample.php	3.09 KB	Today 12:00 AM	application/x-httpd-php	0644
wp-cron.php	1.23 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-feed.php	246 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-links-opml.php	1.95 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644

৩০. নিচের পপআপ বক্সটি ওপেন হলে here: লিখার নিচের বক্সে wp-config.php লিখে Rename File ক্লিক করুন...

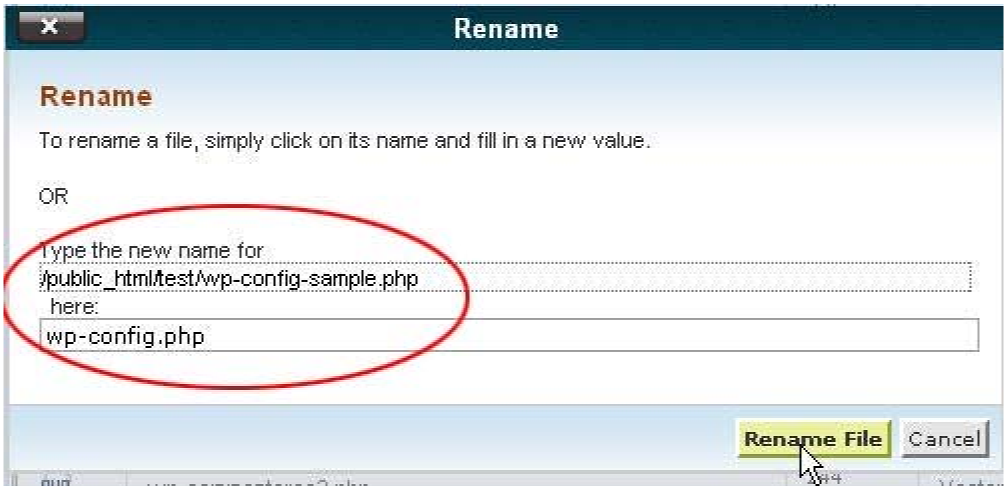

৩১. দেখুন আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরিতে wp- config-simple.php ফাইলটি রিনেম হয়ে wp-config.php হয়েছে।

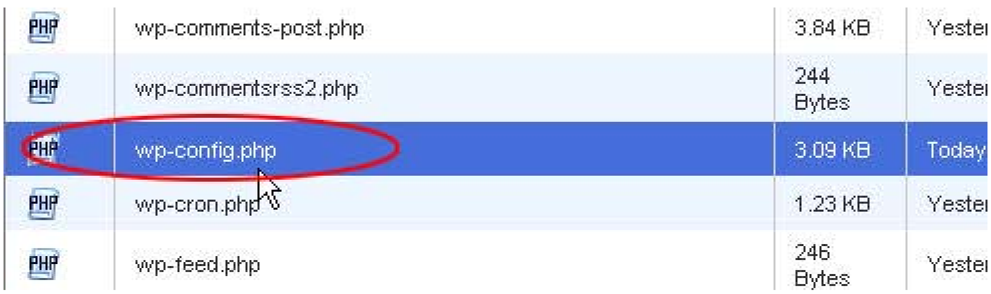

৩২. এবার আসুন ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ পেজে(yourdomain.com/yourwpdirectory)। ক্লিক Run the install...

৩৩. নিচের পেজ আসলে সেখানে আপনার হোস্টিং প্যানেল থেকে তৈরী করা ডাটাবেস নাম, ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে নিচের পেজটি ফিলআপ করুন এবং শেষে Submit ক্লিক করুন...

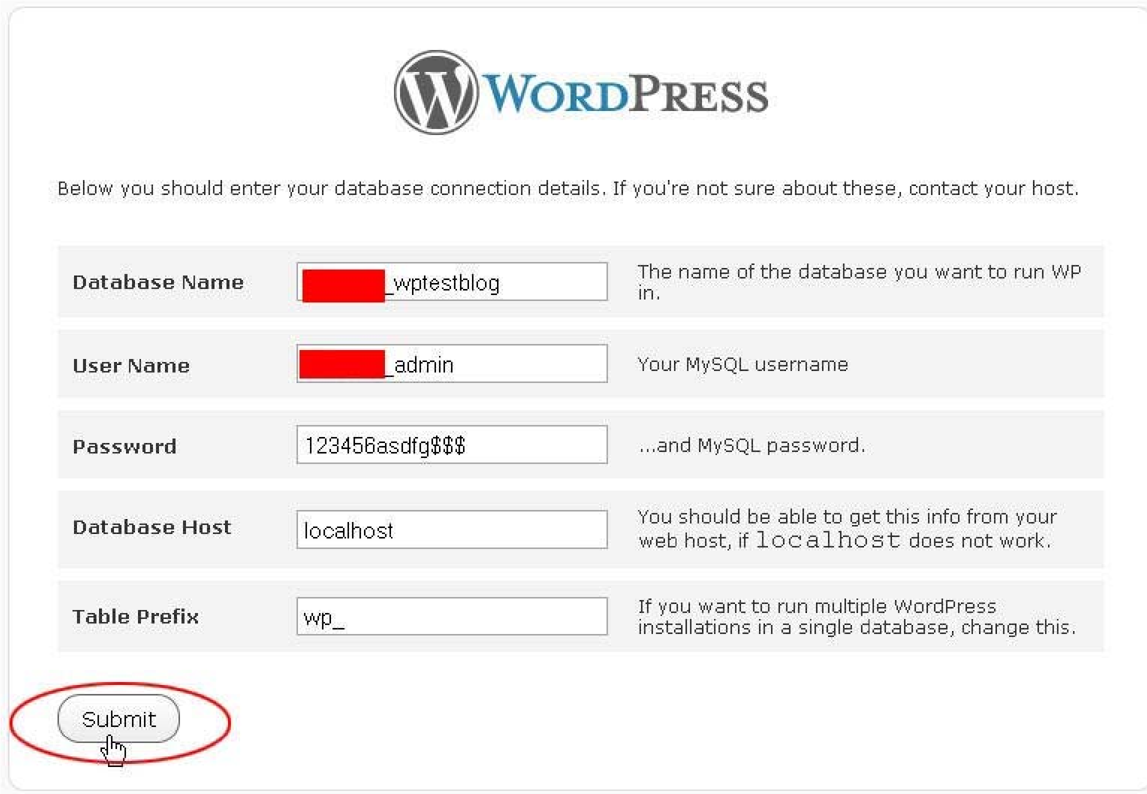

৩৪. সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের পেজটি পাবেন। এখানে আপনার সাইট টাইটেল, ইউজার নাম, পাসওয়ার্ড দু'বার এবং ই-মেইল ঠিকানা দিন (আপনি ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড বাই ডিফল্ট রাখতে পারেন)। এবার Install WordPress ক্লিক করুন...

৩৫. কিছুক্ষনের মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল শেষ হবে এবং নিচের মতো সাকসেস বার্তা দিবে। সাথে লগিন ইনফরমেশন দিবে। Log In ক্লিক করুন।

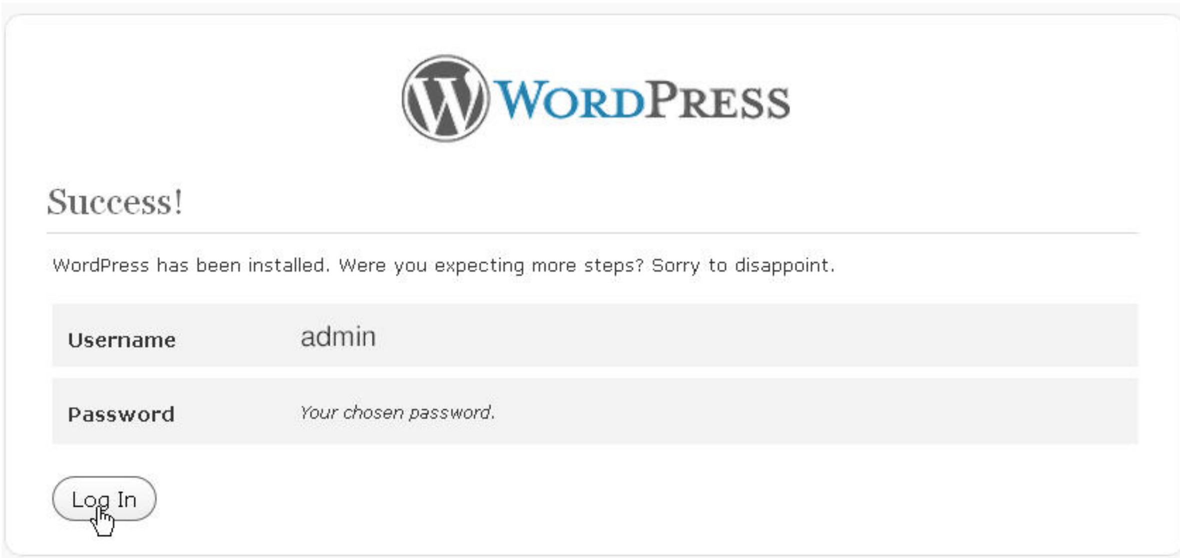

৩৬. লগিন পেজ আসলে আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন করুন...

৩৭. লগিন সাকসেস হলে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড পেয়ে যাবেন।

ওয়েব সার্ভারে ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে ম্যানুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ টিউটোরিয়াল পর্ব এখানেই শেষ। পরবর্তিতে পোষ্ট আসছে পুরো ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড পরিচিতি পর্ব নিয়ে।

৬. এডমিন প্যানেল পরিচিতি!

ওয়ার্ডপ্রেস এর আজকের টিউটোরিয়ালে স্বাগতম। গত পর্বগুলোতে আলোচনা ছিল ওয়ার্ডপ্রেসের শুরু থেকে কিভাবে আপনার লোকাল পিসিতে, রিমোট ওয়েব সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করবেন সেগুলোর চিত্রভিত্তিক ধারাবাহিক বর্ণনা। আশা করছি এত দিনে সেগুলো ভালভাবে রপ্ত করছেন। আজ থেকে শুরু হবে ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডের/এডমিন প্যানেলের বিস্তারিত আলোচনাসহ আরও অনেক কিছুই। নতুন সেই ধারাবাহিকতায় আজকের আলোচনার বিষয় "ওয়ার্ডপ্রেসএডমিন প্যানেল পরিচিতি"। তো চলুন শুরু করি...

১. প্রথমেই আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লগিন করুন। আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের লগিন পেজ ঠিকানা হবেঃ yoursitename.extesion/wp-login.php

২. লগিন এর পরে যে পেজটি পাবেন তা নিচের মতো... এটিই হল বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেস সাইট বা ব্লগের ড্যাশবোর্ড প্যানেল।

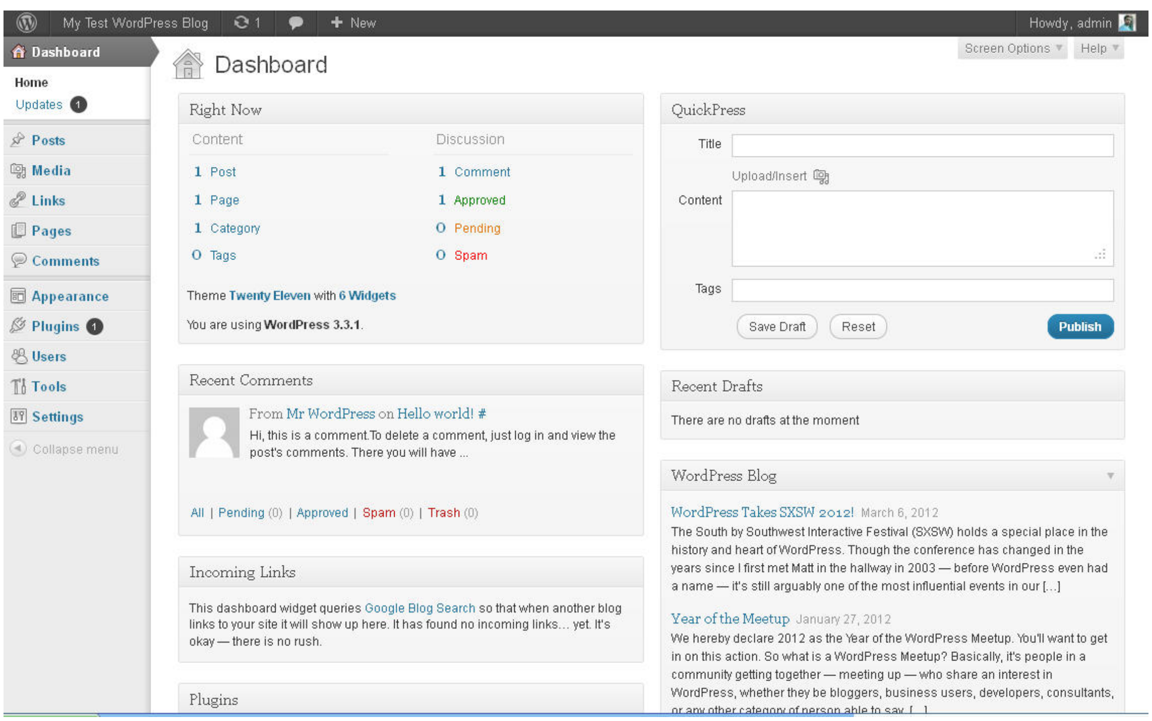

এবার আসুন ধাপে ধাপে ড্যাশবোর্ড এর প্রতিটি সেকশনের সাথে পরিচিত হইঃ

৩. **Dashboard**: ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লগিন করেই আপনি যে পেজটি পাবেন সেটিকে ড্যাশবোর্ড বলে। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Home: এই সেকশনের আওতায় আপনি আপনার সাইটে লগিন করেই যে পেজটি পাবেন তা নিচে দেখানো ড্যাশবোর্ড সেকশনের Home এ ক্লিক করেই আসতে পারবেন ড্যাশবর্ডের যেকোনো সেকশন থেকে।

খ) Updates: এই মেন্যু থেকে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আপনার ইন্সটল করা যেকোনো প্লাগিং, থীম এবং ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টির নতুন কোন ভার্সন বের হলে তা জানতে এবং এই পেজ থেকে সরাসরি আপডেট করে নিতে পারবেন।

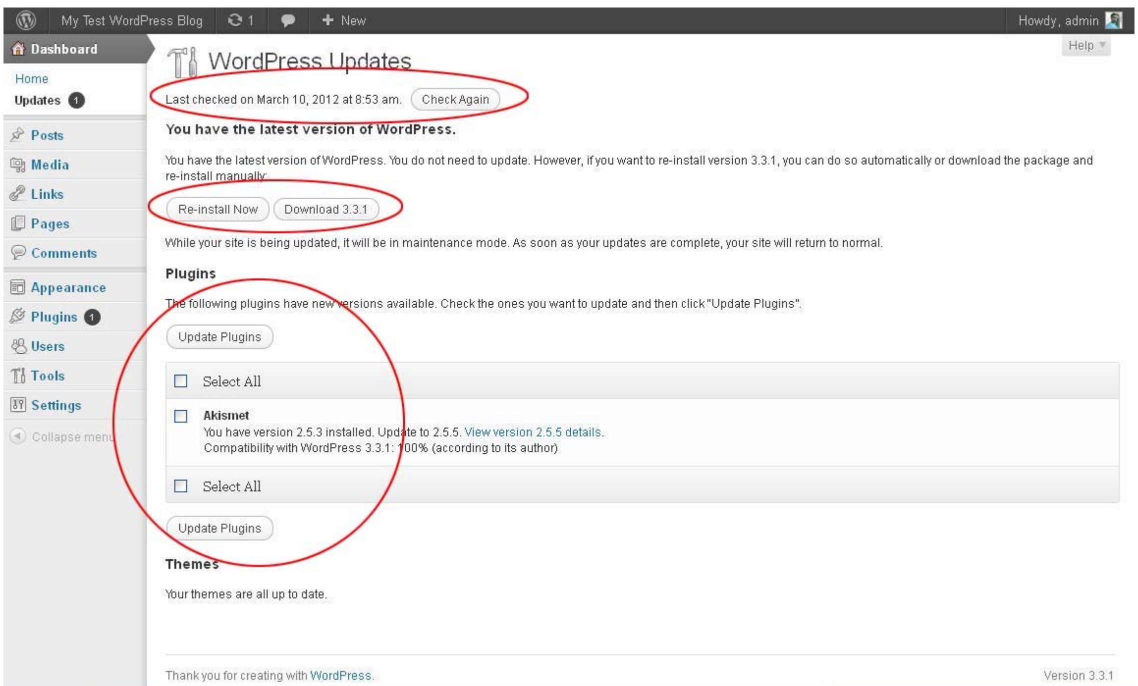

৪ Posts: ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে নতুন কোন লিখা দেওয়াকে পোস্ট বলে। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) All Posts: আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগে বা সাইটে যত গুলো লিখা লিখবেন। সেটা সাময়িক সেভ করে রাখুন অথবা পাবলিশ করুন না কেন, সব গুলো All Posts সেকশনে পাবেন। খ) Add New: নতুন করে পোস্ট লিখতে Add New পেজ এর ব্যবহার হয়। গ) Categories: সাইটে লিখার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ করতে চাইলে Categories পেজ এর ব্যবহার হয়। ঘ) Tags: একই ঘরনার লিখা, যেগুলো মূলত পোস্টে লিখার শেষে প্রদর্শন করাতে চাইলে Tag এর ব্যবহার করতে হয়। আপনি চাইলে আগে থেকে Tag তৈরী করে রাখতে পারেন। নয়তঃ আপনি পোস্ট লিখার সময়ও উল্লেখ করতে পারবেন।

৫. ব্লগ পোস্টে কোন ছবি, ভিডিও বা অডিও যুক্ত করতে চাইলে Media সেকশনের ব্যবহার হয়। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

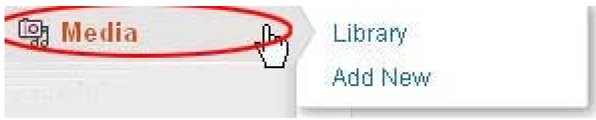

ক) Library: আগে থেকে আপলোড করে রাখা কোন ছবি, ভিডিও বা অডিও Library থেকে পোস্টে যুক্ত করতে পারবেন। খ) Add New: নতুন করে কোন ছবি, ভিডিও বা অডিও যুক্ত করতে চাইলে Add New থেকে যুক্ত করতে পারবেন।

৬. Links: আপনার সাইট থেকে বহির্গামী লিঙ্ক সমূহ এখানে থেকে যুক্ত করতে এবং মুছে দিতে পারবেন। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) All Links: সাইটের সকল বহির্গামী লিঙ্ক এখানে পাবেন। খ) Add New: নতুন করে বহির্গামী লিঙ্ক তৈরী করতে পাবেন। যেমনঃ ব্লগরোল(Blogroll) গ) Link Categories: বিভাগ অনুযায়ী ব্লগরোল এর মতো আরও লিঙ্ক তৈরী করতে পারবেন এখানে থেকে।

৭. Pages: এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) All Pages: আপনার সাইটের সকল পাতা এখানে পাবেন। যেমনঃ নীড়, সম্পর্কে, যোগাযোগ ইত্যাদি। খ) Add New: নতুন করে কোন পাতা (Page) এখানে যুক্ত করতে পারবেন।

৮. Comments: এই সেকশন থেকে আপনি আপনার সাইটের সকল মন্তব্য যাচাই-বাছাই, পাবলিশ এবং মুছে দিতে পারবেন।

৯. Appearance: Appearance বা সাজসজ্জা এটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের সবচেয়ে গুরুত্তপুর্ণ একটি সেকশন। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Theme: এখানে থেকে নতুন থীম যুক্ত এবং মুছে দিতে পারবেন। খ) Widgets: এখানে থেকে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের সাইডবারে উইজেট লাগাতে এবং মুছে দিতে পারবেন। গ) Menus: এখানে থেকে নতুন মেন্যু তৈ করতে পাবেন। যেমনঃ নীড়, নীড়, সম্পর্কে, যোগাযোগ ইত্যাদি। উল্লেখ্যঃ পেজ এবং মেন্যু একই কাজ করে। ঘ) Theme Options: কিছু টাকা দিয়ে কেনা প্রিমিয়াম এবং কিছু ক্ষেত্রে ফ্রী প্রিমিয়াম থীম সহজে কাস্টমাইজেশনের জন্য থীম নির্মাতারা এই অপশনটি সংযুক্ত করে দেন। তবে ৯০ শতাংশ ফ্রী থীমে এই অপশনটি থাকে না। ;) ঙ) Background: সাইটের পটভূমির রং পরিবর্তনের জন্য এই সেকশনটি ব্যবহার করতে পারবেন। চ) Header: কোন থীমে যদি হেডারে ব্যানার ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে তবে আপনি এখানে থেকে নতুন করে ব্যানার যুক্ত এবং মুছে ফেলতে পারবেন। ছ) Editor: আপনার সাইটের সকল ফাইলকে এখানে থেকে সম্পাদন করতে পারবেন।

১০. প্লাগিংস এমন একটি টুলস, যা দিয়ে আপনি অতি সহজেই আপনার সাইটকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন। এটা নিয়ে পরবর্তি পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করব। এক ঝলক দেখে নিই এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Installed Plugging: এখানে আপনি আপনার সাইটে ইন্সটলকৃত সব প্লাগিংসগুলো দেখতে পারবেন। খ) Add New: এখানে থেকে নতুন প্লাগিং যুক্ত করতে পারবেন। গ) Editor: এখানে থেকে যেকোনো প্লাগিংস সম্পাদন করতে পারবেন।

১১. Users: এখান থেকে আপনি আপনার সাইটের ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন।

ক) All Users: এখানে থেকে আপনার সাইটের সব ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রন এবং দেখতে পারবেন। খ) Add New: এখানে থেকে নতুন ব্যবহারকারী তৈরী করতে পারবেন। গ) Your Profile: এখানে থেকে সাইটে আপনার নিজের প্রোফাইল সম্পাদন করতে পারবেন।

১২. Tools: এই সেকশন থেকে আপনি আপনার সাইটের লিখা, ইমেজ, ছবি অন্য ব্লগে নিয়ে যেতে, অন্য সাইট থেকে আপনার সাইটে নিয়ে আসতে এবং বুকমার্ক করতে পারবেন।

১৩. Settings: এই সেকশন থেকে আপনি আপনার সাইটের বিভিন্ন অংশের জন্য সেটিংস্ করে নিতে পারবেন। যেহেতু পরবর্তী পোস্টেই সেটিংস্ নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করবো তাই এই পোস্টে নতুন করে কিছু লিখলাম না।

৭. প্রাথমিক সেটিং সমুহ!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড এর পরিচিতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড সেটিংসমূহ নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার পর পরই যে সেটিংসগুলো পাবেন সেগুলো নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের সেটিংস সেকশনের ছবিটি দেখুন...

তো চলুন মূল আলচনায় চলে যাই...

১. **General**: নিচের General সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন...

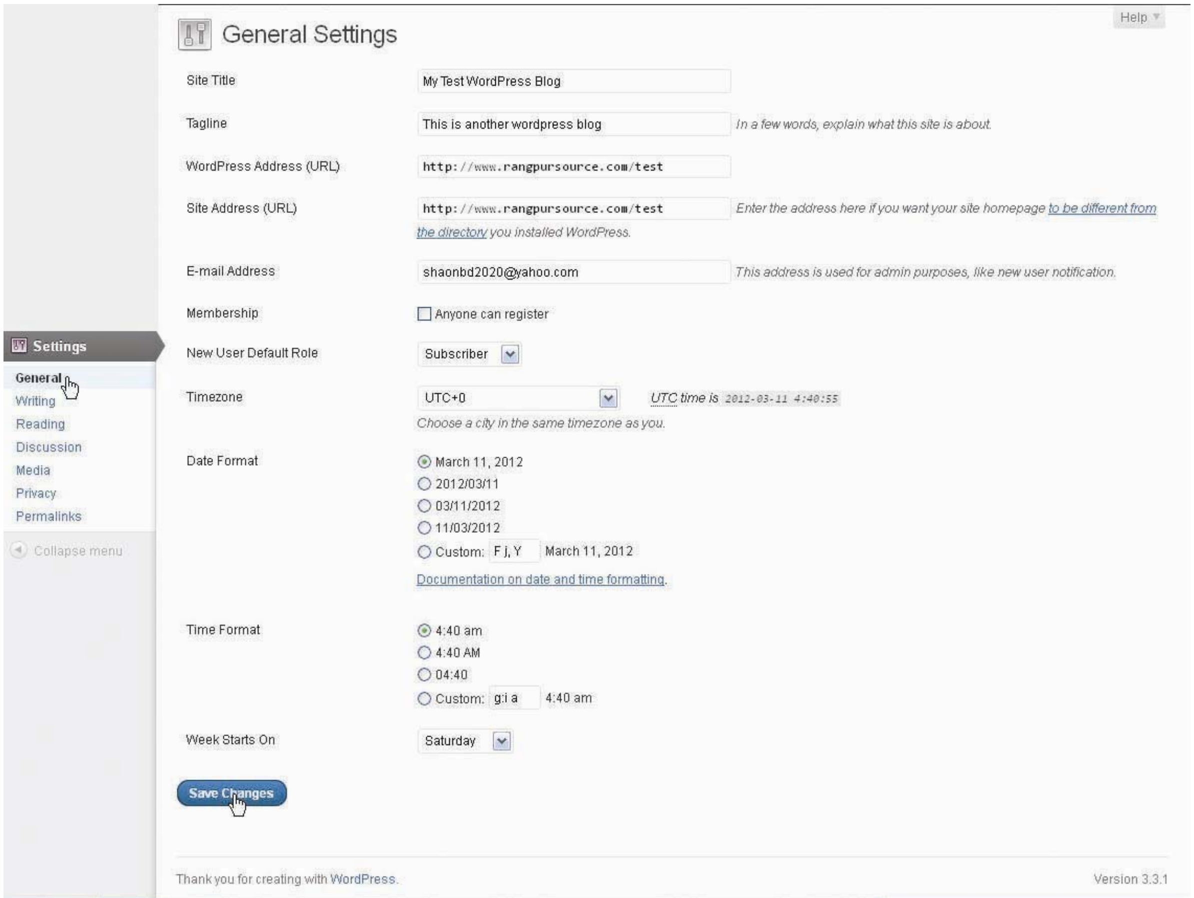

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Site Title: এখানে আপনি আপনার সাইটের টাইটেল দিবেন। যেটি ব্রাউজারে সাইট লোড হবার সময় ব্রাউজারের টাইটেল বারে প্রদর্শন করবে। আপনি চাইলে এখানে থেকে অথবা থীমের header.php পেজ থেকেও সাইট টাইটেল দিতে পারবেন। তবে, কোডিং এর ভাল ধারনা না থাকলে header.php পেজে না যাওয়াই ভাল।

খ) Tagline: এটিও সাইট টাইটেলের সাথেই প্রদর্শন করবে। তবে, সাইট টাইটেলের পরে দেখাবে।

গ) WordPress Address (URL) : এখানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট যে ডিরেক্টরীতে ইন্সটল করছেন সেটির ইউআরএল দিতে হবে।

ঘ) Site Address: এটিও WordPress Address (URL) এর মতই কাজ করবে। তবে আপনি যদি আপনার সাইটের হোমপেজকে আলাদা দেখাতে ইচ্ছুক হন সেই ক্ষেত্রে আলাদা ইউআরএল ব্যবহার করতে পারেন এখানে। তবে, ৯৯.৯৯% ক্ষেত্রে WordPress Address (URL) এবং Site Address একই থাকে।

ঙ) Email Address: আপনার সাইট এডমিন হিসেবে যে মেইল ঠিকনা ব্যবহার করতে ইচ্ছুক সেটি এখানে দিতে হবে। এই ঠিকানায় সাইট সম্পর্কীত যেকোনো মেইল, নতুন ইউজার নিবন্ধন করলে তার ইমেইল চলে যাবে।

চ) Membership: আপনি ব্যতিত অন্যকেউ আপনার সাইটে নিবন্ধন করতে পারবে কিনা। সেটিংস্টি চেক মার্ক করা থাকলে নিবন্ধন করতে পারবে। আর আনচেক করা থাকলে নিবন্ধন করতে পারবে না।

ছ) New User Default Role: সাইটে নতুন ইউজার নিবন্ধন করলে তার ভুমিকা কি হতে পারে বা আপনি হিসেবে রাখতে ইচ্ছুক সেটা নির্ধারন করে দিতে পারবেন। Administrator = সে আপনার সাইটের সকলডাটা এক্সেস করতে পারবেন, Eidtor = সে আপনার সাইটে তার লিখা সরাসরি প্রকাশ করতে, অন্যের লিখা সম্পাদন করতে, সাইটের সকল মন্তব্য সম্পাদন করতে এবং অবাঞ্চিত মন্তব্য মুছে দিতে পারবে।

জ) Timezone: এখান থেকে আপনার সাইটের আন্তর্জাতিক টাইমজোন ঠিক করে নিতে পারবেন।

ঝ) Date Format: এখানে থেকে আপনার সাইটের তারিখ এর ফরম্যাট ঠিক করে নিতে পারবেন।

ঞ) Time Format: এখানে থেকে আপনার সাইটের টাইম এর ফরম্যাট ঠিক করে নিতে পারবেন।

ট) Week Starts On: এখানে থেকে আপনার সাইটের সপ্তাহের দিন শুরু হবে কোন দিন থেকে এর ফরম্যাট ঠিক করে নিতে পারবেন।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

২.**Writing**: নিচের Writing সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন...

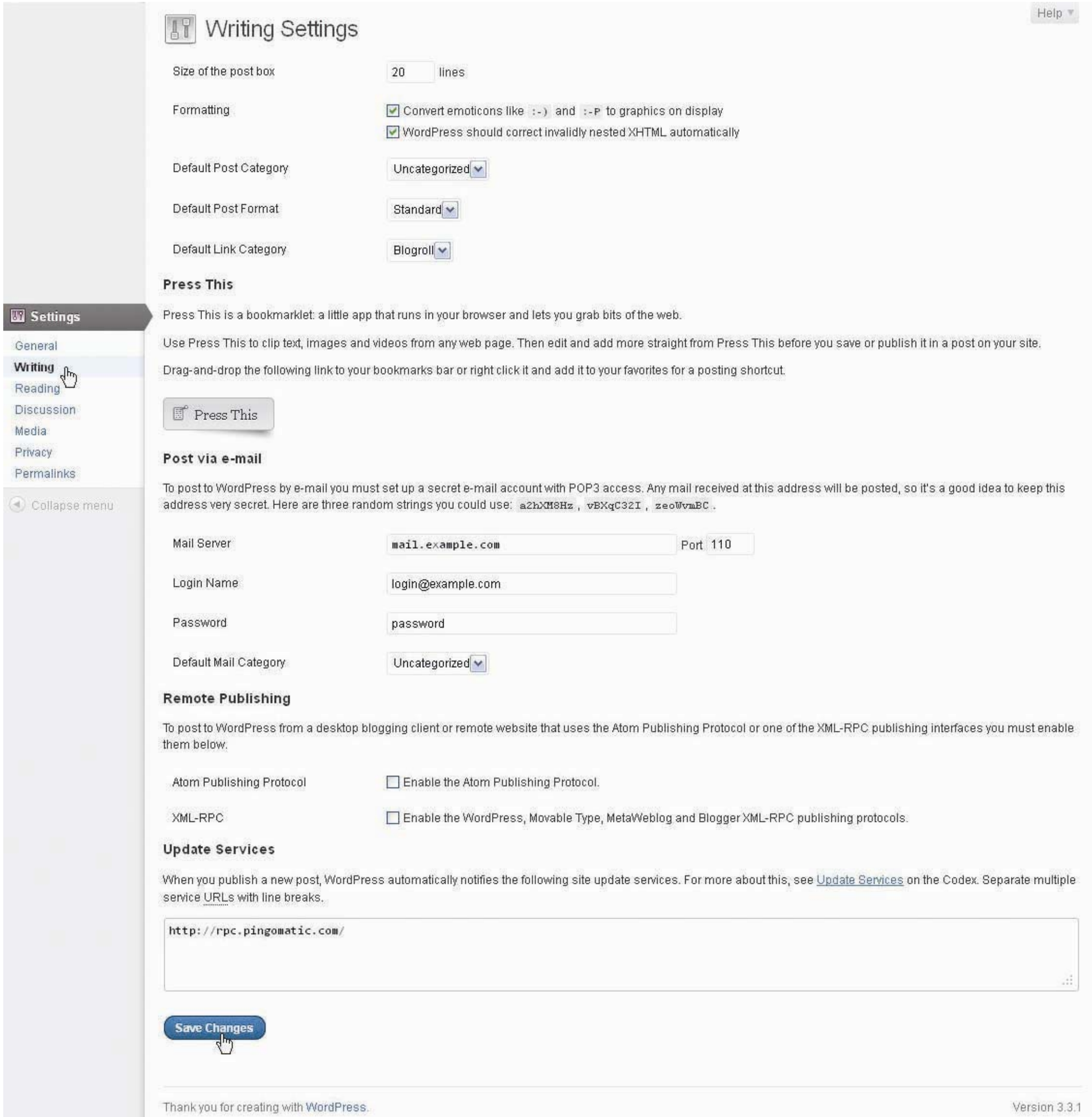

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

Writing সেটিংস্ এ বেশি কিছু নির্ধারন করার প্রয়োজন নাই। তবে যে কয়েকটি বিষয় নির্ধারন করতে হয় সেগুলোঃ ক) Formatting: এইখানের দুটি চেক বক্সই চেক করে দিতে হবে। আপনি যখন গ্রাফিকাল ইমোটিকনের কোড আপনার পোস্টে ব্যবহার করবেন এবং পোস্টে বা মন্তব্যের ঘরে কোন HTML/XHTML কোড ব্যবহার করবেন এইগুলর কোন ভুল হলে তা সয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক করে নিবে আর ইমোটিকনের গ্রাফিক্যাল লুক দেখতে পারবেন।

খ) Default Post Category: আপনার সাইটের লিখা/পোস্টগুলোর জন্য একাধিক বিভাগ থাকতে পারে। আপনি যখন কোন পোস্ট লিখেন তখন তা সয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয় এবং এই Default Post

Category তে যেই বিভাগটি নির্বাচন করা থাকে সেই বিভাগের অধীনে সংরক্ষিত হবে। আপনার ইচ্ছামত Category(বিভাগ) নির্ধারন করে দিন।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৩. **Reading**: নিচের Reading সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন...

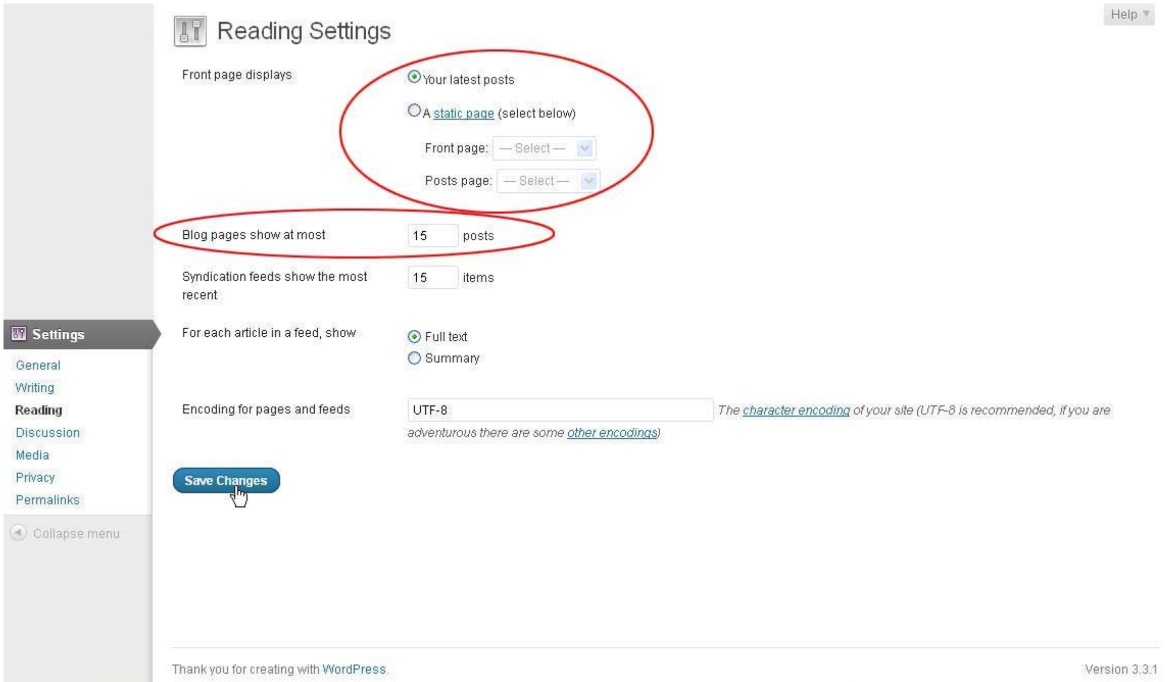

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Front page displays: এই সেটিংসে আপনি দুটি রেডিও বাটন পাবেন। Your latest posts নির্বাচন করা থাকলে আপনি আপনার সাইটে নতুন পোস্ট পাবলিশ করলেই সেগুলো হোম পেজে প্রদর্শন করবে সয়ংক্রিয়ভাবে। A static page (selected below) থেকে কোন পেজ নির্বাচিত থাকলে আপনার সাইটের হোম পেজে সেটাই প্রদর্শন করবে।

খ) Blog posts show at most: এইখানে আপনি যতটা পোস্ট আপনার হোম পেজে দেখাতে চাইবেন তার সংখ্যা লিখে দিবেন। অন্যান্য অপশনগুলোতে হাত না দিলেও চলবে।

এবার সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৪. **Discussion**: নিচের Discussion সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটের মন্তব্য নিয়ে কাজ করতে পারবেন। এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

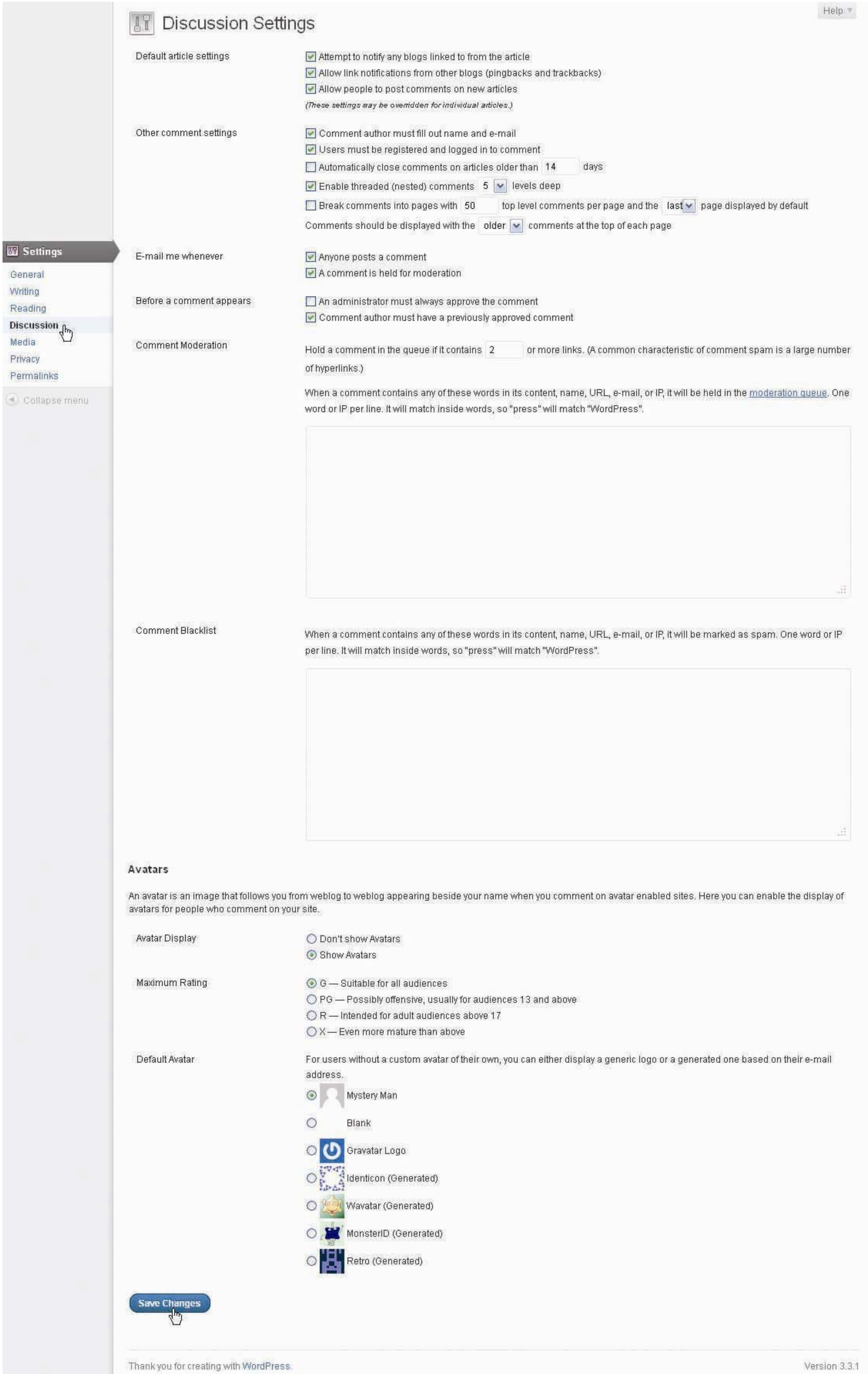
Help
Discussion Settings
Default article settings
Attempt to notify any blogs linked to from the article
Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks)
Allow people to post comments on new articles
(These settings may be overridden for individual articles.)
Other comment settings
Comment author must fill out name and e-mail
Users must be registered and logged in to comment
Automatically close comments on articles older than 14 days
Enable threaded (nested) comments 5 levels deep
Break comments into pages with 50 top level comments per page and the last page displayed by default
Comments should be displayed with the older comments at the top of each page
Settings
General
Writing
Reading
Discussion
Media
Privacy
Permalinks
Collapse menu
E-mail me whenever
Anyone posts a comment
A comment is held for moderation
Before a comment appears
An administrator must always approve the comment
Comment author must have a previously approved comment
Comment Moderation
Hold a comment in the queue if it contains 2 or more links. (A common characteristic of comment spam is a large number of hyperlinks.)
When a comment contains any of these words in its content, name, URL, e-mail, or IP, it will be held in the moderation queue. One word or IP per line. It will match inside words, so "press" will match "WordPress".
Comment Blacklist
When a comment contains any of these words in its content, name, URL, e-mail, or IP, it will be marked as spam. One word or IP per line. It will match inside words, so "press" will match "WordPress".
Avatars
An avatar is an image that follows you from weblog to weblog appearing beside your name when you comment on avatar enabled sites. Here you can enable the display of avatars for people who comment on your site.
Avatar Display
Don't show Avatars
Show Avatars
Maximum Rating
G — Suitable for all audiences
PG — Possibly offensive, usually for audiences 13 and above
R — Intended for adult audiences above 17
X — Even more mature than above
Default Avatar
For users without a custom avatar of their own, you can either display a generic logo or a generated one based on their e-mail address.
Mystery Man
Blank
Gravatar Logo
Identicon (Generated)
Wavatar (Generated)
MonsterID (Generated)
Retro (Generated)
Save Changes
Thank you for creating with WordPress.
Version 3.3.1

ক) Default article settings:

> Attempt to notify any blogs linked to from the article এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের কোন লিখা যদি অন্যকোন ব্লগ/সাইটে লিঙ্ক হয়ে থাকে সেটার নটিফিকেশন পাবেন আপনার ব্লগ এডমিন ইমেইলে। > Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের কোন লিখা যদি অন্যকোন ব্লগ/সাইটে পিং করে থাকে সেটার নটিফিকেশন পাবেন আপনার ব্লগ এডমিন ইমেইলে। > Allow people to post comments on new articles এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদান করতে পারবে। যদি আনচেক থাকে তবে মন্তব্য করতে পারবে না।

খ) Other comment settings:

> Comment author must fill out name and e-mail এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদান করতে চাইলে তার নাম এবং ইমেইল এড্রেস অবশ্যই নির্ধারিত ঘরে দিয়ে মন্তব্য প্রদান করতে হবে। > Users must be registered and logged in to comment এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদান করতে চাইলে তাকে অবশ্যই আপনার সাইটে নিবন্ধন করতে হবে। > Automatically close comments on articles older than days এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে কেউ লিখা প্রকাশের ১৪ দিন পরে আর মন্তব্য করতে পারবে না। > Break comments into pages with top level comments per page and the page displayed by default Comments should be displayed with the comments at the top of each page এই অপশনে চেক করা থাকলে প্রথম ৫০টি মন্তব্য উক্ত পোস্টের প্রথম পাতায় দেখাবে এবং ৫১ নং থেকে দ্বিতীয় পাতায় চলে যাবে। Comments should be displayed with the comments at the top of each page এই অপশনে older নির্বাচন করা থাকলে নতুন মন্তব্যগুলো পোস্টে সবার শেষে দেখাবে আর যদি newer নির্বাচন করা থাকে তবে নতুন মন্তব্যগুলো পোস্টে সবার আগে এবং পুরাতনগুলো সবার শেষে দেখাবে।

গ) E-mail me whenever:

> Anyone posts a comment এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য করলে সেটা আপনার ইমেইলে চলে যাবে। তবে হ্যাঁ, এডমিন হিসেবে যদি আপনি কোন লিখা পোস্ট করেন তবে আপনার লিখা গুলো যে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে পাবলিশ করবেন সেই অ্যাকাউন্ট ইমেইল ঠিকানায় মেইল পাবেন। > A comment is held for moderation: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য করলে সেটা আপনার ইমেলে চলে যাবে কিন্তু সেটা সরাসরি ব্লগে প্রকাশ হবে না। পোস্টের লেখক সেই মন্তব্য প্রকাশের অনুমতি দিলে তবেই শুধু মন্তব্যটি লিখায়/পোস্টে প্রকাশ পাবে।

ঘ) Before a comment appears:

> An administrator must always approve the comment : এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকদের মন্তব্য আপনার থেকে অনুমোদন পাবার পরে প্রকাশ পাবে। > Comment author must have a previously approved comment: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকের পূরবর্তী কোন ১টি মন্তব্য আপনি এডমিন থেকে অনুমোদন পেয়ে থাকলে পরের মন্তব্যগুলো প্রকাশের জন্য আর অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

ঙ) Avatar Display:

> Don't show Avatars: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকের মন্তব্যের পাশে আপনার কোন ছবি (**Avatar**) প্রদর্শন করবে না। আভাটর কি কেন এসব সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে দেখুন। > Show Avatars: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকের মন্তব্যের পাশে আপনার কোন ছবি(Avatar) প্রদর্শন করবে।

চ) Default Avatar: এই আভাটর অপশনে কয়েক ধরনের আভাটর পাবেন। ৯০% এর বেশি ব্লগাররা এর অপশনে Gravatar Logo নির্বাচন করে।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৫. **Media**: নিচের Media সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটের ইমেজ, ভিডিও সাইজ এবং ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট ইমেজ আপলোড লোকেশন নিয়ে কাজ করতে পারবেন...

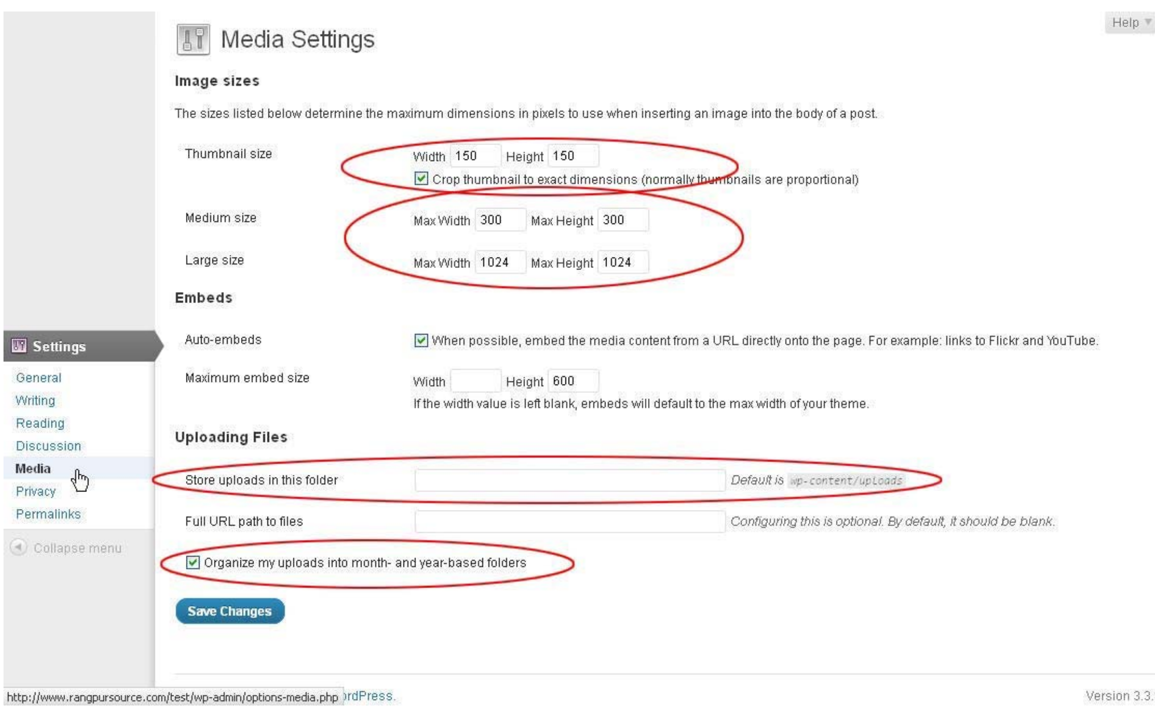

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Image sizes:

> Thumbnail size: আপনি লক্ষ করে থাকবেন। আপনি যখন কোন সাইটে সরাসরি হোম পেজে ব্রাউজ করে প্রবেস করে থাকেন। সেই সাইটের প্রতিটি পোস্টের বাম পাশে পোস্টের সাথে মিল রেখে একটি করে ছোট ইমেজ প্রদর্শন করে। এটিকেই থাম্বনাইল ইমেজ বলে। মিডিয়ার Thumbnail size থেকে এটির জন্য প্রস্থ এবং উচ্চতা নির্ধারন করে দিতে হয়। বাই ডিফল্ট সাইজ থাকে ১৫০x১৫০ পিক্সেল। আপনি চাইলে বাড়াতে কিংবা কমাতে পারেন।

খ) Embeds: এখানে থেকে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টে এবং পেজে যে ভিডিও গুলো ইনসার্ট করবেন সেগুলোর স্বয়ংক্রিয় সাইজ নির্ধারন করে নিতে পারবেন।

গ) Uploading Files: এখানে থেকে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টে এবং পেজে যে ইমেইজ/ছবি গুলো ইনসার্ট করবেন সেগুলোর আপলোড লোকেশন নির্ধারন করে নিতে পারবেন। সাধারনভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের রুট ডিরেক্টরিতে yoursite.extension/wp-content/uploads এই ফোল্ডারে ইমেইজ/ছবি আপলোড হয়ে থাকে। আপনি চাইলে চিত্রে দেখানো Store uploads in this folder এর পাশের ফাঁকা ঘরে আপনার কাঙ্খিত নামের এবং জায়গায় আপলোড ডিরেক্টরী তৈরী করে নিতে পারেন।

ঘ) Organize my uploads into month- and year-based folders এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার সাইটে যত ইমাগে/ছবি আপলোড হবে সব মাস এবং বছর অনুযায়ী সাজানো থাকবে।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৬. **Privacy**: নিচের Privacy সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করা এবং না করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন।

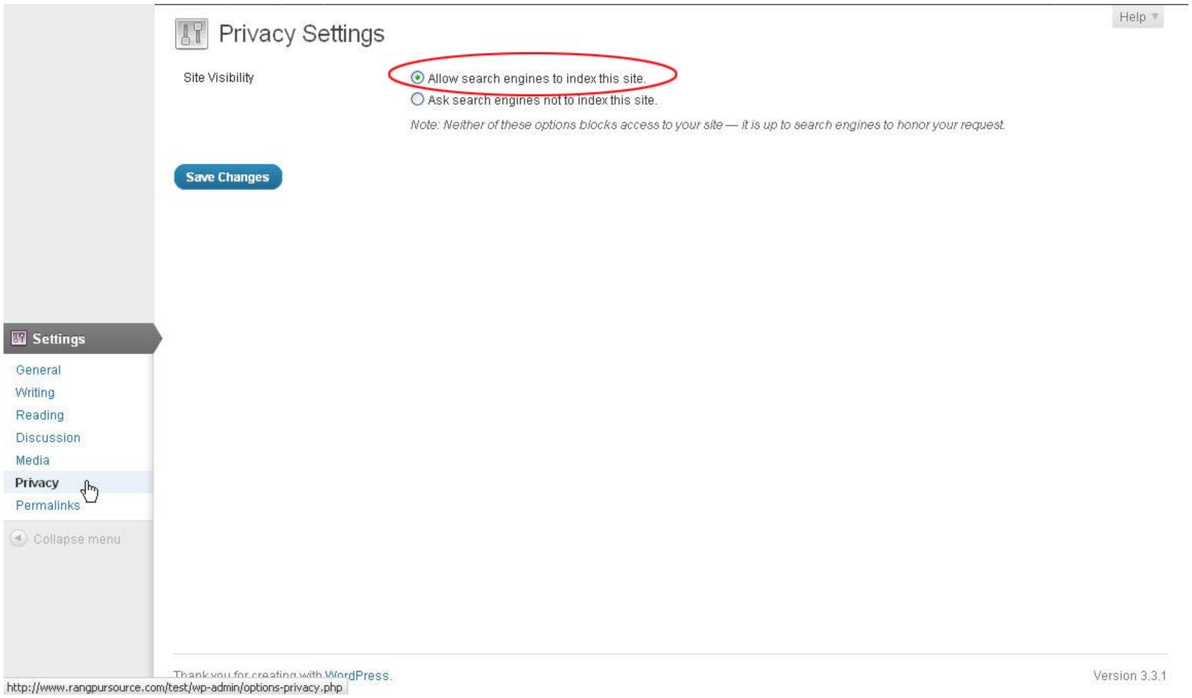

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Site Visibility:

> Allow search engines to index this site এই রেডিও বক্সটি নির্বাচন করা থাকলে আপনার ব্লগ/সাইটকে যেকোন লিখাকে বা সম্পুর্ন সাইটকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করতে পারবে। > Ask search engines not to index this site এই রেডিও বক্সটি নির্বাচন করা থাকলে আপনার ব্লগ/সাইটকে যেকোন লিখাকে বা সম্পুর্ন সাইটকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করতে পারবে পারবে না। তবে এমনটা না যে আপনার সাইট সার্চ ইঞ্জিনে ব্লক থাকবে। সাধরন ভিজিটররা সরাসরি আপনার সাইটকে ব্রাউজ করে দেখতে পারবেন।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৭. **Permalinks**: নিচের Permalinks সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটের পোস্টের কাস্টম ইউআরএল/ ঠিকানার গঠন তৈরী করে নিতে পারবেন।

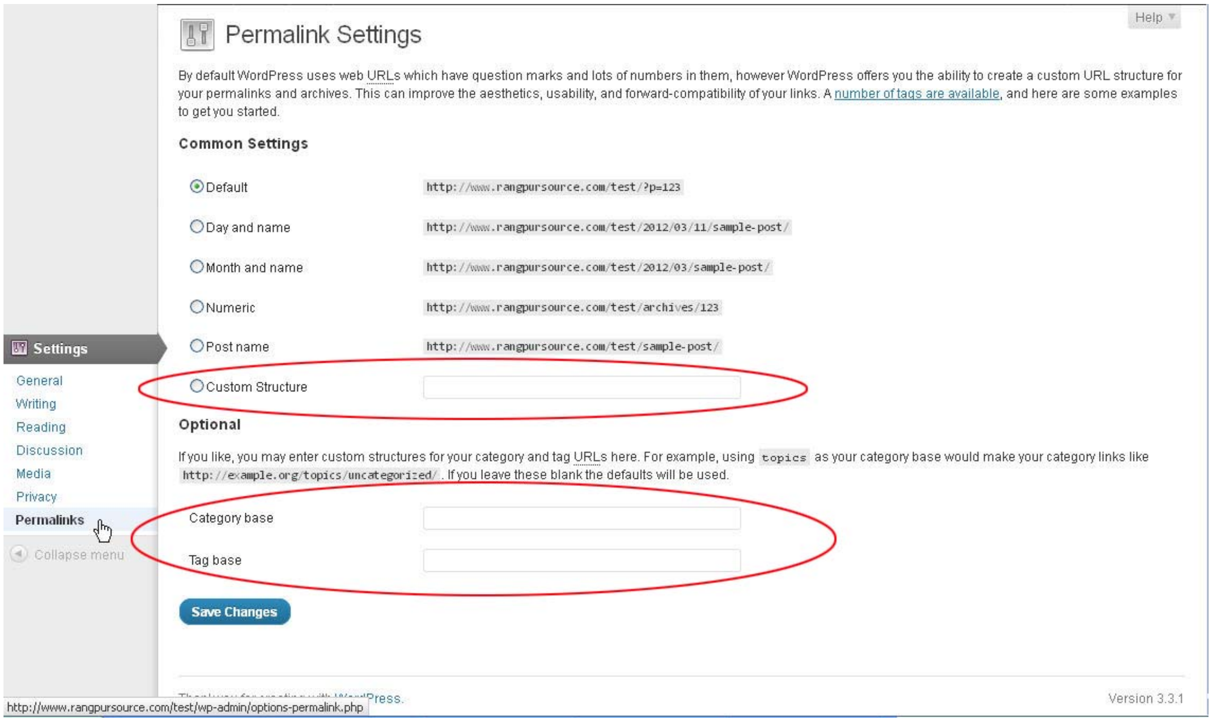

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Custom Settings:

> Default, Day and name, Date and month, Numeric, Post name এই পোস্ট স্ট্রাকচার গুলোর পাশের লিঙ্ক গুলো খেয়াল করুন। লিঙ্ক স্ট্রাকচার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। এটি আপনার সাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। আপনার ইচ্ছানুযায়ী উপরের যেকোনো লিঙ্ক স্ট্রাকচার নির্ধারন করতে পারবেন। তবে Custom Structure নির্ধারন করতে চাইলে আপনাকে এই ব্যাপারটি ভাল করে জানতে হবে। তাই, যদি বিস্তারিত জানার আগ্রহ থাকে তবে ওয়ার্ডপ্রেস.অর্গ এর ক্যাস্টম স্ট্রাকচার এর পেজটি দেখতে পারেন।

খ) Optional: লিঙ্ক স্ট্রাকচারের মতো আপনি চাইলে ওয়ার্ডপ্রেসের ক্যাটাগরি এবং ট্যাগের নামের ভিন্নতা আনতে পারেন। যেমনঃ বাই ডিফল্ট ক্যাটাগরি এর নামে থাকে category এবং ট্যাগ এর নাম তাকে tag। আপনি চাইলে Optional এর Category base এ section বা subject এবং Tag base এ topic বা আপনার পছন্দ মতো লিখা দিতে পারেন। পেজটি সেভ করার পর সাইটের ব্রাউজ করে দেখুন সাইটের বাই ডিফল্ট Category এবং Tag নাম টি পরিবর্তন হয়ে আপনার দেয়া নাম প্রদর্শন করবে।

৮. ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরী এবং আপডেট!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড সেটিংসমূহ নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরী এবং আপডেট নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার পর পরই ব্যবহারকারী হিসেবে অবশ্যই আপনার প্রোফাইল এর যে সম্পাদনাগুলো করে নিতে হবে সেগুলো নিয়ে চিত্র ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারকারী(Users) প্রোফাইল সেকশনের ছবিটি দেখুন...

তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

১. All Users:

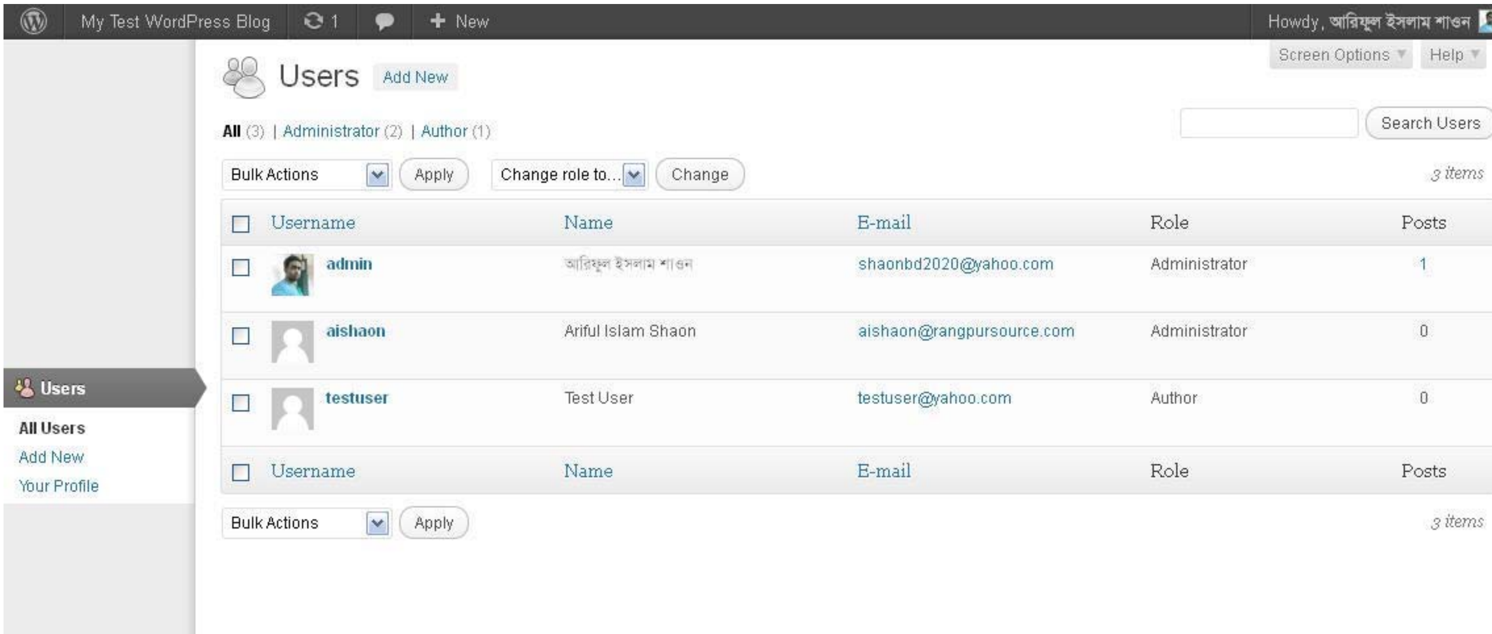

উপরের ইমেজের পেজটির মতো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আপনার সব নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে এই All Users পেজে দেখতে পারবেন তাদের ইউজার আইডি, নাম, ইমেইল, ভূমিকা এবং পোস্ট সংখ্যাসহ। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে ব্যবহারকারীর ভূমিকা কয়েক ধরনের হয়। এগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করবো।

২. Add New:

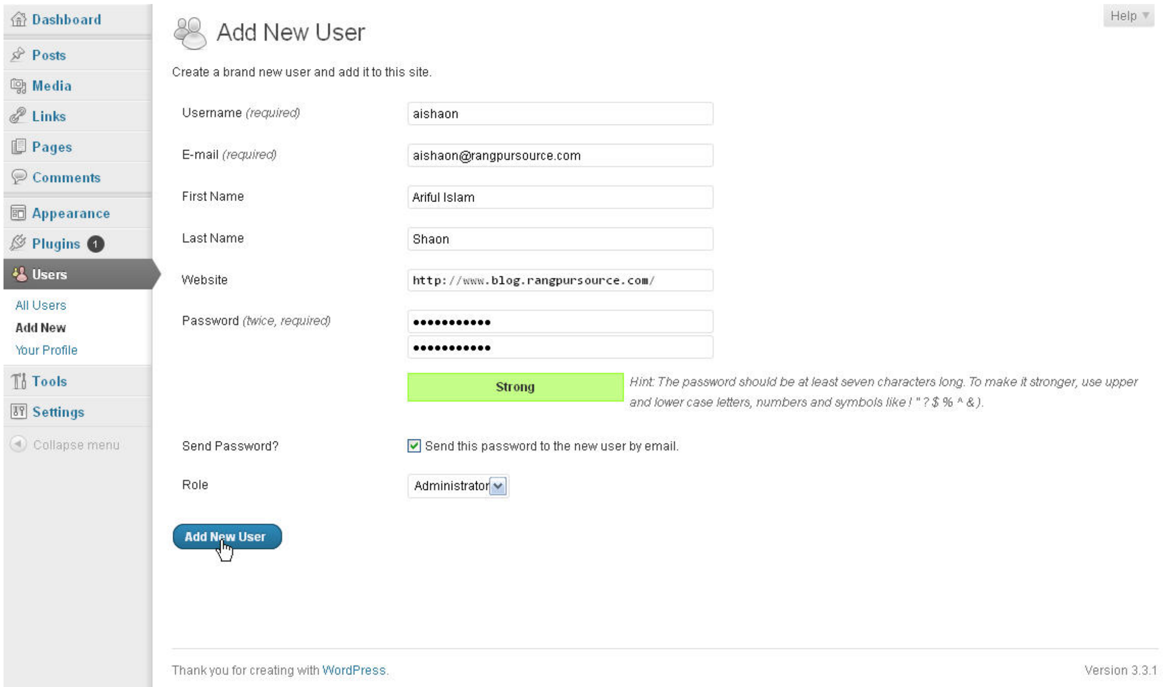

উপরের ইমেজটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের ব্যবহারকারী নিবন্ধিন করার পেজ। আপনি চাইলে যত খুশি ব্যবহারকারী এই পেজ থেকে তৈরী করে নিতে পারেন। ব্যবহারকারী তৈরী করতেঃ Username(অবশ্যই), E-mail(অবশ্যই), First Name , Last Name, Website(ব্যবহারকারী তৈরীর সময় নাম এবং ওয়েবসাইট দেয়া বাধ্যতামূলক নয়), পাসওয়ার্ড(দুইবার বাধ্যতামূলক দিতে হবে) লিখে দিন।

এবার **Send Password?** এর পাশের চেক বক্সে অবশ্যই টিক মার্ক দিবেন। এখানে টিক মার্ক দিলে আপনার নতুন ব্যবহারকারীর ইমেইলে ইউজার নাম, পাসওয়ার্ড এবং লগিন ইউআরএল(ঠিকানা) চলে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

Role এর পাশের ড্রপডাউন সিলেকশন থেকে আপনি সদ্য রেজিস্টার হওয়া ব্যবহারকারীকে কোন ভুমিকায় রাখতে চান তা নির্ধারন করে দিতে হবে।

Administrator মানে সাইটের প্রশাসক। তিনি সাইটে নিজের লিখা সরাসরি প্রকাশ করা থেকে শুরু করে সকল সেকশনে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। আপনি একাই বা আপনার পছন্দের কাউকে এই ভুমিকায় রাখতে পারেন। সবাইকে এই ভুমিকায় পালনের প্রয়োজন পরে না, এবং কোন সাইটের এডমিনিস্ট্রেটর সবাই হয় না।

Editor মানে সম্পাদক। তিনি সাইটের সকল পোস্ট এবং মন্তব্য সেকশনে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। নিজের লিখা সরাসরি প্রকাশ করতে পারবেন। সবাইকে এই ভুমিকায় পালনের প্রয়োজন পরে না। আপনি একাই বা আপনার পছন্দের একাধিক কাউকে এই ভুমিকায় রাখতে পারেন।

Author নির্ধাররন করে দিলে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবে এবং তার নিজের লিখা পোস্টগুলো সরাসরি প্রকাশ করে দিতে পারবেন।

Contributor নির্ধারন করে দিলে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবেন কিন্তু তার নিজের লিখা পোস্টগুলো সরাসরি প্রকাশ করতে পারবেন না এবং পোস্টগুলো শুধুমাত্র ড্রাফট হিসেবে সাবমিট করে দিতে পারবে।

Administrator হিসেবে সেই পোস্টকে রিভিউ করে পাবলিশ করে দিতে পারবেন।

Subscriber: নির্ধাররন করে দিলে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী শুধুমাত্র ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবে।

সব কিছু ঠিক থাকলে এবার **Add New User** ক্লিক করুন।

দেখুন সাথে সাথে নিচের মতো পেজ দেখাবে...

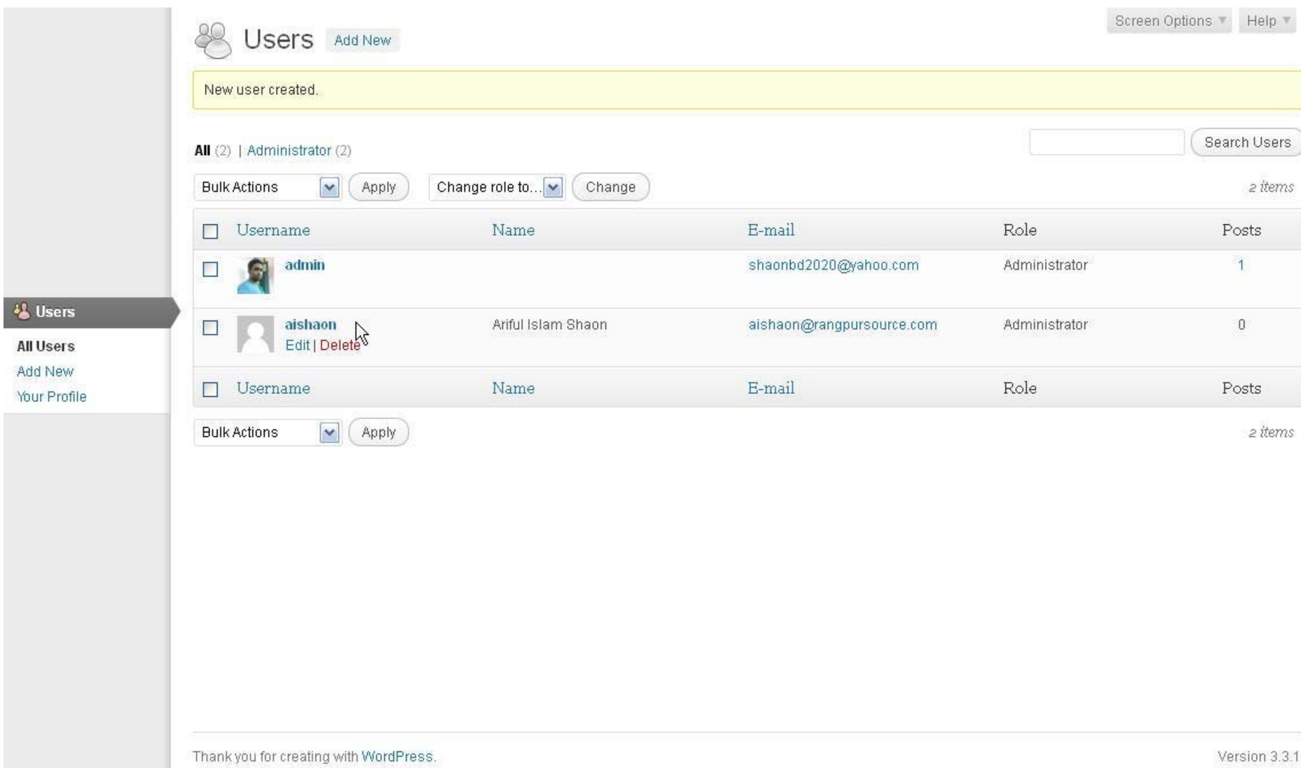

৩. **Your Profile:** আপনি এই পেজ থেকে আপনার ব্যবহারকারী প্রোফাইল এর তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

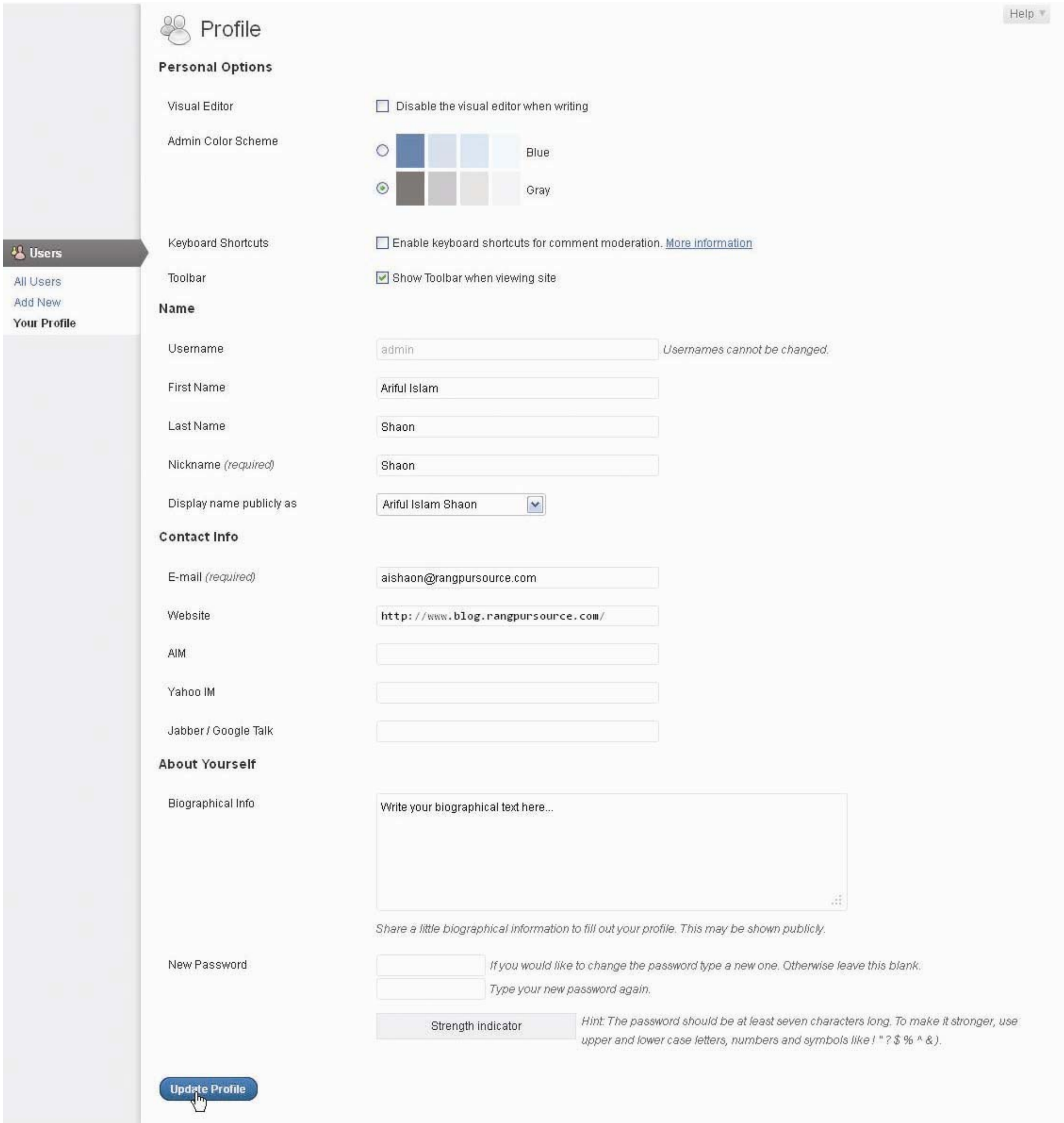

Personal Options: এই সেকশনটি বাই ডিফল্ট রাখাটাই ভাল। তাই এটি নিয়ে বেশি কিছু বললাম না।

Name:

> Username রেজিস্ট্রেশনের সময় যা দিয়েছেন সেটাই থাকবে। এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

> First Name, Last Name, Nick Name দিন। এরপর Display name publicly as: এ আপনি First Name, Last Name, Nick Name এ যা দিবেন সেটা অনুযায়ী প্রদর্শন করবে। আপনি Display name publicly as এর পাশের ড্রপডাউন থেকে নির্বাচন করে নিবেন কিভাবে আপনার নাম পাবলিকলি প্রকাশ হবে।

> Contact Info: এখানে আপনার ইমেইল (অবশ্যই দিতে হবে), ওয়েবসাইট ঠিকানা, মেসেঞ্জার আইডি দিতে পারেন।

About Yourself:

> Biographical info: আপনার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারেন। এটা লিখা বাধ্যতামূলক না। > New Password: যদি পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে চান তবে New Password পাশের দুটি ঘরে নতুন পাসওয়ার্ড লিখে দিন।

সব কিছু ঠিক থাকলে এবার **Update Profile** ক্লিক করুন।

ব্যবহারকারী এর ভূমিকা অতিব গুরুত্ত্বপূর্ন আপনার সাইটের জন্য। আপনি যদি কোন কমিউনিটি সাইট চালানোর ইচ্ছা নিয়ে সাইট তৈ করে থাকেন তবে ব্যবহারকারী এর সাধারন ভূমিকা Author রাখতে পারেন। এতে করে যেকেউ আপনার ব্লগে/সাইটে নিবন্ধন করে লিখা শুরু করে দিতে পারবে। তবে প্রতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক সাইট/ব্লগ হলে আপনি যদি কিছু রেস্ট্রিকটেড করে রাখেন চান যে আপনার অনুমোদন করা ব্যবহারকারিরাই কেবল আপনার সাইটে লিখা প্রকাশের অধিকার পাবে সেক্ষেত্রে Subscriber ভূমিকার রাখতে পারেন। কেউ লিখতে চাইলে বা আপনি লিখার অনুমতি দিলে তার প্রোফাইলকে শুধু মাত্র Author/Contributor হিসেবে আপডেট করে দিলেই হবে।

৯. পোষ্ট তৈরি এবং আপডেট!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে ক্যাটাগরী তৈরী করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোষ্ট লিখার নিয়ম নিয়ে। অর্থাৎ, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লিখা পাবলিশ/প্রকাশ করবেন কিভাবে সেগুলো নিয়ে চিত্র ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের Posts(পোস্ট)সেকশনের ছবিটি দেখুন...

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে জেনে নেয়া ভাল...

পোষ্ট কি?

পোষ্ট হচ্ছে যেকোন লিখা যা আপনি কোন নির্দিষ্ঠ বিষয়ের সম্পর্কে লিখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। প্রথমেই বলেছি যেকোনো বিষয়ঃ সেটা হতে পারে আপনার নিজের বা অন্যের সম্পর্কে। সেটা যে শুধু মাত্র টেক্সট ভিত্তিক হবে এমনটা না, পোষ্ট হতে পারে লিখা এবং ছবির সমন্বয়ে, হতে পারে লিখা এবং ভিডিও এর সমন্বয়ে। এবার আলাদা ভাবে লিখা, ছবি, ভিডিও দিয়েও হতে পারে। যেমন আমি এই লিখাটি এবং চিত্রের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে এটাকে পোষ্ট বলে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। :-)

তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগিং প্লাটফর্মে পোষ্ট প্রকাশ করা তেমন কঠিন কিছু না। তবে নবাগত হিসেবে আপনার কাছে কঠিন লাগবে এটাই স্বাভাবিক। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোষ্ট লিখতে নিচের কয়েকটি ধাপ মনোযোগ দিয়ে অনুসরন করুন...

১. ড্যাশবোর্ডের Posts সেকশন থেকে Add New –তে ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটির মতো দেখুন...

২. Add New –তে ক্লিক করার পর নিচের মতো পেজ পাবেন। এটিই ওয়ার্ডপ্রেস পোস্টিং প্যানেল...

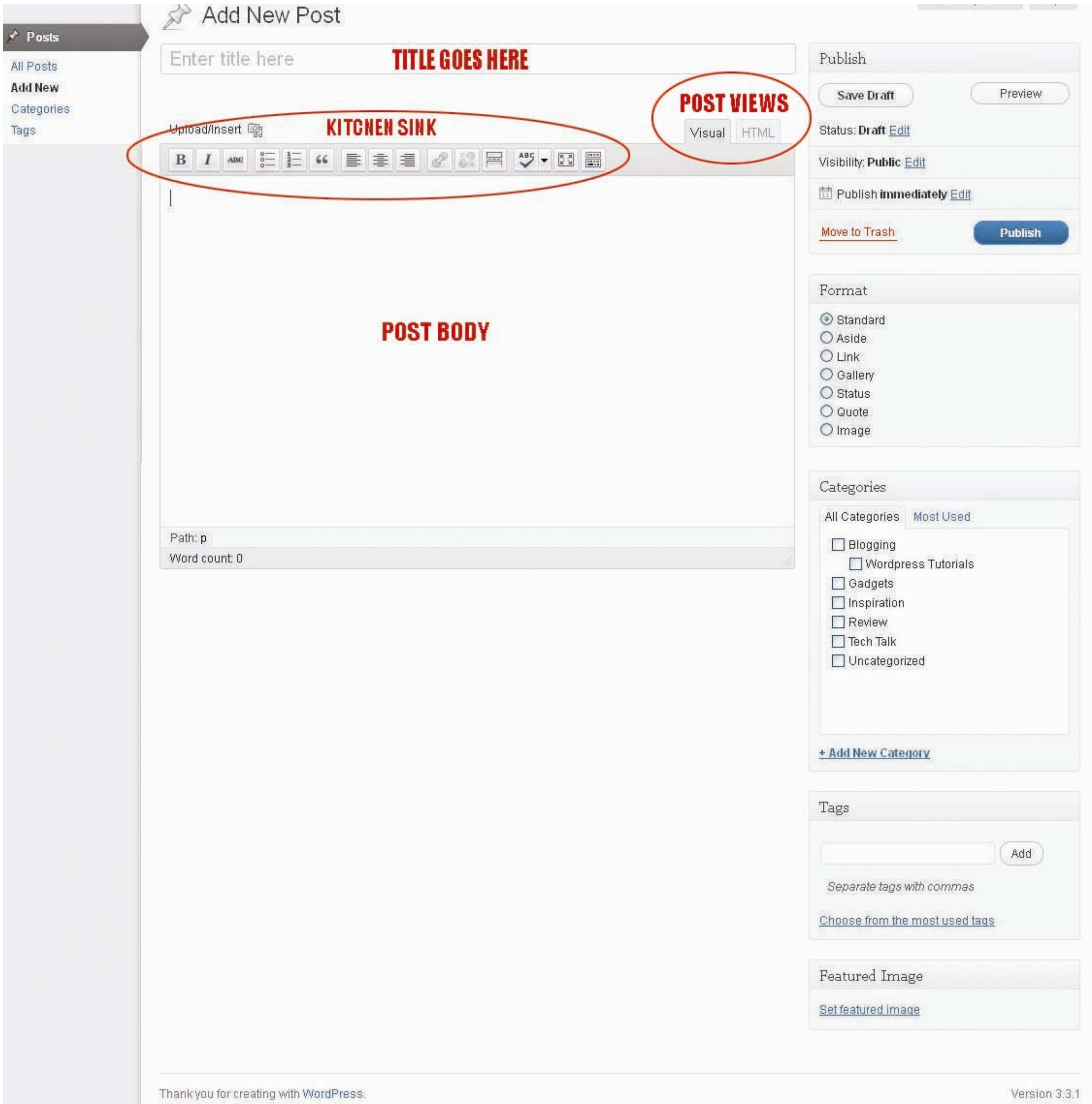

ইমেজটি লক্ষ করুন। TITLE GOES HERE- এই এইখানে আপনাকে আপনার পোস্টের টাইটেল/শিরোনাম অবশ্যই দিতে হবে। KICTCHEN SINK- এটি আপনার পোস্টের ফরম্যাটিং টুলস। আপনি এখানে থেকে আপনার পোস্টের যাবতীয় সাজসজ্জার কাজ করতে পারবেন। POST BODY- এটি আপনার পোস্টের মূল সেকশন। এইখানে আপনি আপনার পোষ্ট লিখবেন। সেটা হতে পারে সরাসরি এই উইন্ডোতেই টাইপ করে অথবা যেকোনো ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে লিখে এখানে কপি-পেস্ট করবেন। কপি-পেস্ট এর সময় অবশ্যই পোষ্ট ভিউ HTML -তে পেস্ট করবেন। কেমন HTML ভিউ-তে পেস্ট করবেন তা নিচে আলোচনা করবো।

৩. KICTCHEN SINK এর সম্পর্কে আরও একটু ধারনা দেই। বাই ডিফল্ট KICTCHEN SINK এর টুলসগুলো একটি লাইনে দেখা যায়। কিন্তু আসলেই KICTCHEN SINK এর টুলসগুলো দুই লাইনের সাজানো। নিচের ইমেজটি দেখুন... এখানে AFTER এবং BEFORE দুটি ইমেজ লক্ষ করুন। চিত্রে Show/Hide Kitchen Sink (Atl+Shift+Z) এর বাটনের ক্লিক করার পর BEFORE এ KICTCHEN SINK এর দ্বিতীয় লাইনটি প্রদর্শন করেছে। :D

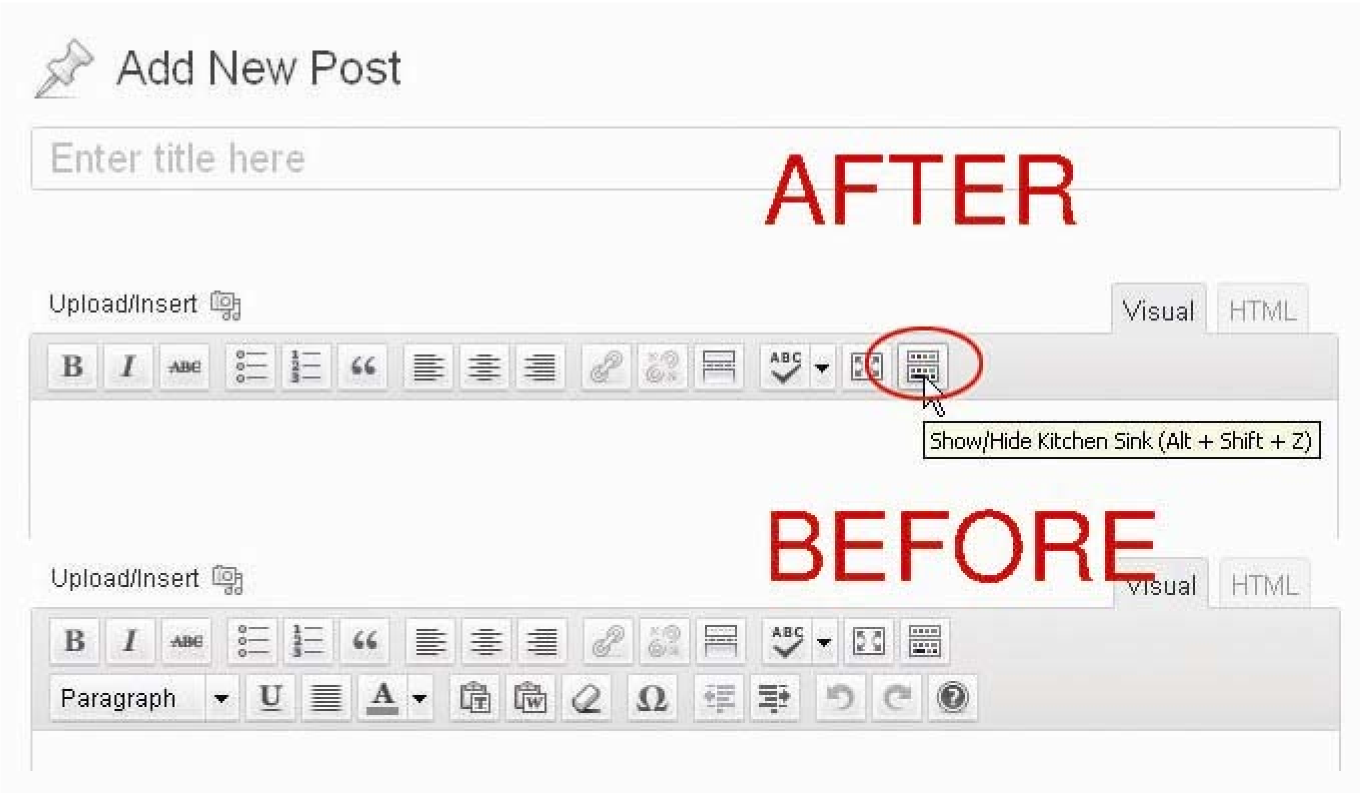

<>

বাই ডিফল্ট KICTCHEN SINK এর দ্বিতীয়/p লাইনটি হাইড করা থাকার কারনে নতুনদের মধ্যে অনেকেই বিপাকে পরে এবং মনে করে আসলেই ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে কোন ভুল হয়েছে কিনা। বুঝলেন তো ব্যাপারটি কি? :-)

৪. এবার আসুন পোষ্ট লিখি...

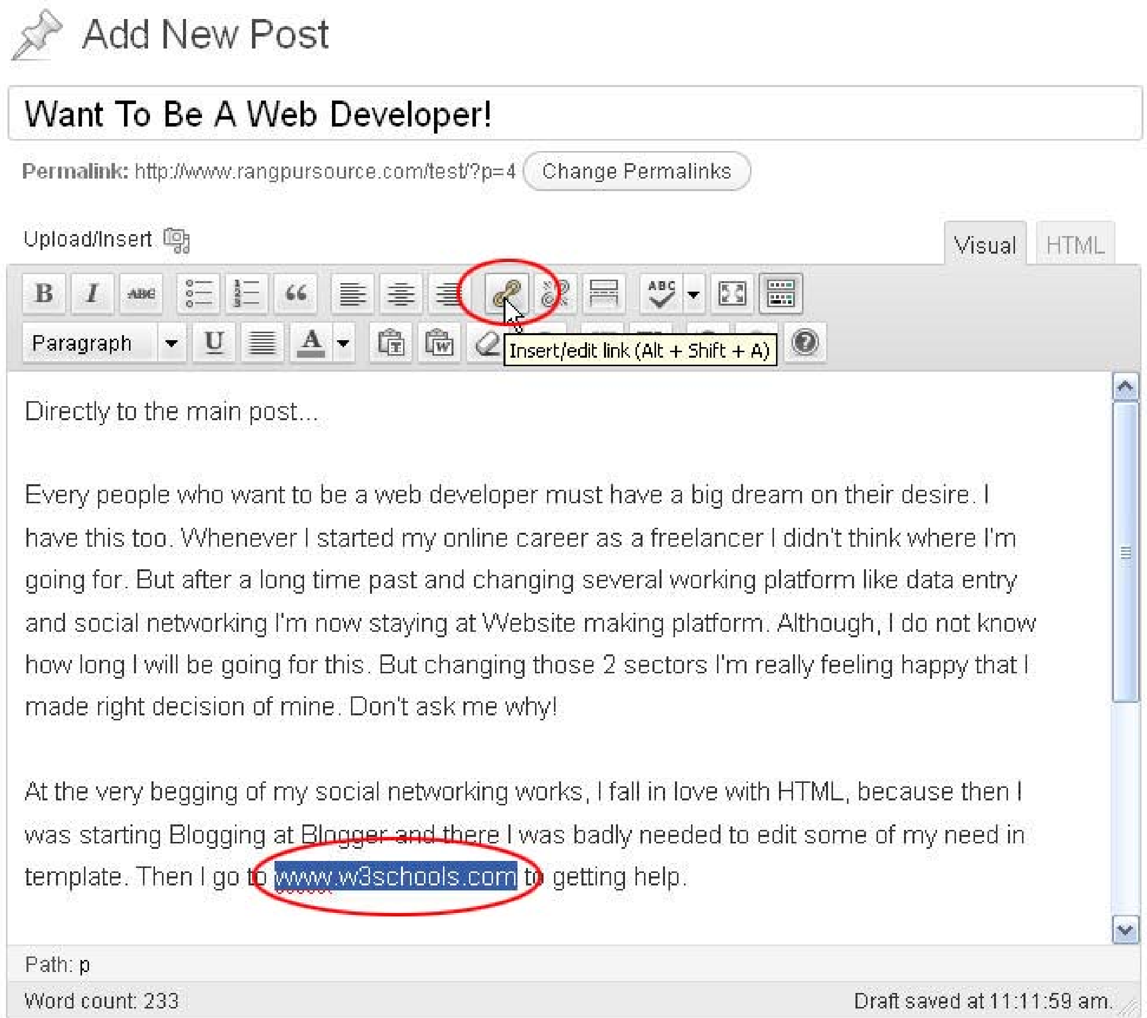

উপরের ইমেজটি দেখুন আমি এমএস ওয়ার্ডে লিখাটি টাইপ করে ওয়ার্ডপ্রেস POST BODY -তে HTML ভিউতে পেস্ট করেছি। এবার দেখুন কেন আপনি HTML - তে লিখবেন... আপনি যখনি কোনখানে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজ করবেন। সেখানে বাই ডিফল্ট একটি ফরমেটিং থাকে সেই প্রোগ্রামের ভাষা অনুযায়ী। এখন আপনি সেখানে থেকে কপি করে এনে সরাসরি যখনি ওয়ার্ডপ্রেসের VISUAL মুডে পেস্ট করবেন সেখানে ঐ প্রোগ্রামের ফরম্যাটিংগুলো সয়ংক্রিয়ভাবে এখানে চলে আসবে। এতে আপনি আপনার পোস্টিং প্যানেলে লিখাকে আপনার ইচ্ছা মতো সাজিয়ে নিতে পারবেন না এছাড়া আনওয়ান্টেড আরও সমস্যা হতে পারে। তাই, টেক্সট গুলো অবশ্যই HTML মুডে পোষ্ট করবেন।

এবার আসুন ফরম্যাটিং এর কাজে...

উপরের ইমেজটিতে দেখুন... আমি একটি প্লেইন টেক্সট এর সাথে হাইপারলিঙ্ক যুক্ত করছি যদিও এটি একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা। আপনি যা লিখার হাইপারলিঙ্ক যুক্ত করতে চান সেটা চিত্রে দেখানর মতো

করে নির্বাচন করুন। তারপর চিত্রের উপরের অংশের দেখানো Insert/edit link(Alt+Shift+A) বাটনে ক্লিক করুন। এবার দেখুন নিচের মতো একটি পপ-আপ লিঙ্ক বক্স আসবে...

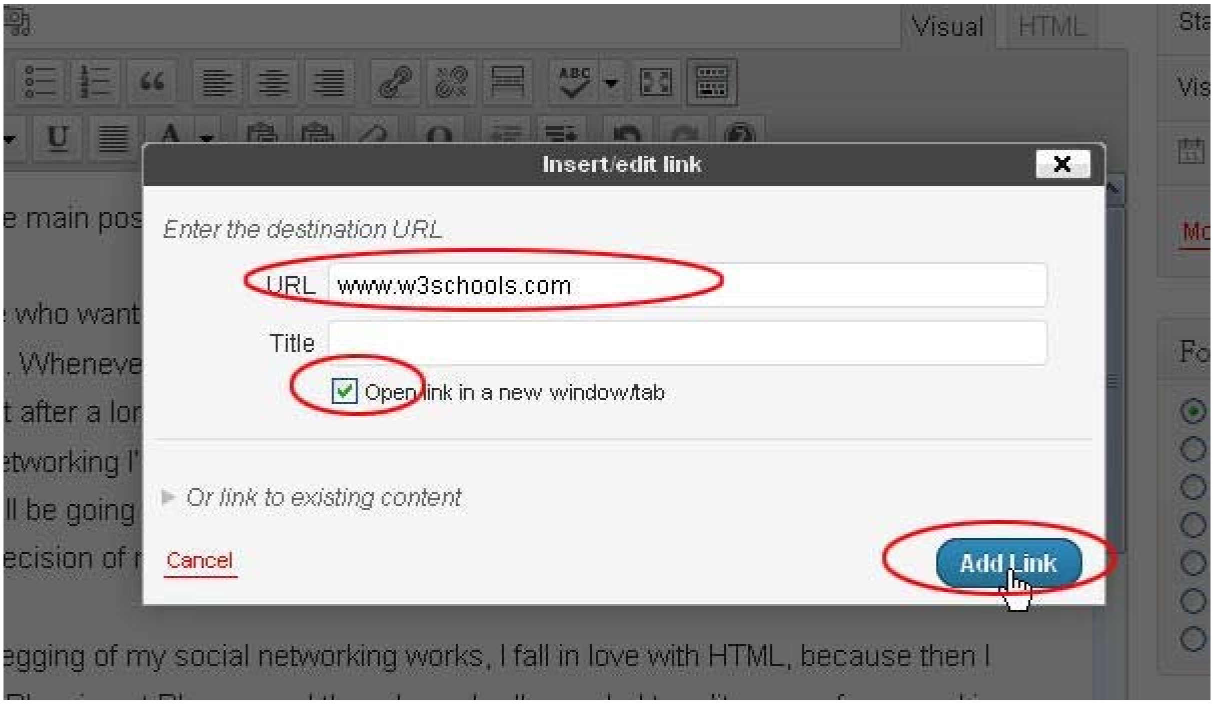

URL এর পাশের বক্সে উপরের চিত্রে যে টেক্সট নির্বাচন করেছেন তার জন্য রিলাভেন্ট লিঙ্ক দিন। লিঙ্কটিকে যদি আলাদা পেজে ওপেন করতে চান তবে Open in a new window tab এর বাম পাশের বক্সে চেক মার্ক করুন। এবার ডান দিক থেকে নিচের Add Link বাটনে ক্লিক করুন।

নিচের চিত্রে দেখুন আপনার লিঙ্কটি টেক্সট এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে...

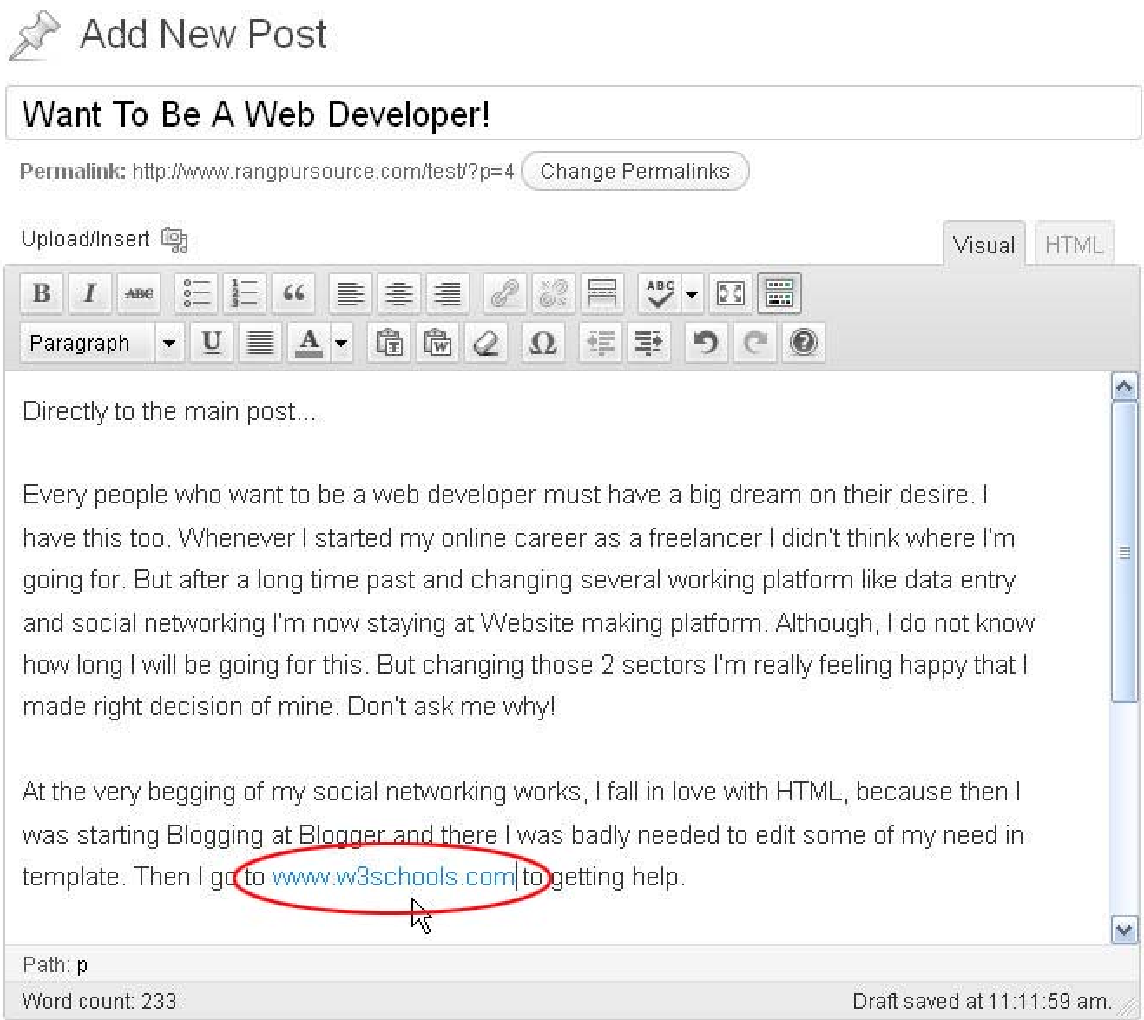

এবার আসুন পোস্টের মাঝে ছবি/ইমেজ যুক্ত করি...

নিচের চিত্রে দেখানো KICTCHEN SINK টুলস গুলোর উপরে থেকে Add Media আইকনে ক্লিক করুন...

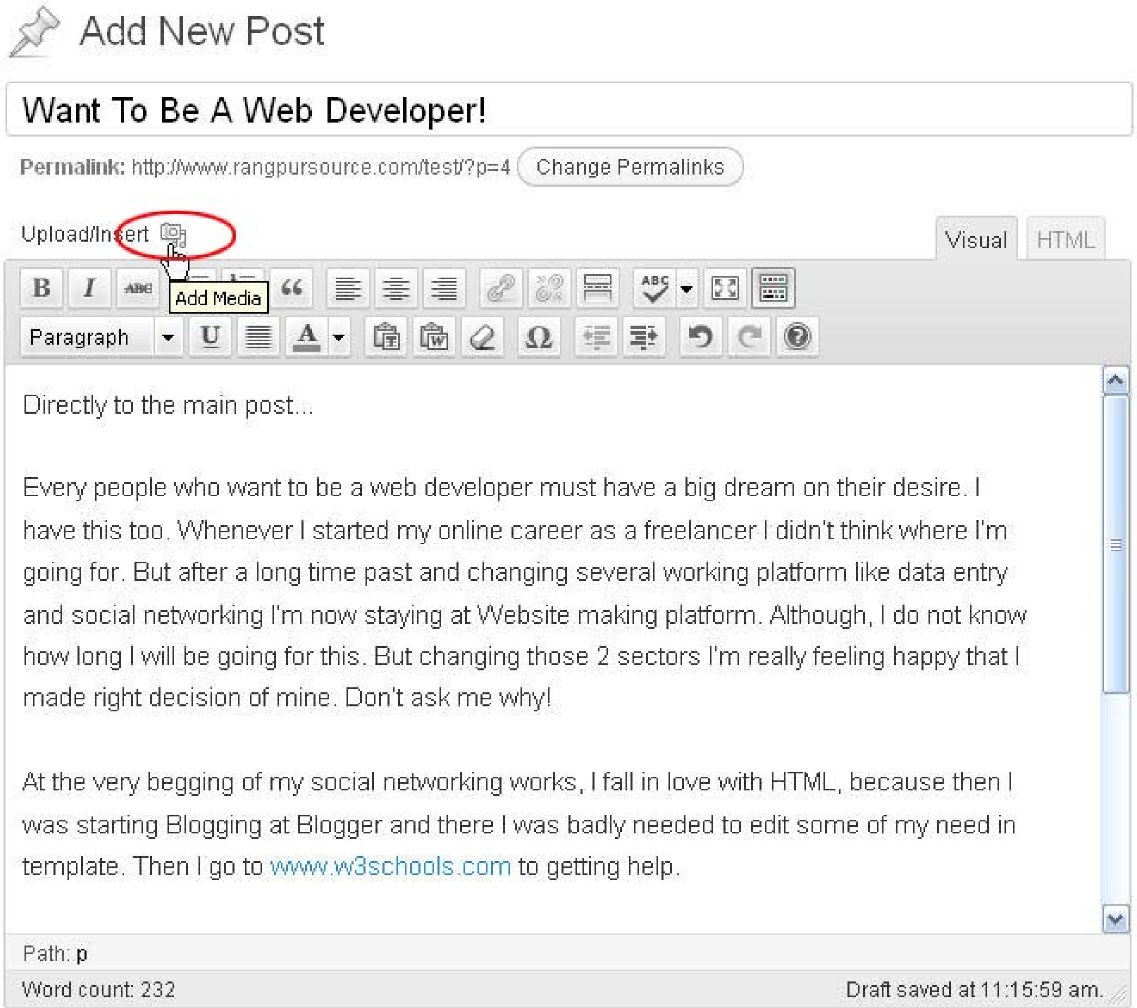

ইমেজ যুক্ত করার জন্য একটি পপ-আপ বক্স আসবে নিচে দেখুন...

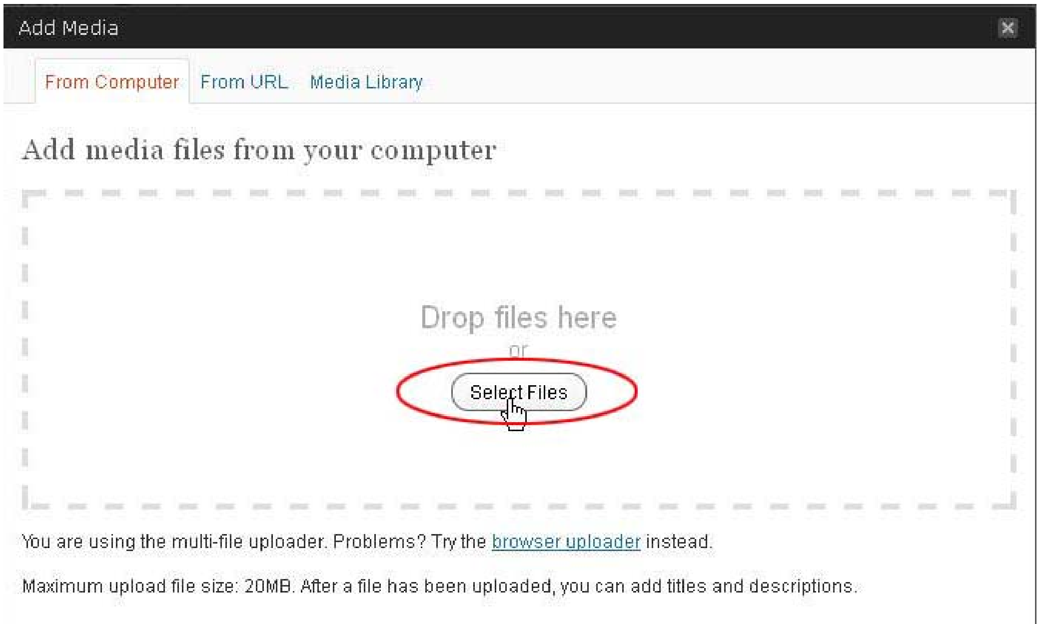

এখানে আপনি ৩ ভাবে ইমেজ যুক্ত করতে পারবেন আপনার পোস্টের সাথে...

আপনার হার্ডডিস্ক থেকে যুক্ত করতে চাইলে শুধু পপ-আপ বক্স টি আশার পর উপরের চিত্রে দেখানো Select Files এ ক্লিক করুন... নিচের মতো File Upload উইন্ডো আসবে। আপনার লিখার সাথে সুসঙ্গত ইমেজ ফাইলটি নির্বাচন করে Open এ ক্লিক করুন...

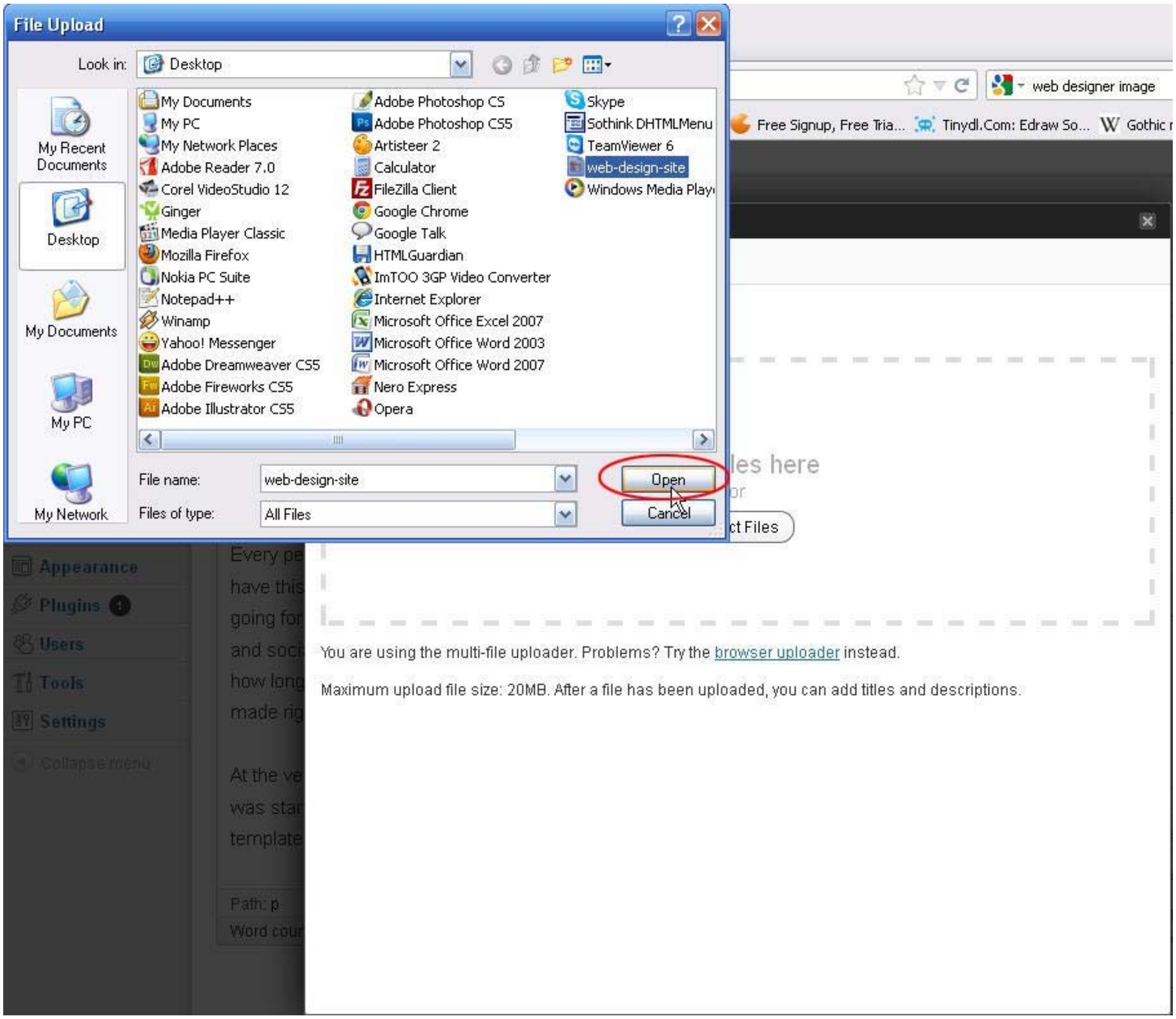

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফাইলটি আপলোড হয়ে নিচের মতো স্ক্রীন প্রদর্শন করবে...

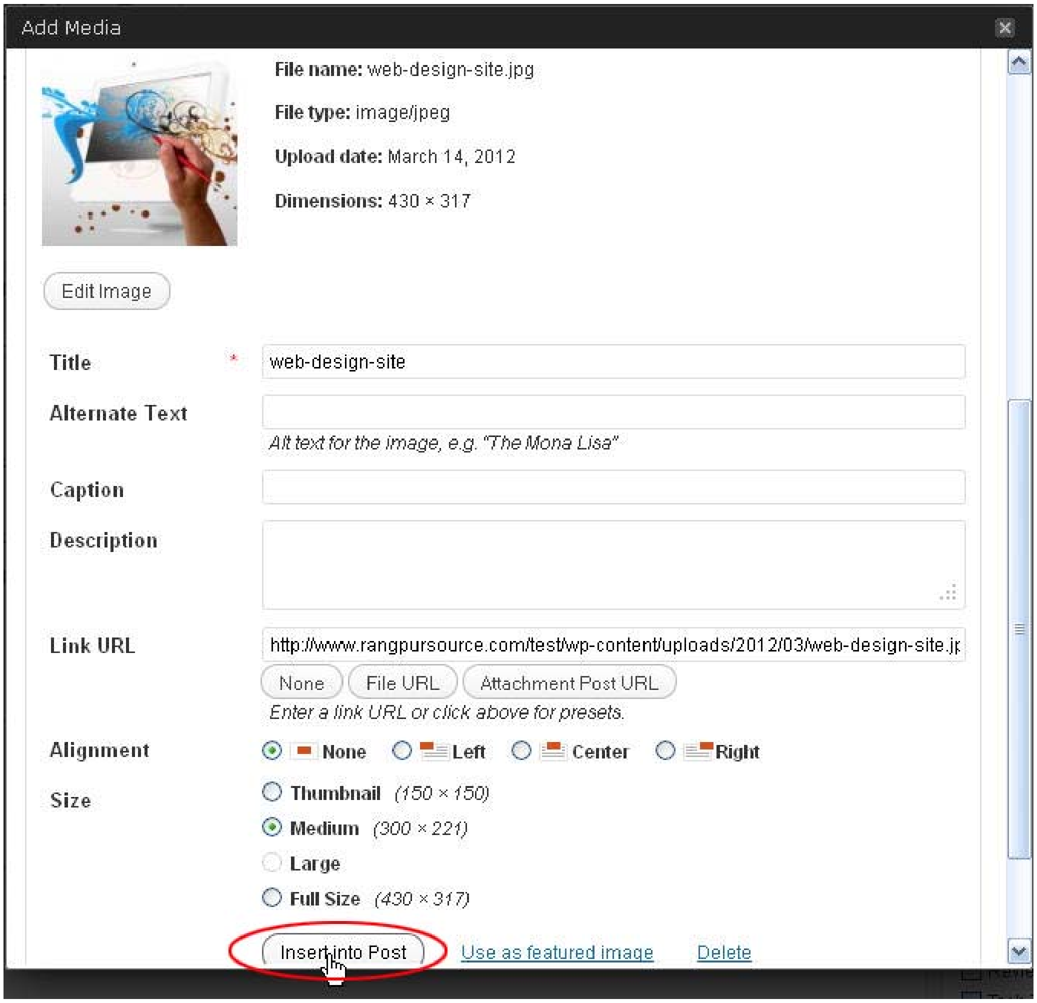

আপনি চাইলে এখানে থেকে ইমেজটির জন্য সব রকম সেটিংস্ করে নিতে পারেন। তবে আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না কারণ এটি একটি বিগিনার পোষ্ট। পরবর্তিতে এটা নিতে আলোচনা করবো। আপনি শুধু এখানে Insert Into Post ক্লিক করুন।

আপনার পোস্টে ইমেজ যুক্ত করার কাজ শেষ।

এবার আসুন পোস্টিতে ক্যাটাগরি এবং ট্যাগ সেট করি...

ওয়ার্ডপ্রেস পোষ্ট বডির ডান পাশেই Category প্যানেল আছে। নিচের মতো দেখুন... লিখাটি আপনি যে ক্যাট্যাগরির আওতায় দেখতে চান সেই ক্যাটাগরিতে চেক করুন। তবে হ্যাঁ, ক্যাটাগরি অবশ্যই লিখার সাথে সুসঙ্গত হতে হবে। এবার ট্যাগ লিখুন। ক্যাটাগরির ঠিক নিচেই ট্যাগ এর অবস্থান। আপনার লিখাটি যে বিষয়ের উপরে লিখা সেই ধরনের সর্বনিম্ন ৩টি ট্যাগ লিখুন, তারপর Add এ ক্লিক করুন। নিচের এর মতো...

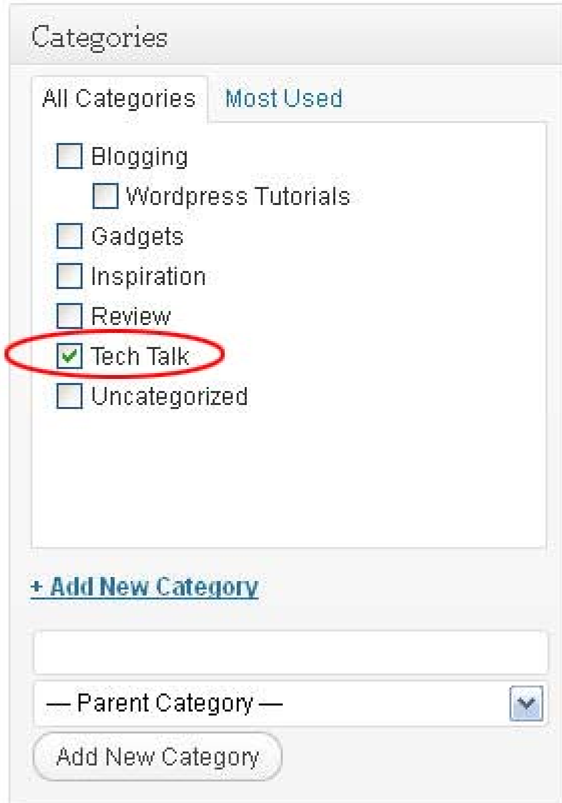

সব কিছু দেখানো নিয়ম মতো করলে আপনার আপনার লিখাটি এখন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত...

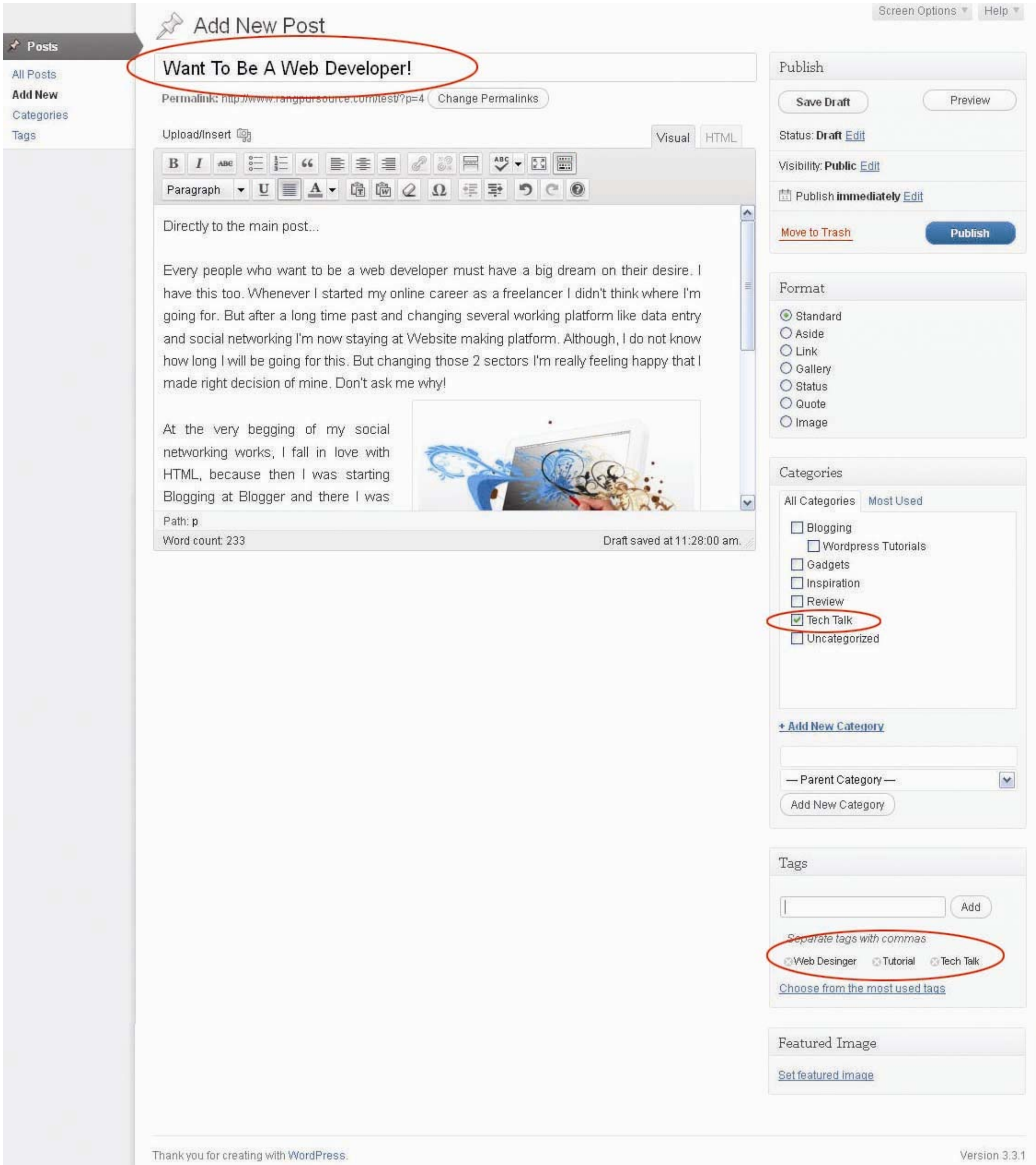

৫. এবার পোস্টই পাবলিশ করার পালা... পোষ্ট বডি'র ঠিক ডান দিকে দেখুন Publish সেকশন আছে... পোস্টই সরাসরি পাবলিশ করতে চাইলে Publish এ ক্লিক করুন। পাবলিশ এর আগে পূর্ব রূপ দেখতে চাইলে Preview ক্লিক করুন। আর পোস্টে সংরক্ষন করে রাখতে চাইলে Save Draft এ ক্লিক করুন। আমি যেহেতু প্রকাশ করতে চাইছি তাই Publish এ ক্লিক করছি...

৬. পোস্টটই প্রকাশ(Published) হবার পরে আপনার পোস্টের টাইটেলের উপরে নিচের মতো বার্তা দেখাবে... এবং আপনার পোস্টটির বর্তমান স্ট্যাটাস ও প্রকাশের সময় দেখাবে Publish সেকশনের নিচের মতো...

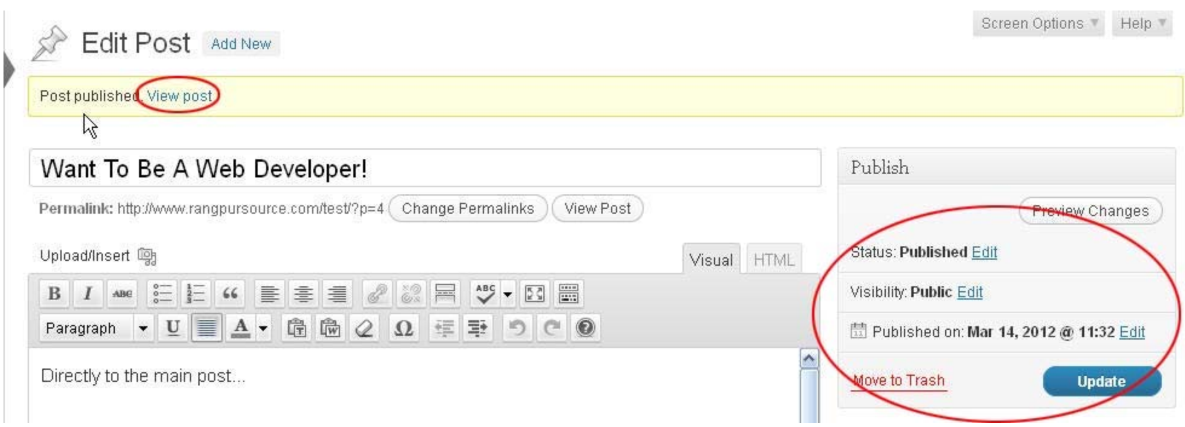

ব্যাস! পোষ্ট লিখা এবং পাবলিশ করা শেষ।

৭. এবার আপনি যদি মনে করেন আপনার লিখা বা আপনার সাইটের সব লিখাগুলো দেখবেন। তাহলে শুধু মাত্র ড্যাশবোর্ডের Posts সেকশন থেকে All Posts এ ক্লিক করুন...

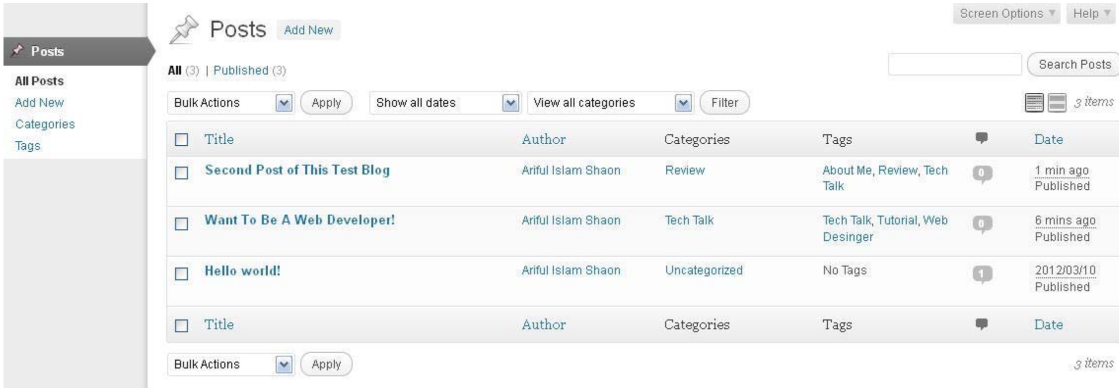

ওয়ার্ডপ্রেস পোস্টিং প্যানেল টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ! দেখা হবে সামনের পোস্টিং এ! :-)

১০. পেজ তৈরী এবং আপডেট করা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে পোষ্ট তৈরী এবং সেটাকে পাবলিশ/প্রকাশ করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পেজ তৈরী করার নিয়ম নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পেজ পাবলিশ/প্রকাশ করবেন কিভাবে সেগুলো নিয়ে চিত্র ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের Page (পাতা) সেকশনের ছবিটি দেখুন...

মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে জেনে নেয়া ভাল...

পেজ কি?

অন্যান্য সাইটের মতো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটেও পেজ থাকে। তবে পেজ আপনার সাইটের সম্মুখভাগে দেখাবেন কিনা এটা সম্পর্ণ আপানার ইচছার উপরে নির্ভর করে। যাহোক, ওয়ার্ডপ্রেসে পেজ এবং পোষ্ট এই দুটি জিনিসকে নতুনরা একই ভেবে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ, পেজ এবং পোষ্ট লিখার নিয়ম হুবহু একই। কিন্তু, প্রকাশ হবার ধরনটা আলাদা। পোষ্ট প্রকাশ করলে তা সরাসরি চলে যায় হোমে পেজের সর্বশেষ লিখা হিসেবে আর পেজ লিখে প্রকাশ করলে তা আপনার সাইটের থীম সেটিংস অনুযায়ী মেন্যু বা পেজের স্থানে প্রদর্শন করে বাই ডিফল্ট। আশা করি পেজ ও পোস্টের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন। :-)

তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগিং প্লাটফর্মে পেজ প্রকাশ করা তেমন কঠিন কিছু না। যদি আপনি আমার লিখার পোষ্ট লিখার পদ্ধতি নিয়ে টিউটোরিয়ালটি পড়ে থাকেন তবে আপনার জন্য এতি আরও সহজ হবে। তবে নবাগত হিসেবে আপনার কাছে কঠিন লাগবে এটাই স্বাভাবিক। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পেজ লিখে প্রকাশ করতে নিচের কয়েকটি ধাপ মনযোগ দিয়ে অনুসরন করুন...

১. ড্যাশবোর্ডের Pages সেকশন থেকে Add New –তে ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটির মতো দেখুন...

২. Add New –তে ক্লিক করার পর নিচের মতো পেজ পাবেন। এটিই ওয়ার্ডপ্রেস পেজ প্যানেল।

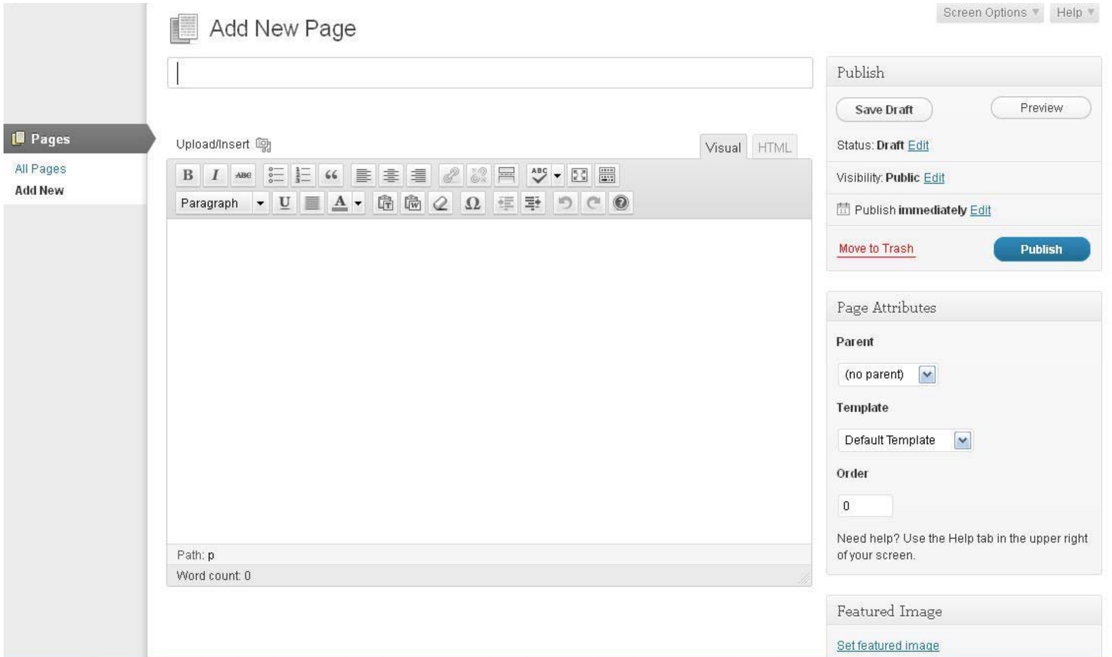

ইমেজটি লক্ষ করুন। এইখানে আপনি আপনার পেজের জন্য যে তথ্য দিতে চান সেগুলো লিখবেন। সেটা হতে পারে সরাসরি এই উইন্ডোতেই টাইপ করে অথবা যেকোনো ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে লিখে এখানে কপি-পেস্ট করবেন। কপি-পেস্ট এর সময় অবশ্যই পোষ্ট ভিউ HTML -তে পেস্ট করবেন। কেমন HTML ভিউ-তে পেস্ট করবেন তা নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোষ্ট লিখবেন যেভাবে! শিরোনামের টিউটোরিয়ালের আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোষ্ট লিখবেন যেভাবে! শিরোনামের টিউটোরিয়ালের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী পেজের জন্য প্রয়োজনীয় লিখা ও ইমেজগুলো স্থাপন করে নিলাম। আমি এখানে লিখাগুলো দেখানোর জন্য ট্যাম্পোরারী হিসেবে স্থাপন করেছি। তবে আপনারা আপনাদের সাইটের জন্য যে পেজে যেমন ইনফো দরকার সেগুলো ঠিকভাবে লিখবেন। যেমনঃ About Us, Contact Us এবং Feedback ইত্যাদি।

এবার সব কিছু ঠিক থাকলে চিত্রের ডান পাশে দেখানো Publish বাটনে ক্লিক করুন। নিচের চিত্রে দেখুন...

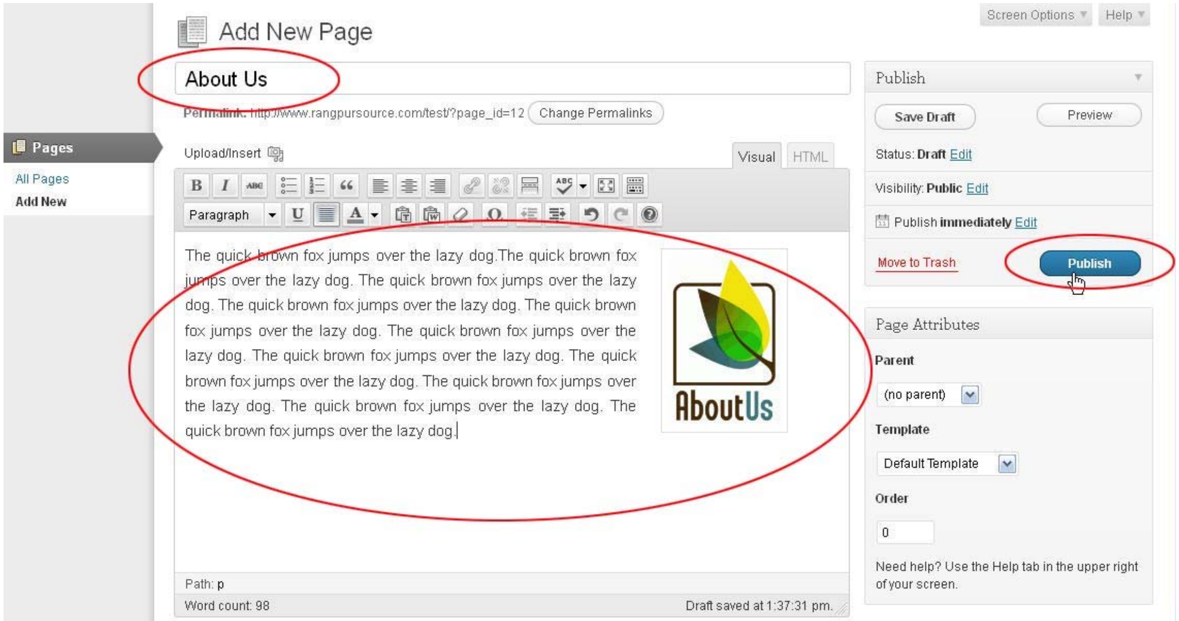

৪. Publish বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি নিচের মতো দেখতে পারবেন। এর অর্থ হলঃ আপনার পেজটি প্রকাশ হয়েছে এবং আপনি চাইলে সেটি এখন Update করতে পারবেন।

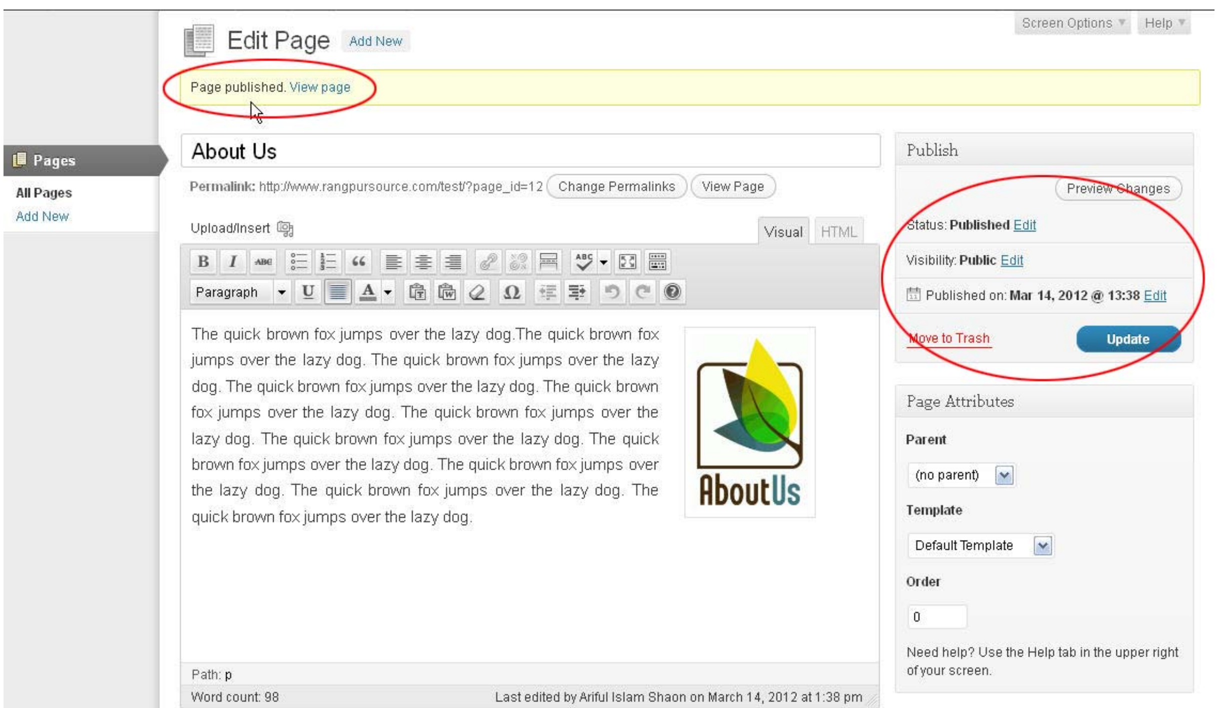

৪. এবার আপনি যদি আপনার সাইটের সব পেজ দেখতে চান তবে Pages সেকশন থেকে All Pages এ ক্লিক করুন।

Screen Options
Help
Pages
Add New
All (3) | Published (3)
Search Pages
Bulk Actions
Apply
Show all dates
Filter
3 items
Pages
All Pages
Add New
Title
Author
Date
About Us
Ariful Islam Shaon
3 mins ago
Published
Contact Us
Ariful Islam Shaon
1 min ago
Published
Sample Page
Ariful Islam Shaon
2012/03/10
Published
Title
Author
Date
Bulk Actions
Apply
3 items

বিভাগ তৈরী এবং পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের আবারো স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরী এবং আপডেট নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে ক্যাটাগরী তৈরী করার নিয়ম নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লিখা পাবলিশ/প্রকাশ করার সময় লিখাটি অবশ্যই কোন নির্দিষ্ঠ বিভাগে রাখবেন। সেজন্য কিভাবে বিভাগ (Category) তৈরী করবেন সেই পদ্ধতিগুলো নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করবো। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের বিভাগ (Category) সেকশনের ছবিটি দেখুন...

মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে জেনে নেয়া ভাল...

Category এর জন্য ওয়ার্ডপ্রেসে আলাদাভাবে সতন্ত্র কোন সেকশন নাই। Post (পোস্ট) সেকশনের সাথে Category- কে কম্বিনেশন করে দেয়া হয়েছে। তাই, Category কে আলাদাভাবে অন্য কোথায় পাওয়া যাবে না।

চলুন এবার Category তৈরী করি...

১. আপনার Dashboard এ লগিন করেন Posts সেকশন থেকে Categories ক্লিক করুন। নিচের মতো Category পেজ পাবেন...

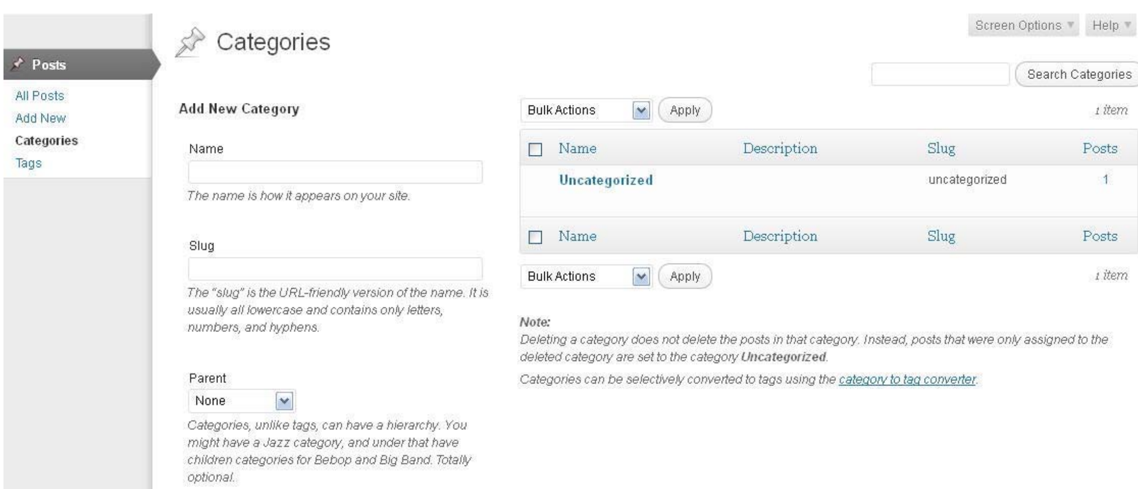

বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেসে Uncategorized নামে একটি Category পাবেন। আপনি চাইলে এই ক্যাটাগরিকে রিনেম করে নতুন নাম দিতে পারেন অথবা নতুন ক্যাটাগরি তৈরী করে নিতে পারেন। চলুন আমার নতুন ক্যাটাগরি তৈরী করি...

২. Category পেজের বাম পাশের থেকে Add New Category এর নিচে লক্ষ করুন... Name – এখানে আপনি যে নামে ক্যাটাগরি করতে চাইছেন সেই নামটি ইংরেজিতে লিখুন... আমি লিখলাম “Blogging”।

এবার Slug, Slug হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি এর ইউআরএল মানে ঠিকানা। আপনি আপনার সাইটের থেকে সরাসরি ক্যাটাগরি ব্রাউজ করতে এই স্লাগ (Slug) টি পাবেন। যেমনঃ আমি আমার ক্যাটাগরির নামের সাথে মিল রেখে স্লাগ নাম দিয়েছি “blogging”। এটা অবশ্যই করনীয়। একটি ইউজার ফ্রেন্ডলি স্লাগ ইউআরএল আপনার সাইটের জন্য অনেক ভাল রেপুটেশন নিয়ে আসে। মনে রাখবেন, স্লাগName – এ সবসময় ছোট হাতের অক্ষর(a, b, c এভাবে), সংখ্যা(1, 2, 3 এভাবে) এবং হাইপেন (-) ব্যবহার করতে পারবেন।

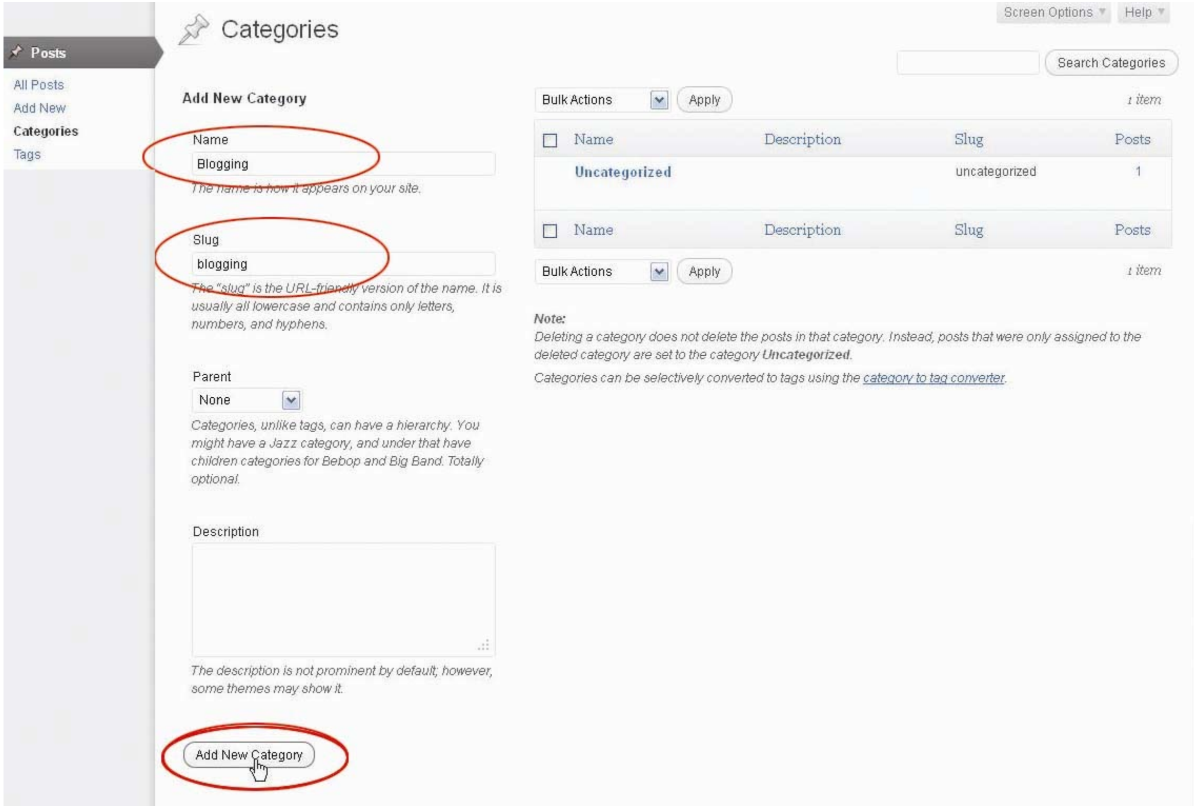

ওকে, ক্যটাগরি এবং স্লাগ নাম দেওয়ার পর নিচের Add New Category –তে ক্লিক করুন... দেখুন নিচের মতো ক্যাটাগরি আপনার সাইটের যুক্ত হয়েছে... নিচের পেজে লাল মার্কিং করে দিয়ে ক্যাটাগরি এর নাম এবং স্লাগ নামটি খেয়াল করুন। :-)

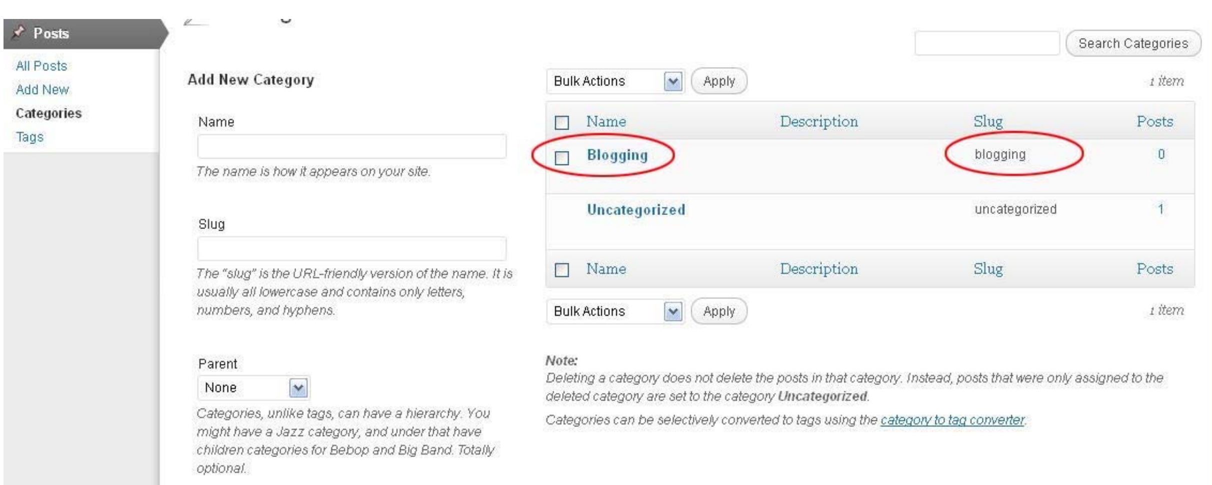

৩. ক্যাটাগরি তৈরী হল এবার আসুন প্যারেন্ট ক্যাটাগরি তৈরী করি। তার আগে জেনে নেই "প্যারেন্ট ক্যাটাগরি" কি?

প্যারেন্ট ক্যাটাগরি হল একটি মূল ক্যাটাগরি যার আওতায় আরও অনেক গুলো সাব-ক্যাটাগরি থাকে বা থাকতে পারে। ধরুন, আপনি চাইছেন আপনার সাইটে Blogging নামে একটি ক্যাটাগরি থাকবে এবং সেই ক্যাটাগরিটিতে WordPress Blogging, BlogSpot Blogging, Joomla Blogging এবং সাব-ক্যাটাগরি রাখবেন। তাহলে Blogging প্যারেন্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে WordPress Blogging, BlogSpot Blogging, Joomla Blogging হবে সাব-ক্যাটাগরি। চলুন কিভাবে করবেন দেখে নিই...

আগের মতই ক্যাটাগরি Name, স্লাগ Name দিন Add New Category থেকে। এবার স্লাগের নিচে থেকে Parent এর ড্রপডাউন এ ক্লিক করুন। (এখানে বলে রাখার ভাল আপনি যে প্যারেন্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে সাব-ক্যাটাগরি তৈরী করতে চাইছেন সেটা আগে থেকে তৈরী থাকতে হবে। যেভাবে আপনি উপরের তৈরী করলাম।) প্যারেন্টে ক্লিক করার পর যে ড্রপডাউন লিস্টটি পাবেন সেখানে থেকে আপনার প্যারেন্ট ক্যাটাগরি নির্ধারন করুন। নিচের ইমেজটি লক্ষ করুন...

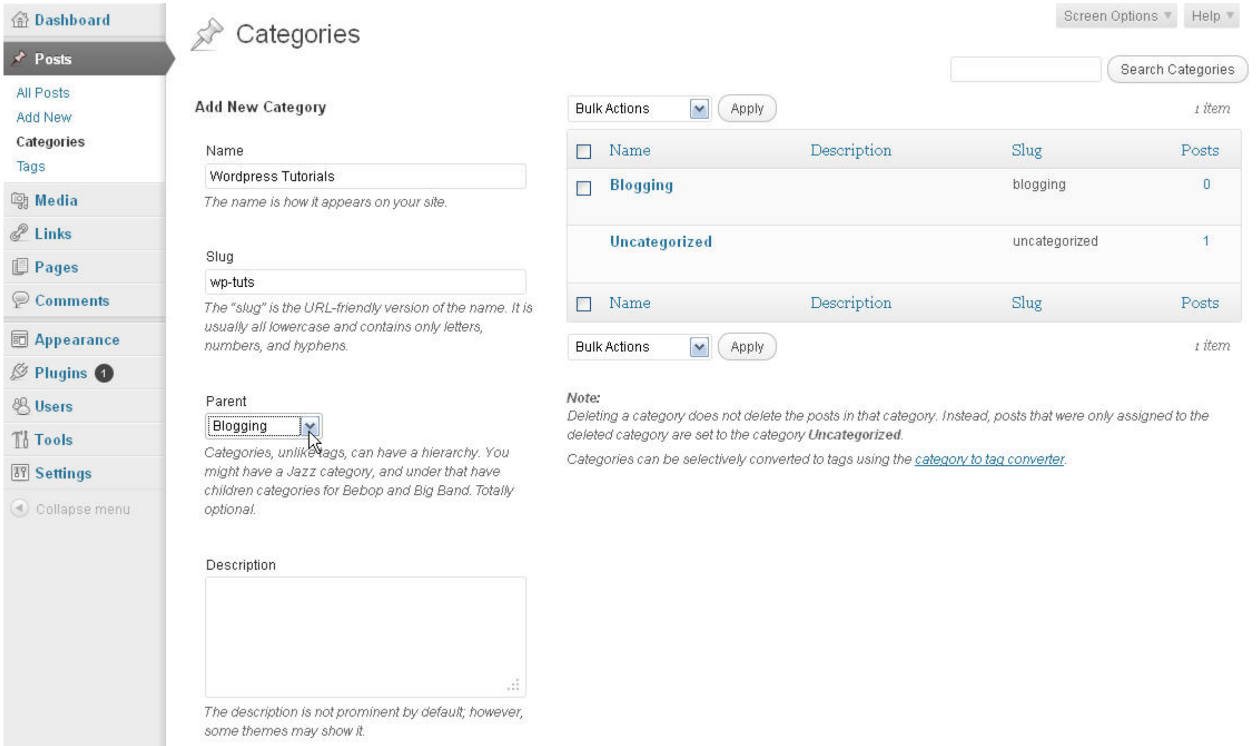

ক্যটাগরি Name, স্লাগ Name এবং Parent ঠিকমত নির্ধারন করে দেওয়ার পর পেজের নিচে **Add New Category**-ক্লিক করুন।

৪. সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মতো প্যারেন্ট ক্যাটাগরি এবং সাব-ক্যাটাগরি পাবেন লাল মার্ক করে দেখানো...

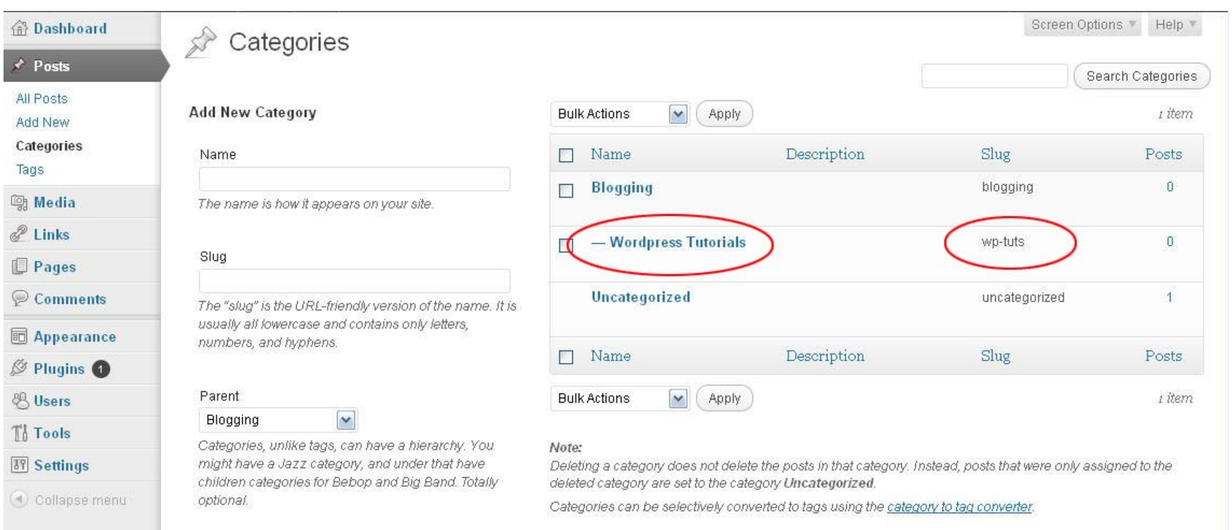

ওয়ার্ডপ্রেস Category প্যানেল টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ! দেখা হবে সামনের পোস্টিং এ! :-)

১২. পাঠক মন্তব্য পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে পেজ তৈরী এবং সেটাকে পাবলিশ/প্রকাশ করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পাঠকদের মন্তব্য পরিচালনা করার নিয়ম নিয়ে। অর্থাৎ, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের প্রকাশিত পোষ্ট/লিখা গুলোতে কেউ মন্তব্য/প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে সেগুলোকে কিভাবে পরিচালনা করবেন সেগুলো নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের Comments (মন্তব্য) সেকশনের ছবিটি দেখুন...

মন্তব্য/পাঠক প্রতিক্রিয়া ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগের/সাইটের অনেক গুরুপ্তপূর্ণ একটি অংশ। সহজ এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি মন্তব্য প্যানেলের জন্য ওয়ার্ডপ্রেসের জুড়ি মেলা ভার। ব্লগিং প্লাটফর্ম হিসেবে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস এর জনপ্রিয়তা হওয়ার পিছনে মন্তব্য প্যানেলের অবদান অনস্বীকার্য। আপনি ব্লগ/সাইটের এডমিন হিসেবে মন্তব্য পরিচালনা করতে পারেন অথবা আপনি আপনার সাইটে Editor নিয়োগ দিয়েই পরিচালনা করাতে পারেন।

চলুন দেখি কিভাবে মন্তব্য পরিচালনা করবেন...

১. ওয়ার্ডপ্রেসে Comments (মন্তব্য) সেকশনে ক্লিক করার সাথে সাথেই আপনি মন্তব্য প্যানেলের পেজে চলে আসবেন। নিচের চিত্রটি দেখুন... বাই ডিফল্ট সেখানে ১টি মন্তব্য পাবেন সেটাও স্বয়ংক্রিয় ভাবে করে রাখা। অর্থাৎ, আপনি যতবার-ই নতুন সার্ভার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করেন না কেন। এই স্বয়ংক্রিয় মন্তব্যটি পাবেন-ই।

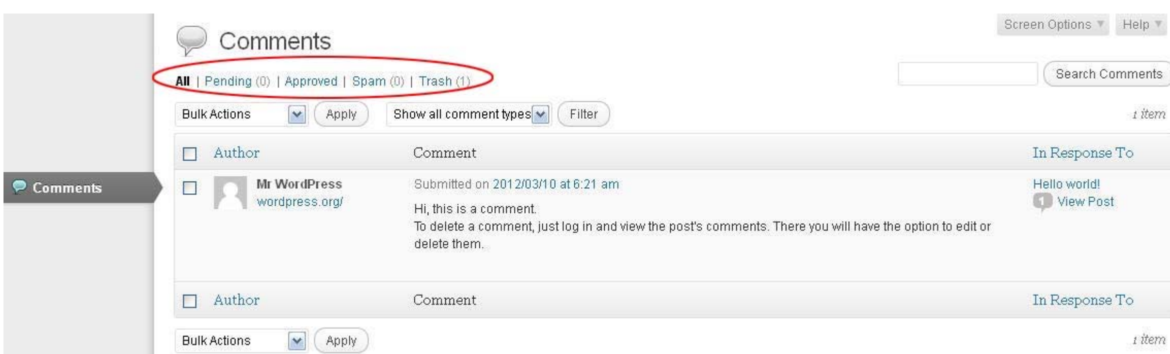

২. মনে করুন আপনার সাইটে কেউ মন্তব্য করেছেন। এবং আপনার সাইটে মন্তব্য মডেরেশন চালু আছে। তাহলে দেখুন ব্যাপারটি কেমন হয়...

ক) যখন মন্তব্য মডেরেশন সিস্টেম চালু থাকেঃ ড্যাশবোর্ড Settings থেকে Discussion তারপর নিচের ইমেজের মতো মডেরেশন সেটিং এ চেক মার্ক করে দিতে হয় যদি পাঠক মন্তব্য সরাসরি প্রকাশ করতে না চান। নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন...

খ) মডেরেশন সিস্টেম চালু থাকলে পাঠক মন্তব্য যেভাবে জমা হয় Comments প্যালেনে। নিচের ইমেজ-টি দেখুন...

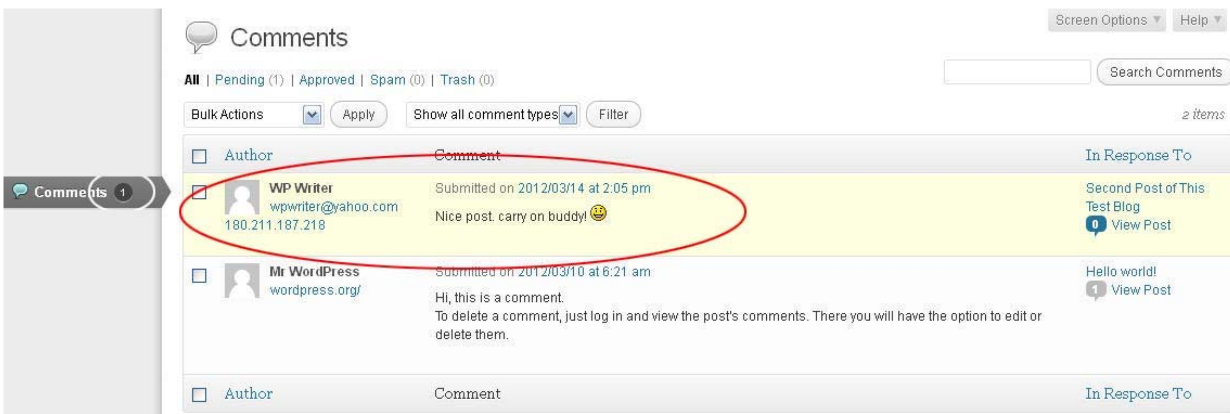

৩. আপনি যদি মন্তব্যটি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হন তবে সেটিকে এপ্রুভ করে দিবেন নিচের মতো...

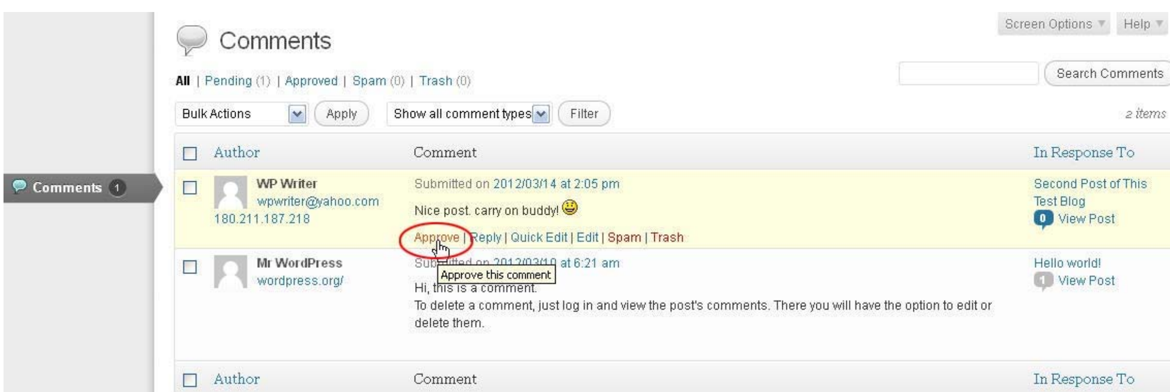

৪. মন্তব্য এপ্রুভ করার পর নিচের মত হবে...

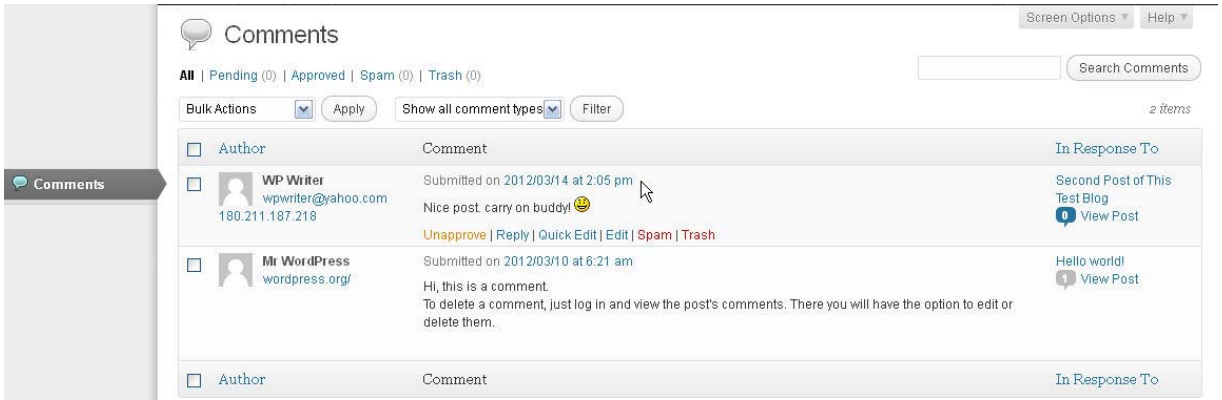

৫. ধরুন, আপনার সাইটে কোন লিখায় কেউ কেউ বাজে মন্তব্য করেছে যা আপনি মুছে দিয়েছেন অথবা ভুলে ভাল মন্তব্য মুছে দিয়েছেন। নিচের মতো...

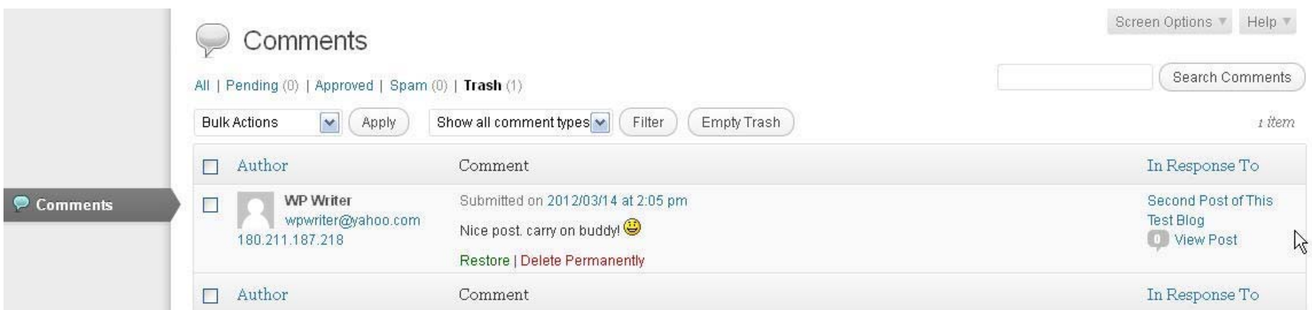

৬. এখন আপনি আপনার মুছে যাওয়া মন্তব্যগুলো পাবেন Trash এ। ভাল মন্তব্য বা আপনি চাইছেন এমন কোন মন্তব্য পুনরায় ফিরে পেতে Trash থেকে উক্ত মন্তব্যে Restore ক্লিক করুন। নিচের মতো...

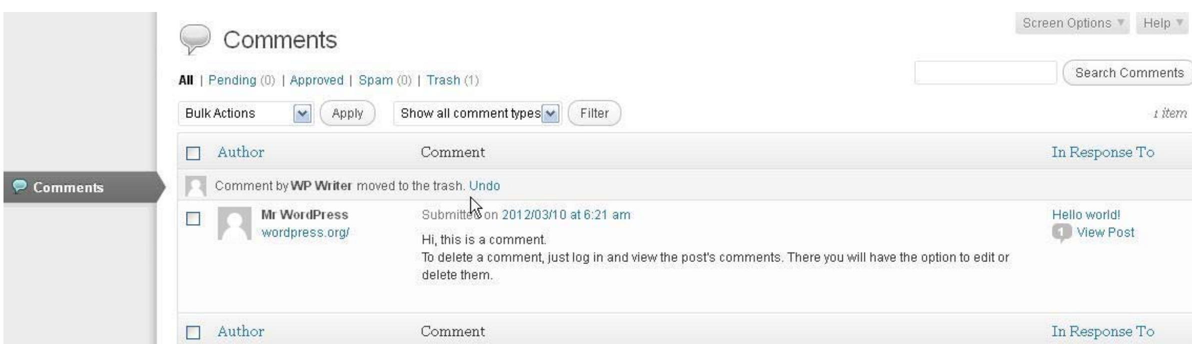

তাহলে আবারো আপনি আপনার মন্তব্য প্যানেলে উক্ত রিষ্টোরকৃত মন্তব্যটি পেয়ে যাবেন।

কিছু কথাঃ আপনি যদি কোন কমিউনিটি ব্লগ পরিচালনা করেন তাহলে মন্তব্য মডেরেশন না রাখাটাই ভাল। কারণ কমিউনিটি ব্লগ গুলোতে প্রতিনিয়ত মন্তব্য আসে পাঠকদের থেকে। তাই, শুধুমাত্র কমিউনিটি ব্লগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তেমন ভাল ফলাফল বয়ে আনবে না। আপনি যদি Editor রেখে প্রতিটি মন্তব্য

মডারেশন করায় নেন সেটা একান্ত আপনার ইচ্ছার উপরের নির্ভর করবে। আর ব্যক্তিগত ব্লগের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্লগাররা মন্তব্য মডারেশন রাখেন যাতে করে কোন বাজে মন্তব্যের দ্বারা বিব্রত হতে না হয়।

১৩. থিম ও প্লাগিং কি?

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে পাঠকদের মন্তব্য পরিচালনা করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস থিম ও প্লাগিং নিয়ে। তো চলুন শুরু করা যাক...

ওয়ার্ডপ্রেস থিমঃ প্রাথমিকভাবে ওয়ার্ডপ্রেস থিমকে শুধু মাত্র সাইটের বা ওয়েব্লগের বাহিরের রূপ/অবয়ব/চেহারা বলা চলে। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের টেমপ্লেট পরিবর্তন করার পরেও এটিকে শুধুমাত্র আপনার ওয়েব্লগের চেহারার পরিবর্তন হিসেবেই জানবেন। ওয়ার্ডপ্রেসের একটি টেমপ্লেট ব্যবহার করে আপনি আপনার সাইটের সব কনটেন্টকে আপনার ইচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রন করতে পারেন।

একটি ওয়ার্ডপ্রেস থিম অনেকগুলো ফাইল ব্যবহার করে তৈরী হয়, যেগুলোর সমন্বয়য়ে আপনার সাইটে ব্যবহৃত থিমটি গ্রাফিকাল চেহারা পায়। যেমনঃ টেম্পলেটের জন্য প্রয়োজনীয় ইমেজ ফাইল। থিমটির কাঠামোকে ধরে রাখতে স্টাইল সীট(style.css) ফাইল, এবং এইচটিএমএল (.html) এবং পিএইচপি(.php) এর সমন্বয়য়ে ফ্যাংশনাল ফাইল।

এককথায়, ইমেজ, স্টাইল এবং ফ্যাংশনাল ফাইলের সমন্বয়য়ে আপনার ওয়েবসাইট/ওয়েব্লগ এর কনটেন্টকে পাঠক বা গ্রাহকের সামনে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপন করার জন্য ওয়েবসাইট/ওয়েব্লগ এর যে অবয়ব তৈরী করা হয় সেটাই থিম।

ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টি আপনার ডোমেইনে ইন্সটল করার পরপরই আপনি বাই ডিফল্ট যে থিমটি পাবেন সেটির নামঃ Twenty Eleven। ওয়ার্ডপ্রেসের আরও থিম দেখতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডিরেক্টরিতেঃ http://wordpress.org/extend/themes/

এছাড়া আরও থিম পাবেনঃ

http://wordpressthemesbase.com/
http://freewordpressthemes.com/
http://wptemplates.org/
http://freewpthemes.net/
http://wpskins.org/
http://wpcorner.com/
http://skinpress.com/

ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য আপনি ২ ভাবে থিম ইন্সটল করতে পারেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Appearnace>Themes) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে সার্ভারে আপলোড করে। এগুলো নিয়ে পরের পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংসঃ প্লাগিংস হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের এমন একটি টুলস যা কিছু নির্দিষ্ট ফাংশনাল কমান্ড ব্যবহার করে ইউজার এর কাজের চাহিদা পূরণ করে থাকে। আর ওয়ার্ডপ্রেস এর সফলতার এবং জনপ্রিয়তার জন্য প্লাগিংস এর অবদান সবচেয়ে বেশি। প্লাগিংস দিয়ে আপনি চাইলেই আপনার সাইটের পুরো কাঠামোকেই নিয়ন্ত্রন করে নিতে পারেন। আপনি চাইলে প্লাগিংস দিয়ে আপনার সাইটের লিখা/পোস্টগুলোকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন।

এককথায়ঃ আপনি যেমনটা চাইবেন সেই ধরনের অসংখ্য প্লাগিংস ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগিংস ডিরেক্টরিতে খুঁজে পাবেনঃ http://wordpress.org/extend/plugins/ । ওয়ার্ডপ্রেস থীমের মতো প্লাগিংসও অনেকগুলো ফাইল ব্যবহার করে তৈরী করা হয়, যা উপরে আলোচনা করেছি।

ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য আপনি প্লাগিংসও ২ ভাবে ইন্সটল করতে পারেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Pluging) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে সার্ভারে আপলোড করে। এগুলো নিয়ে পরের পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৪. থিম ইন্সটল ও পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস থিম এবং প্লাগিংস নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস থিম ইন্সটল এবং পরিচালনা করার পদ্ধতি নিয়ে।

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে আবারো বলছি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য আপনি ২ ভাবে থিম ইন্সটল করতে পারবেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Appearnace>Themes) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস ডিরেক্ট্রিতে আপলোড করে।

চলুন ইন্সটল করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক...

১. আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের লগিন করে ড্যাশবোর্ডে আসুন। সেখানে থেকে Appearance> Themes ক্লিক করুন। নিচের চিত্র দেখুন...

২. Appearance> Themes ক্লিক করার পর আপনি নিচের পেজটি পাবেন। সেখানে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার পরপরই যে থিম সিলেক্ট করা থাকে সেটি প্রদর্শন করবে। এবং আরও কি কি থিম Available আছে তাও দেখাবে নিচের মতো... নতুন থিম ইন্সটল করতে Install Themes ট্যাবে ক্লিক করুন ...

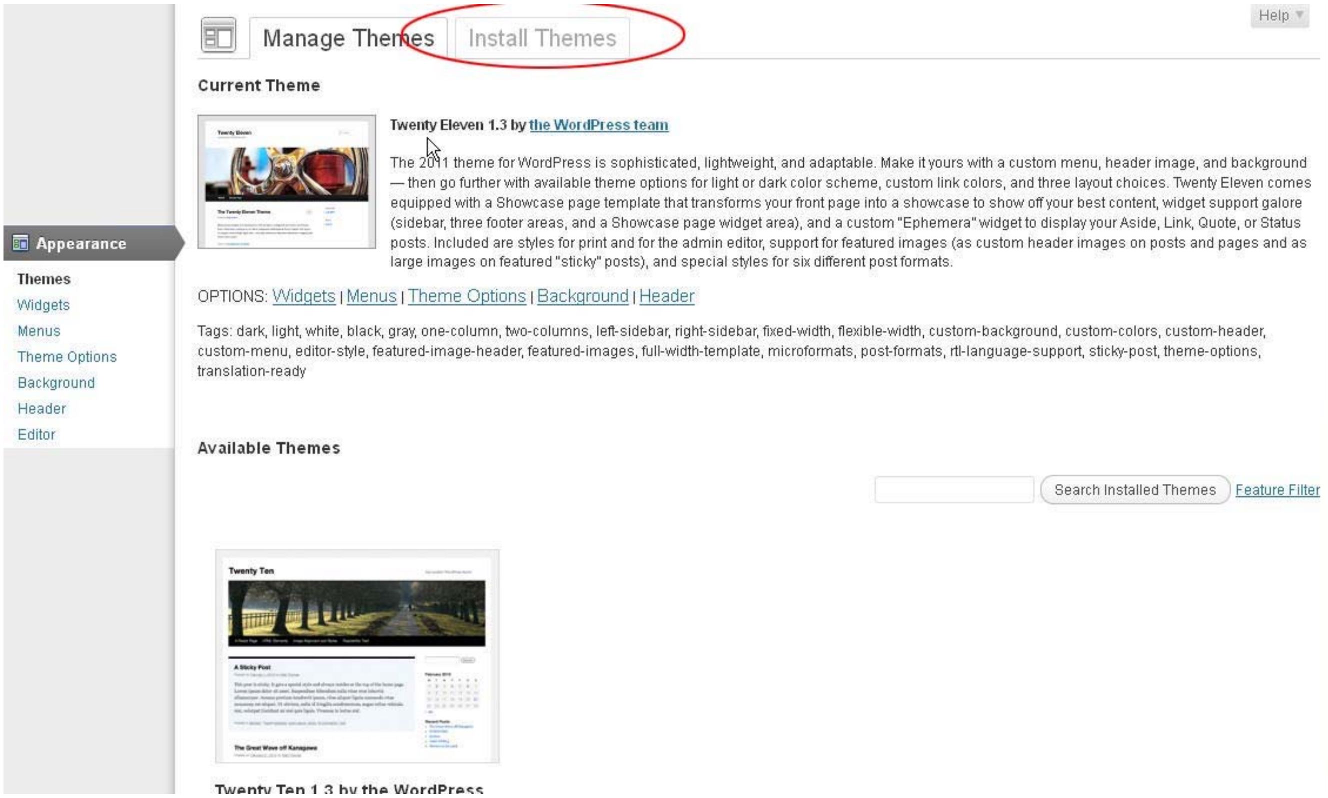

৩. পরের পেজে ফিল্টারিং এর মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি এবং কীওয়ার্ড অনুযায়ী থিম অনুসন্ধান করতে পারবেন।

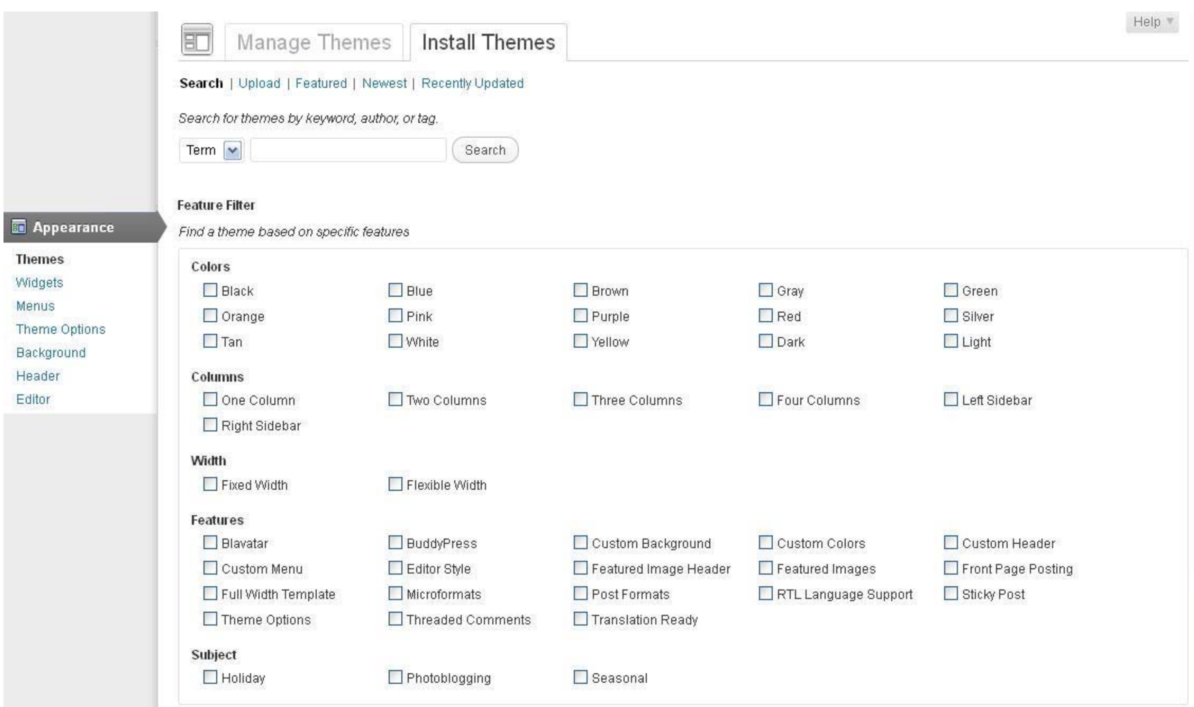

৪. ঐ পেজে থেকেই Upload এ ক্লিক করুন।

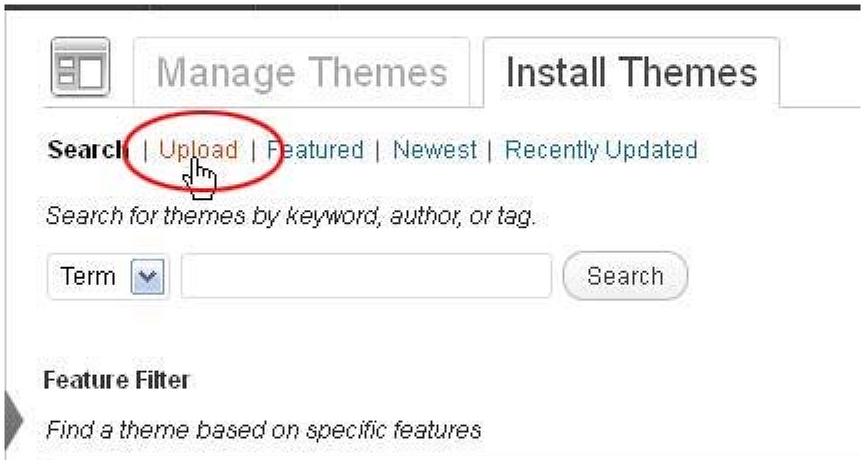

৫. এবার ব্রাউজ করুন থিম নির্বাচনের জন্য...

৬. আপনার হার্ডডিস্কের যেখানে থিম রয়েছে সেখানে থেকে থীমটি নির্বাচন করুন এবং Open ক্লিক করুন।

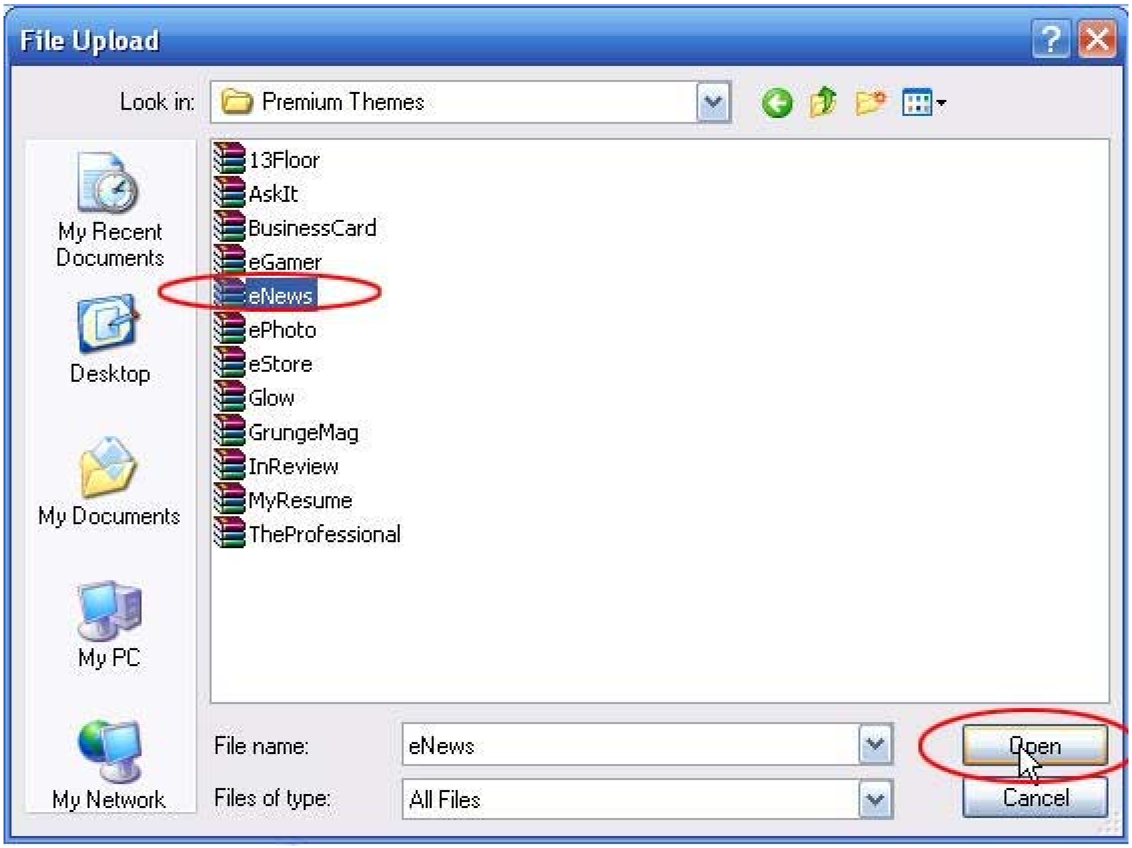

৭. এবার থীমটি আপনার সাইটের থিম ডিরেক্টরিতে ইন্সটল করার জন্য Install Now তে ক্লিক করুন।

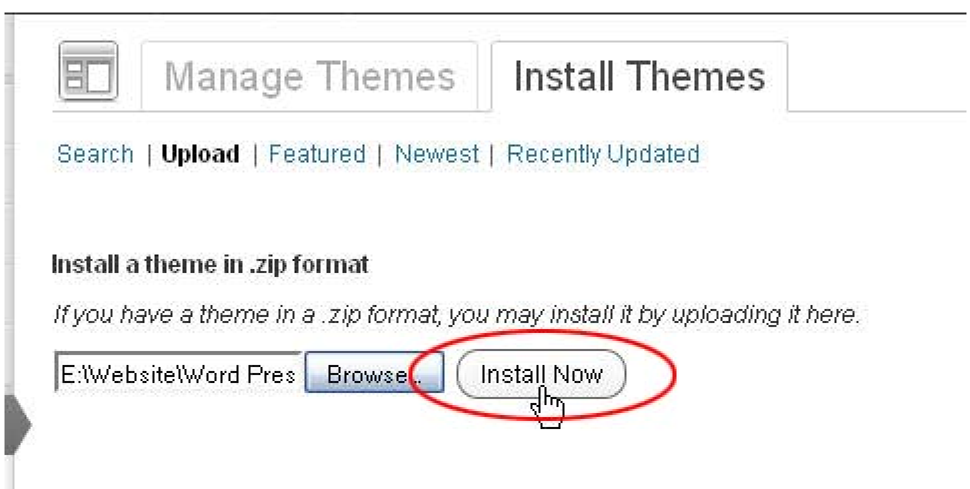

৮. কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার আপলোড করা থিমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনজিপ হয়ে সাইটের থিম ডিরেক্টরিতে ইন্সটল হয়ে যাবে। এবার থিমটিকে আপনার সাইটের জন্য এক্টিভেট করার পালা। Activate করার আগে সেই থিমটি আপনার সাইটে দেখতে কেমন হবে সেটা দেখার জন্য Activate এর পাশের Preview তে ক্লিক করুন। দেখা শেষে Activate এ ক্লিক করুন।

৯. এবার সাইটের ড্যাশবোর্ডে আপনার সদ্য ইন্সটল করা থিমটি দেখাবে। নিচের মতো...

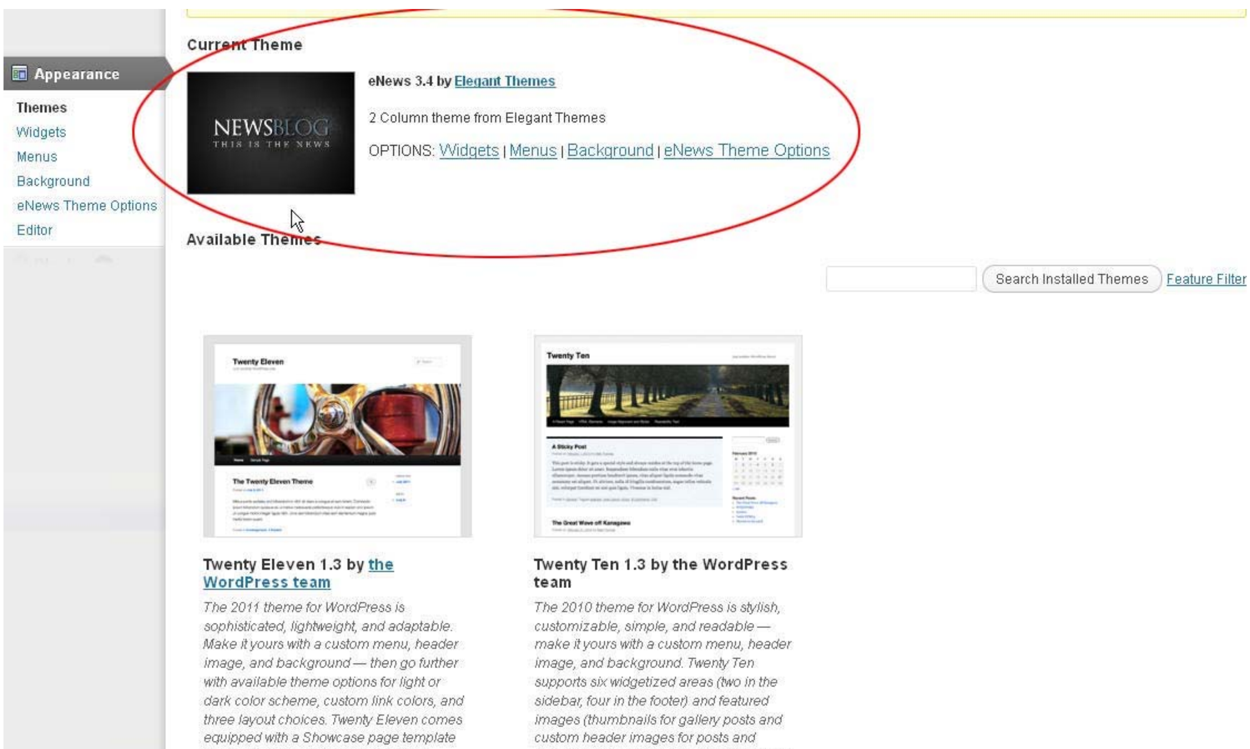

নোটঃ আপনি থিম এক্টিভেশন এর পর সাইটে ব্রাউজ করে দেখবেন আপনার সাইটে থিম ঠিকমতো প্রদর্শন করছে কিনা। আপনি যে থিমটি ইন্সটল করবেন সেটা এই টিউটোরিয়ালের থিমের সাথে যে মিলতেই হবে এমনটা বাধ্যতামুলক না। তাই, থিমের সাথে মিল না খুঁজে টিউটোরিয়ালের বিষয়বস্তুর সাথে আপনার কাজের মিলগুলো লক্ষ করুন। :-)

চলুন এবার আমাদের সাইটের সাইডবারে আরও তথ্য প্রদর্শনের জন্য কিছু উইজেট(গ্যাজেট) যুক্ত করি...

১০. ড্যাশবোর্ডের Appearance> Widgets এ ক্লিক করুন...

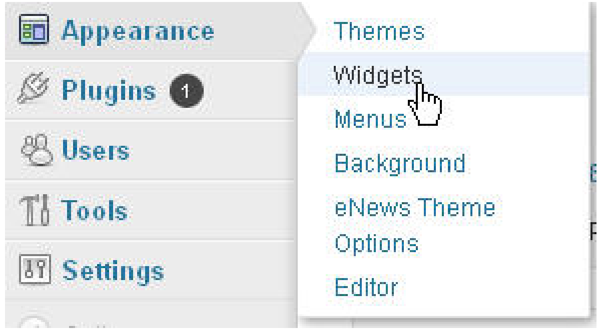

১১. Widgets এ ক্লিক করার পর নিচের মতো পেজ পাবেন। সেখানে থেকে আপনার প্রয়োজন মতো সাইডবার উইজেটগুলো ড্রাগিং-ড্রপিং এর মাধ্যমে সাইডবার সেকশনে যুক্ত করুন নিচের মতো। যুক্ত করার সাথে সাথে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হয়ে যাবে।

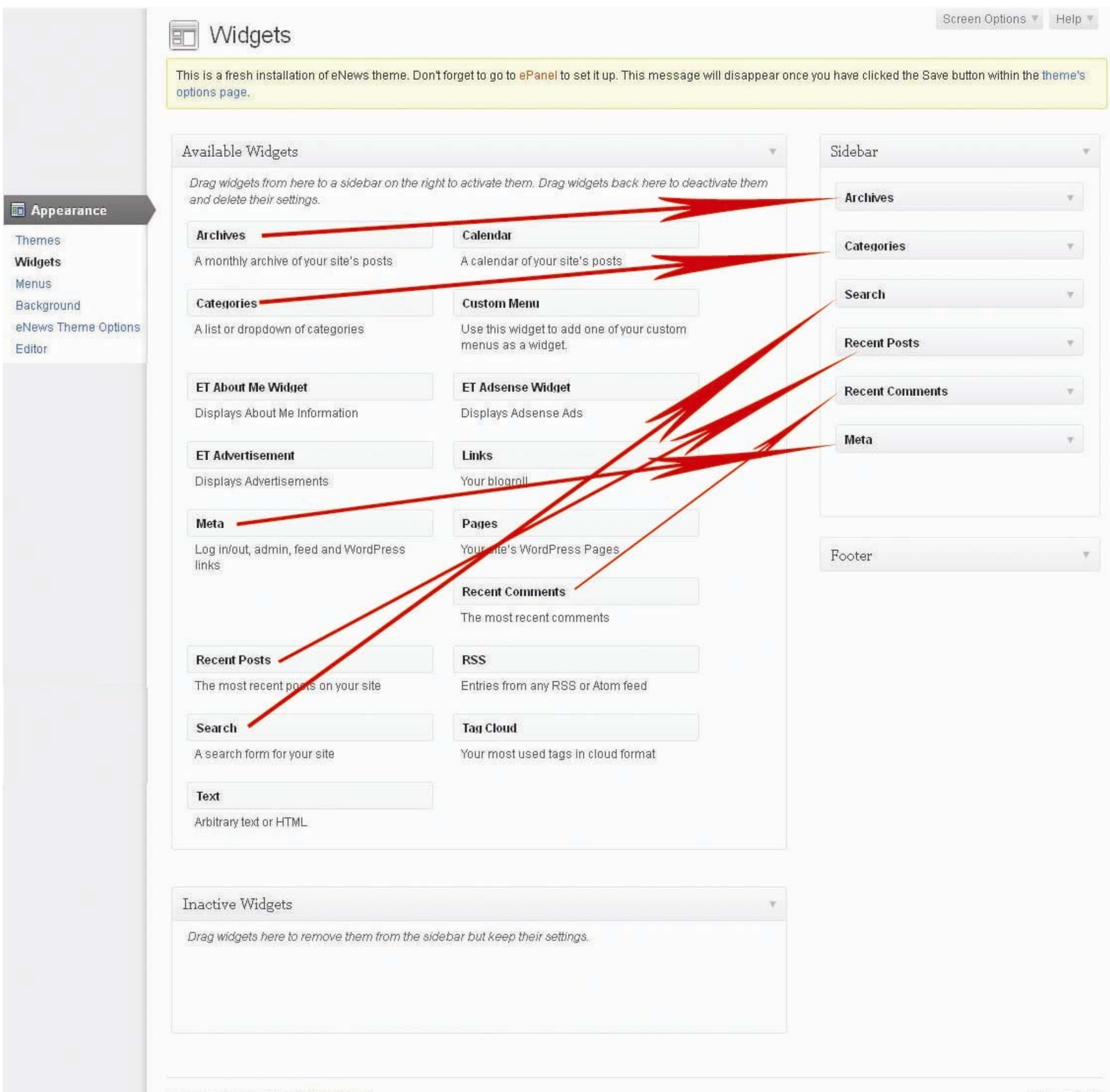

১২. আপনার প্রয়োজন মতো সাইডবার উইজেটগুলো ড্রাগিং-ড্রপিং এর মাধ্যমে সাইডবার সেকশনে যুক্ত করা হয়ে গেলে এবার আপনার সাইটের ইউআরএল ব্রাউজ করুন। সব ঠিকঠাক থাকলে আপনার সাইট নিচের মতো(আপনার থিম অনুযায়ী) প্রদর্শন করবে।

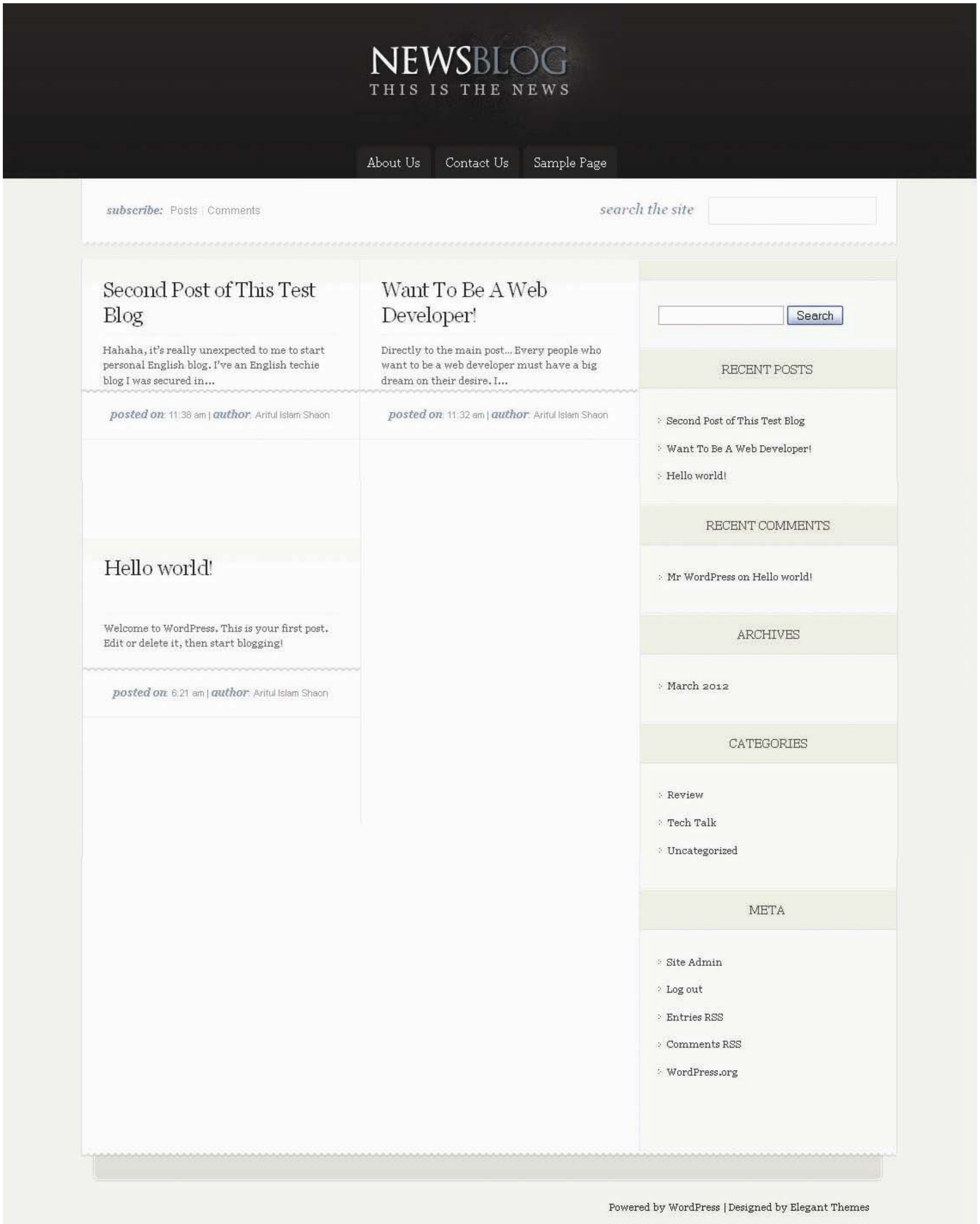

১৫. প্লাগিংস ইন্সটল ও পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত ২ পর্ব আগে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস ইন্সটল এবং পরিচালনা করার পদ্ধতি নিয়ে।

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে আবারো বলছি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য ২ ভাবে প্লাগিংস ইন্সটল করতে পারবেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Pluging) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস ডিরেক্টরিতে আপলোড করে।

চলুন ইন্সটল করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক...

১. আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের লগিন করে ড্যাশবোর্ডে আসুন। Plugings সেকশন থেকে Add New ক্লিক করুন। নিচের চিত্র দেখুন...

২. Add New ক্লিক করার পর নিচের প্লাগিংস আপলোডের পেজটি আসবে... Upload এ ক্লিক করুন। *নোটঃ আপনি চাইলে এখানে থেকে আপনার সাইটের জন্য প্লাগিংস সার্চ করে বের করে নিতে পারেন ট্যাগ অনুযায়ী।*

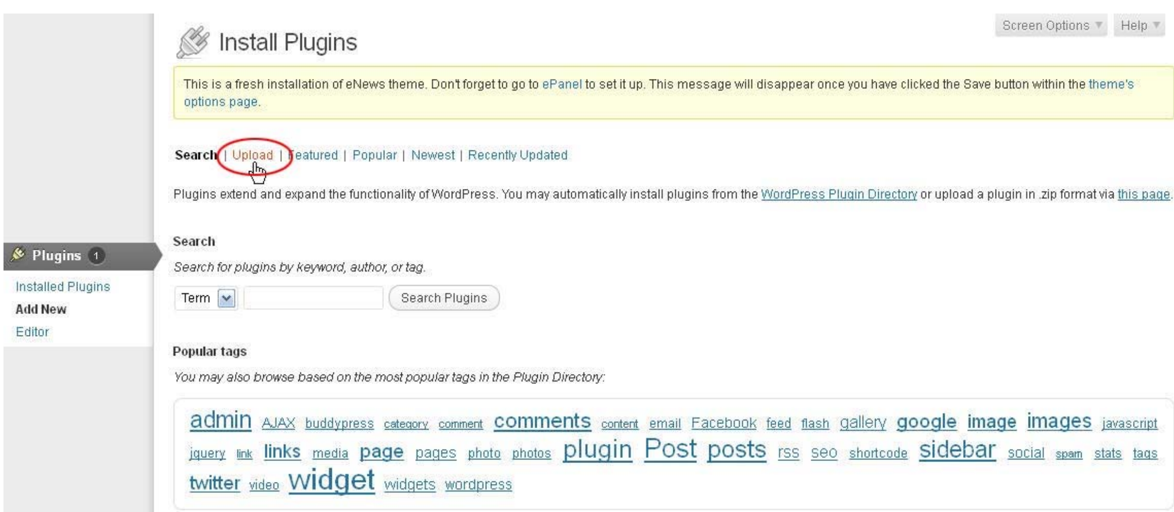

৩. প্লাগিংস আপলোডের জন্য Browse (ব্রাউজ) করুন...

৪. Browse (ব্রাউজ) ক্লিক করার পরে নিচের মতো File Upload বক্স পাবেন। সেখানে থেকে আপনার প্রয়োজনীয় প্লাগিংটি সিলেক্ট করুন...আমি এখানে mobilepress 1.1.5 নামের প্লাগিংটি সিলেক্ট করে Open করলাম। mobilepress প্লাগিংটি আপনার সাইটকে মোবাইল থেকে পরিস্কারভাবে দেখার জন্য ইন্সটল করে নিতে হয়। কারণ বর্তমান ইন্টারনেট বিশ্ব কোন অংশে পিছিয়ে নেই। মোবাইল থেকেও হাজার হাজার ভিজিটর বিভিন্ন সাইট ভিজিট করে প্রতিনিয়ত।

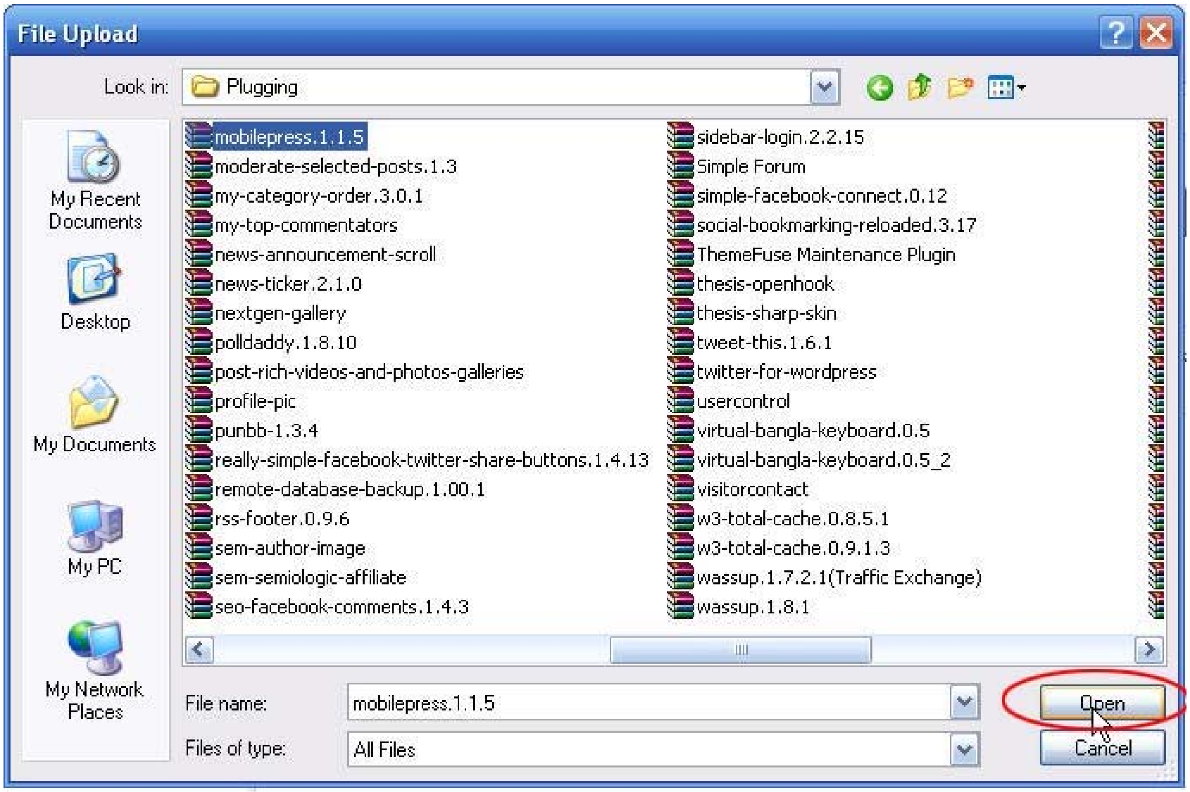

৫. ওপেন হওয়ার পড়ে প্লাগিংটি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্ট্রিতে ইন্সটল করার জন্য Install Now বাটনে ক্লিক করুন...

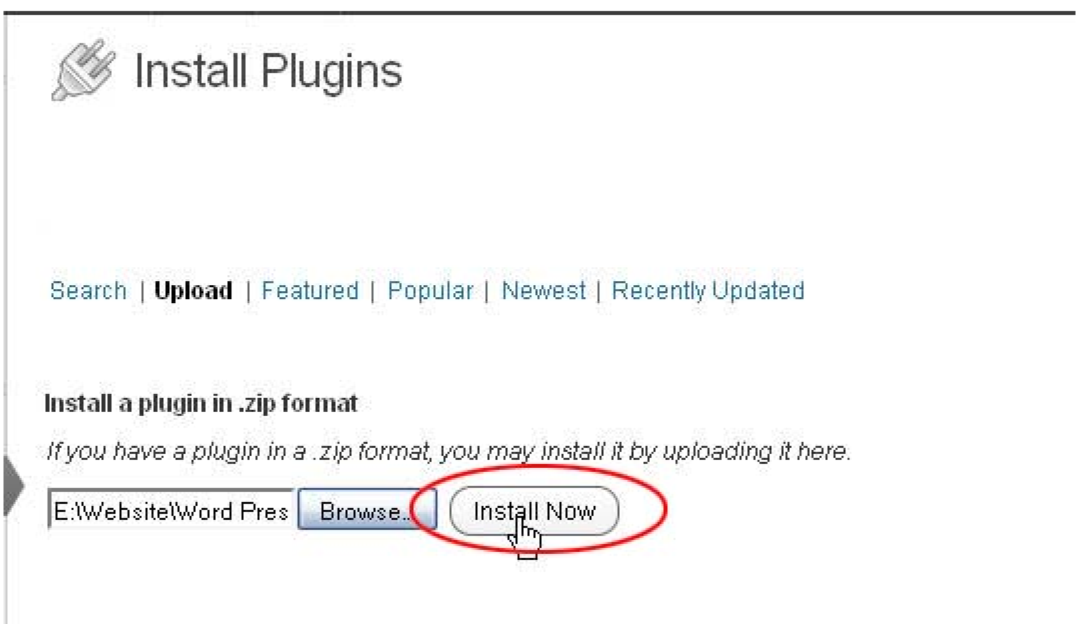

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন... ওয়ার্ডপ্রেস থীম এবং প্লাগিং ইন্সটালেশন পদ্ধতি ২/১ জায়গায় ছাড়া একই রকম। :-)

৬. ইন্সটল শেষে প্লাগিংটি Activate(এক্টিভেট) করুন...

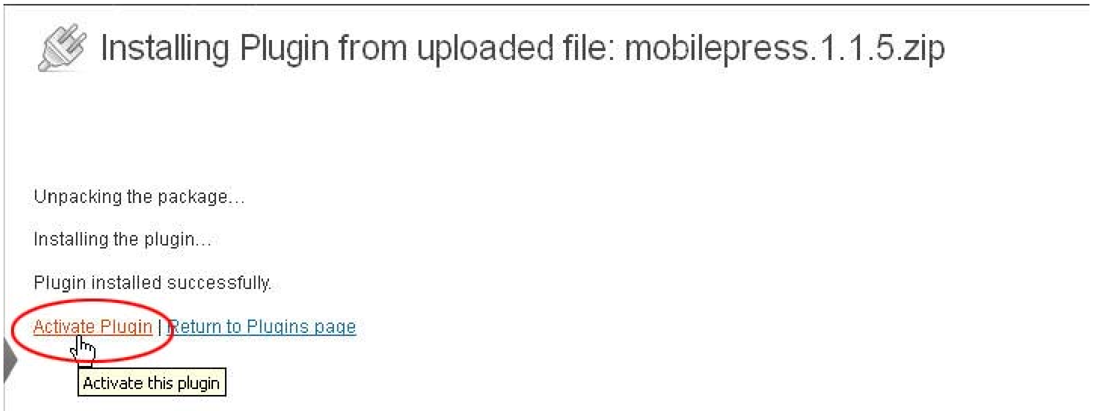

৭. প্লাগিংটি এক্টিভেটের সাথে সাথে আপনাকে All Plugings পেজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ে যাবে... সেখানে থেকে আপনি আপনার সাইটে আরও অনন্যা যে প্লাগিংসগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারবেন। যাহোক, আমি mobilepress নামের যে প্লাগিংটি ইন্সটল করেছি সেটি আলাদাভাবে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো ড্যাশবোর্ডের Settings এর নিচে MobilePress সেটিং থেকে। তবে আপনি যদি কোডিং এ দক্ষ না হন তবে এখানে হাত দিতে যাবেন না। কারন, বাই ডিফল্ট যেভাবে আছে সেটা দিয়েই কাজ চালানো সম্ভব। প্লাগিংটি এক্টিভেট হলে মোবাইল দিয়ে আপনার সাইটটি ব্রাউজ করে দেখুন।

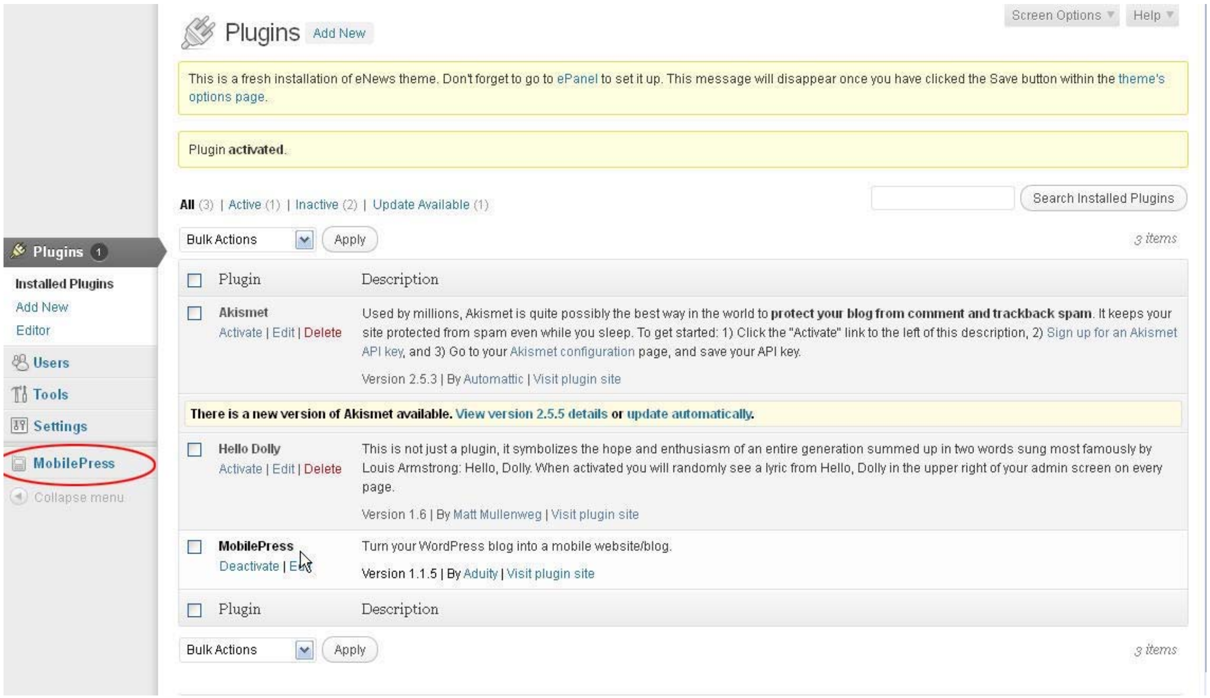

৮. এবার কোন কারনে যদি আপনি প্লাগিংটি ডিএক্টিভেট(নিষ্ক্রিয়) করে রাখতে চান। সেটা যেকোনো প্লাগিং-ই হতে পারে। তাহলে শুধু মাত্র আপনার প্লাগিং এর নামের নিচের থেকে Deactivate ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটি দেখুন...

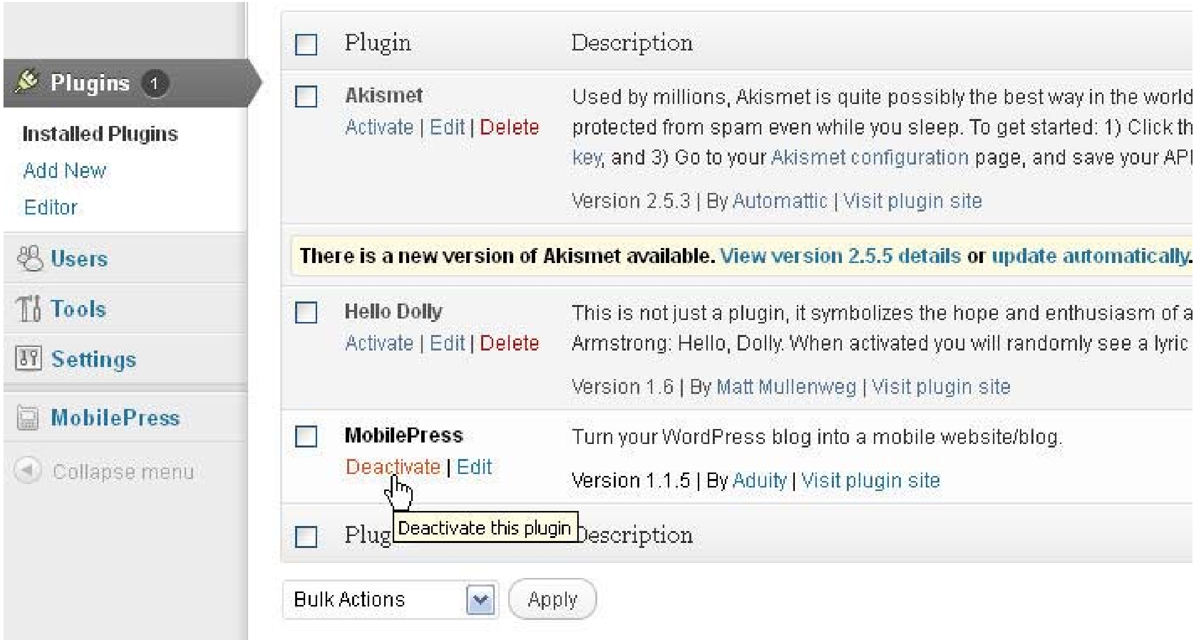

৯. ডিএক্টিভেট(নিষ্ক্রিয়) প্লাগিং এক্টিভেট(সক্রিয়) করতে হলে একই ভাবে শুধু মাত্র আপনার প্লাগিং এর নামের নিচের থেকে Activate ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটি দেখুন...

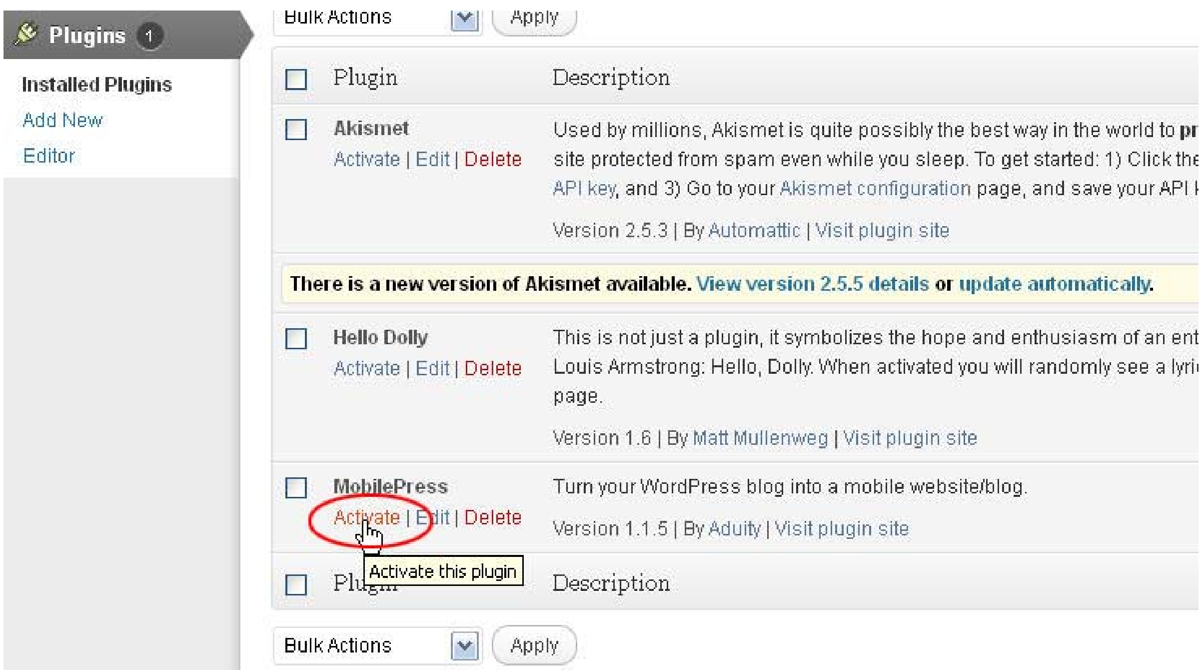

More Bangla Ebooks For Your Pc Or Mobile

VISIT

www.BanglaEbookDownload.com